CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 27 July 2021 ■ আগরতলা ২৭ জুলাই, ২০২১ ইং ■ ১০ শ্রাবণ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মিজো পুলিশের লাগাতার গুলি বর্ষণ, হত সাত অসম পুলিশের জওয়ান, গুরুতর জখম এসপি

গুয়াহাটি, ২৬ জুলাই (হি.স.)।। মিজো পুলিশ ও দুর্বৃত্তদের গুলি হামলায় গুরুতরভাবে জখম হয়েছেন কাচাড়ের পুলিশ সুপার বৈভব চন্দ্রকান্ত নিম্বালকর আইপিএস। তাঁকে সংকটজনক অবস্থায় শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অসম এবং প্রতিবেশী মিজোরাম, দুই রাজ্য পুলিশ এবং মিজো দুষ্কৃতীদের মুখোমুখি সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে কাছাড়ের আন্তঃরাজ্য সীমান্ত এলাকা। এক সূত্রের খবর, পুলিশ সুপারের ওপর হামলার খবর পেয়ে গুয়াহাটি থেকে ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা এবং স্থানীয় বিধায়ক তথা বন ও পরিবেশ মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য।

মিজোদের লাগাতার এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণে ইতিমধ্যে অসম পুলিশের সাত জওয়ান শহিদ হয়েছেন। পাশাপাশি অসম পুলিশের জওয়ান এবং অসমের স্থানীয় বাসিন্দা সহ কমপক্ষে ৭০ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। এই খবর লেখা পর্যন্ত এখনও মিজোরা এলোপাতাড়ি গুলি বর্ষণ করছে এবং গুলিবিদ্ধ স্থানীয় বাসিন্দা এবং অসম পুলিশের আহতদের নিয়ে একের পর এক অ্যাম্বুলেন্স শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যাচ্ছে। ঘটনা কাছাড়ের মিজোরাম সীমান্তের লায়লাপুল-খুলিছড়ায় আজ সোমবার বেলা প্রায় সাড়ে ১২টা নাগাদ থেকে শুরু হয়েছে।

এদিকে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা তাঁর অফিশিয়াল টুইটে লিখেছেন, কাছাড়ের অসম-মিজোরাম সীমান্তের লায়লাপুরে যুদ্ধসদৃশ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। সীমান্তে গোলাগুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন অসমের ছয় বীর জওয়ান। তিনি লিখেছেন, অসমের ভূমি রক্ষা করতে শহিদ বীর

জওয়ান এবং তাঁদের পরিবারের প্রতি গভীর সহানুভূতি জানাচ্ছি।

অসমের জমি থেকে মিজো জবরদখলকারীদের তাড়াতে ব্যাপক প্রয়াস করেছিল অসম পুলিশ। কিন্তু আজ দুপুরে হঠাৎ অসম পুলিশকে লক্ষ্য করে প্রথমে পাথরবৃষ্টি, পরে ধারালো অস্ত্রসমেত আক্রমণ করছে মিজোরামের দুর্বৃত্তরা। অসম পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া শুরু করে মিজোরামের পুলিশ বাহিনী, ইয়ং মিজো অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য সহ মিজো দুর্বৃত্তরা। প্রত্যুত্তরে অসম পুলিশও গুলি ছুঁড়তে বাধ্য হয়। উভয় পক্ষে চলে কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়া ও গোলাগুলি। এরা এমন-কি কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জল্লি এবং পুলিশের গাড়িতে ভাঙচুর করে।

উল্লেখ্য, গত বছর-দেড়েক থেকে অবৈধভাবে মিজোরামের দুর্বৃত্তরা অসমের কাছাড় সীমান্তের প্রায় সাড়ে ছয় কিলোমিটার জমি আগ্রাসন করেছে। কাছাড় জেলার বাংলা মিডিয়ামের দুটি এলপি স্কুলে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে মিজো দুর্বৃত্তরা। কিছুদিন আগে ফের পর পর তিনটি গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে মিজোরামের উশৃঙ্খল বাহিনী। এছাড়া হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জের সীমান্তে একই কায়দায় অসমের জমি জবরদখল করে আসছে তারা। আন্তঃরাজ্য সীমান্তের আতঙ্কগ্রস্ত জনগণ ভয়ে নিজের বসতবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু মিজোরামের বেআইনি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আক্ষরিক অর্থে কোনও পদক্ষেপ নেয়নি অসম সরকার। বস্তুত অসম পুলিশ তথা স্থানীয় প্রশাসনের চোখের সামনেই তিলে তিলে অসমের জমিতে আগ্রাসন চালিয়েছে মিজোরাম।

গত প্রায় দেড় বছর থেকে লাগাতার জমি জবরদখল করে আসছে মিজোরাম। কিন্তু কার্যত অসম সরকারের পক্ষে সে রকম কোনও প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়নি। অবশেষে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে আই-প্যাকের ২২ জন সদস্যকে আটক করল পুলিশ রাখা হয়েছে হোটেলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। প্রশান্ত কিশোরের সংস্থা আই-প্যাকের অন্তত ২২ জন সদস্যকে পুলিশ আটক করেছে। আগরতলায় একটি নামী হোটেলে তারা অস্থায়ী ঘাটি বানিয়ে ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকার খবর সংগ্রহ করছিলেন। তাঁদের গতিবিধি সন্দেহজনক বলেই মনে করেছে পুলিশ। তাই, তাঁদের আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পূর্ব আগরতলা থানার ওসি সরোজ ভট্টাচার্য।

পুলিশ তাঁদের রবিবার রাতে আটক করেছে। তাদের সাথে বেআইনি সমীক্ষা সংস্থার যোগসুত্র রয়েছে বলে পুলিশ প্রমান পেয়েছে। তাই, তাঁদের কোন ধরনের গতিবিধিতে পুলিশ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

পূর্ব আগরতলা থানার ওসি জানিয়েছেন, আই-প্যাকের ২২ জন সদস্যকে পুলিশ আটক করেছে এবং তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। তাঁর দাবি, প্রতিদিনের নজরদারি রাখার জন্য অভিযানে গিয়ে তাঁদের আটক করেছে পুলিশ।

এদিকে, আই-প্যাকের সদস্যদের পুলিশী জেরার খবর ইতিমধ্যে তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জির কানে পৌঁছেছে। তৃণমূল সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি এবং আই-প্যাক প্রধান প্রশান্ত কিশোরও বিষয়টি জানতে পেরেছেন। ত্রিপুরা পুলিশ সুত্রে খবর, আই-প্যাকের প্রায় ৫০ জন সদস্য সারা রাজ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সমীক্ষা চালাচ্ছেন। বিভিন্ন মানুষের সাথে দেখা করছেন এবং মতামত নিচ্ছেন।

এদিকে, পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, ওই ২২ জনের মধ্যে কেউ কলকতারা, আবর কেউ জম্মুকাশ্মীর সহ দেশের বভিন্ন রাজ্যে। তারা এখানে এসে বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছেন। অনেক লোকের সাথে সরাসরি দেখা সাক্ষাৎ করেছেন। করোনা পরিস্থিতিতে এইভাবে ঘুরাফেরা করা এবং লোকের সাথে মেলামেশা করার জন্য তাদের করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এখনও রিপোর্ট আসেনি। রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত তাদের হোটেলেই অবস্থান করতে হবে। তাছাড়া তাদের সাথে থাকা নথিপত্রও যাচাই করে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার।

পুলিশ সুপার আরও জানিয়েছেন, কয়েকদিন আগেই তারা রাজ্যে এসেছিলেন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা জানিয়েছেন, সমীক্ষা করার জন্য তারা এখানে এসেছেন। এদিন, সকালে তাদেরকে হোটেল থেকে বের হতে বারন করা হয়। কারণ করোনা পরিস্থিতিতে এত সংখ্যায় লোক একটি হোটেলে অবস্থান করা স্বাভাবিক ভাবেই করোনা প্রটোকল অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তারা কি ধরনের সমীক্ষা করতে এসেছেন সেসব বিষয় তদন্তে বেরিয়ে আসবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার।

জল্পনাই সত্যি হল, কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা ইয়েদুরাপ্পার

বেঙ্গালুরু, ২৬ জুলাই (হি.স.)।। যাবতীয় জল্পনার অবসান, কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফাই দিয়ে দিলেন বি এস ইয়েদুরাপ্পা। সোমবার দুপুরে রাজভবনে গিয়ে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন ইয়েদুরাপ্পা, ইয়েদুরাপ্পার ইস্তফাপত্র গ্রহণও করেছেন রাজ্যপাল থাওয়ারচাঁদ গেহলট। পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী শপথ নেওয়া পর্যন্ত ইয়েদুরাপ্পাকে কেয়ারটেকার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে থেকে যেতে বলেছেন রাজ্যপাল। সূত্রের খবর, খুব শীঘ্রই একজন পর্যবেক্ষককে কর্ণাটকে পাঠাবে বিজেপি। আপাতত কেয়ারটেকার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কাজ চালিয়ে যাবেন ইয়েদুরাপ্পা। কর্ণাটকের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, তা কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও রাজ্য নেতৃত্বই ঠিক করবে।

সোমবার দুপুরে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর ইয়েদুরাপ্পা জানিয়েছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার জন্য কেউ আমার উপর চাপ সৃষ্টি করেনি। আমি নিজেই ইস্তফা দিয়েছি, যাতে অন্য কেউ মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন। আগামী নির্বাচনে বিজেপিকে পুনরায় ক্ষমতায় আনার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ ও কাল রাজ্যে গণটিকাকরণ দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়া হল মন্ত্রিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। করোনা মোকাবিলায় ১০০ শতাংশ টিকাকরণের লক্ষ্যে পৌছাতে আগামী ২৭ ও ২৮ জুলাই গণ টিকাকরণ কর্মসূচীর উদ্যোগ নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। সে মোতাবেক টিকাকরণ কেন্দ্র পরিদর্শনের জন্য ত্রিপুরা মন্ত্রিসভার সমস্ত সদস্যদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আজ মন্ত্রিসভার সকল সদস্যদের সাথে জরুরি বৈঠকে ওই নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

ত্রিপুরায় ১৮ উর্ধ নাগরিকদের ১০০ শতাংশ কোভিড টিকাকরণের লক্ষ্যে আগামী ২৭ ও ২৮ জুলাই রাজ্যব্যাপী বিশেষ অভিযান কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। ১৮ বছরের উর্ধের সকল নাগরিকদের অনুরোধ করা হয়েছে কো-উইন অ্যাপ-র মাধ্যমে নিজেদের কোভিড টিকাকরণের স্লট বুকিং নিশ্চিত করে নিন। সে মোতাবেক নিকটবর্তী টিকাকরণ কেন্দ্রে গিয়ে টিকাগ্রহণ করে নিজেদের সুরক্ষিত রাখার জন্য ত্রিপুরা সরকার আবেদন জানিয়েছে। কোভিড টিকাকরণের এই বিশেষ অভিযান কর্মসূচিতে ১৮ বছর ও তার উর্ধে প্রত্যেকেই এই পরিষেবা গ্রহণ করতে পারবেন। সম্পুর্ন বিনামূল্যেই সকলের জন্য এই টিকাকরণ অভিযান হাতে নিয়েছে সরকার। ত্রিপুরায় আটটি জেলাতেই কোভিড টিকাকরণ কেন্দ্রে এই অভিযানে টিকাকরণ করা হবে।

ত্রিপুরা সরকারের উদ্যোগে এই বিশেষ কোভিড টিকাকরণ অভিযান সফল করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্যগণ, বিধায়ক, ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিদের বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্য থেকে ১০০ আগর গাছের চারা উত্তরাখন্ড গেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। প্রগতির পথে আরও এক কদম এগিয়ে গেল ত্রিপুরা। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের আগর নিয়ে ২০০০ কোটির অর্থনীতির স্বপ্নে গা ভাসাল দেবভূমি উত্তরাখন্ড। ত্রিপুরা থেকে আগর গাছের চারা চেয়েছে উত্তরাখন্ড সরকার। ত্রিপুরার বন দফতর আজ রেলযোগে ১০০ আগর গাছের চারা পাঠিয়েছে। এখন প্রমাণিত, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব অনেকের জন্য অনুপ্রেরণা যুগিয়ে চলেছেন।

সম্প্রতি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আগর নির্ভর অর্থনীতির দীশা দেখিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বামপন্থীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ গন্ডাছড়া, ২৬ জুলাই।। কেন্দ্রীয় সরকারের রেগায় বরাদ্দ সংকোচন সহ অন্যান্য দাবিতে দেশব্যাপী আন্দোলন কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাজ্য প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন কর্মসূচি সংঘটিত করেছে বামপন্থী সংগঠনগুলি।

কেন্দ্রীয় সরকারের রেগার বরাদ্দ সংকোচন নীতির প্রতিবাদ জানিয়ে সারা ভারতবর্ষে সোমবার আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সারা ভারত কিষান সভা, সি আই টি ইউ, গণমুক্তি পরিষদ ও তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতি। সংগঠন গুলির যৌথ

উদ্যোগে ত্রিপুরা রাজ্যে বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে মেলারমাঠ সিপিআইএম পশ্চিম জেলা কার্যালয়ের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জলের মোটর চুরি করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে নিহত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৬ জুলাই।। জলের মোটর চুরি করতে গিয়ে বিদ্যুতের ছোবলে মৃত্যু চোরের। ঘটনা কদমতলা থানাধীন কালাগাঙ্গের পাড় ভিতরগুল এলাকায়। মৃতের নাম জয়নাল উদ্দিন ওরফে মন্টু। জলের মোটর চুরি করতে এসে বিদ্যুতের ছোবলে মৃত্যু এক চোরের।মৃত চোরের নাম জয়নাল উদ্দিন ওরফে মন্টু। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। ঘটনা কদমতলা থানাধীন কালাগাঙ্গের পাড় ভিতরগুল এলাকায়।ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন কালাগাঙ্গের পাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নং ওয়ার্ডের ভিতরগুল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহর থানার ওসির শাস্তির দাবী জানাল বাজারের ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। কৈলাশহর থানার ওসির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন কৈলাশহর পানিচৌকি বাজারের সব্জি ব্যবসায়ীরা। ওসির নেতৃত্বে পুলিশ সবজি ব্যবসায়ীদের বেধড়ক মারধর করে তিনজনকে গুরুতরভাবে যখন করেছে বলে অভিযোগ।

কৈলাসহর থানার ওসি পার্থ মুন্ডাকে অবিলম্বে অপসারণ করার দাবি জানিয়েছেন সবজি বাজারের ব্যবসায়ীরা। ওসি পার্থ মুন্ডাকে অবিলম্বে কৈলাসহরের পানিচৌকি বাজারে এসে সব্জি ব্যবসায়ীদের কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার দাবীও জানিয়েছেন কৈলাসহরের পানিচৌকি বাজারের সব্জি ব্যবসায়ীরা। অন্যথায় সাতাশ জুলাই মংগলবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কৈলাসহরের পানিচৌকি বাজারের সব্জি বাজার বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। উল্লেখ্য, পানিচৌকি বাজারের সব্জি ব্যবসায়ীদের সাথে ওসি পার্থ মুন্ডার অমানবিক কান্ডে গোটা কৈলাসহর মহকুমার মানুষ ছিঃ ছিঃ করছে।

সোমবার দুপুরে কৈলাসহরের পানিচৌকি বাজারের সব্জি ব্যবসায়ীরা কৈলাসহরের মহকুমাশাসক শান্তি রঞ্জন চাকমার নিকট লিখিত ভাবে জানায় যে, রাজ্যের মুখ্যসচিবের লিখিত আদেশ অনুযায়ী গত চব্বিশ জুলাই শনিবার সকালে কৈলাসহরের পানিচৌকি বাজারের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জমি নিয়ে দুই জনগোষ্ঠির মধ্যে বিবাদ, মারপিটে আহত ১৮ জন

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশের শূন্যে গুলি মোতায়েন বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। দুই গোষ্ঠির মধ্যে সংঘর্ষের জেরে উত্তর ত্রিপুরা জেলায় পানিসাগর মহকুমায় নরেন্দ্রপুর গ্রামে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। পরিস্থিতিতে নিয়ন্ত্রণে এলাকায় বিশাল পুলিশ ও টিএসআর মোতায়েন করা হয়েছে। পরিস্থিতি থমথমে হয়ে রয়েছে। পানিসাগর মহকুমা শাসক জানিয়েছেন, চিন্তার কোন প্রয়োজন নেই। পরিস্থিতি এখন অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

স্থানীয় সুত্রে খবর, দামছড়া থানাধীন কাসকাও ব্রু শিবিরের বাসিন্দাদের সাথে হালাম জনগোষ্ঠির সংঘর্ষ হয়েছে। গত ১৯ জুলাই ব্রু শিবিরের নিকটবর্তী স্থানীয় বাসিন্দা দামছড়া থানায় ফসল নষ্ঠ করার অভিযোগে মামলা করেছিলেন। মূলত, জমি দখল করে বাড়ি বানানোর চেষ্টায় ওই ফসল নষ্ট করা হয়েছে অভিযোগ উঠেছে। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজ দুপুরে নরেন্দ্রপুর গ্রাম উত্তপ্ত হয়ে উঠে।

কাসকাও ব্রু শিবির শ"খানেক রিয়াং এবং হালাম জনগোষ্ঠির মধ্যে ঝগড়া বাঁধে। তাতে, মুহুর্তের মধ্যে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। অভিযোগ, ব্রু-রা বাড়িঘরে আগুন এবং শুকর ও ছাগল ছিনিয়ে নিয়ে

যাওয়ার চেষ্টা করেছে। ঘটনার খবর স্থানীয় প্রশাসনিক আধিকারিক ছুটে যান। কিন্তু, তাতেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হচ্ছিল না। খবর পেয়ে উত্তর ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী বিশাল ও টিএসআর বাহিনী ঘটনাস্থলে যান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ শূন্যে গুলি চালিয়েছে। এরপরই দুই জনগোষ্ঠির জনগণ নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যান।

এদিনের ঘটনায় প্রায় ১৮ জন আহত হয়েছেন। দামছড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। ঘটনা সম্পর্কে পানিসাগর মহকুমা শাসক রজত পন্ত বলেন, দুই জনগোষ্ঠির মধ্যে ঝগড়া মিটে গেছে। আজ দুপুরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়েছিল। তাতে, কয়েকজন আহত হয়েছেন। তবে, এখন এলাকায় সম্পুর্ন শান্তি বিরাজ করছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শতায়ু তারাকন্যা দেববর্মা নিয়েছেন কোভিড টিকা, তাঁর স্বাস্থ্যের খোঁজ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। শতায়ু তারাকন্যা দেববর্মা কোভিড টিকাকরণে সকলের জন্য অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। ১০৫ বছর বয়সে গতকাল তিনি কোভিডের টিকা নিয়েছেন। আজ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তাঁর সাথে দেখা করেছেন। গোমতী জেলার ব্রহ্ম ছড়া ভিলেজে তাঁর বাড়িতে গিয়ে স্বাস্থ্যের খোজ নিয়েছেন। তাঁকে একটি হুইল চেয়ার এবং শ্রবণ যন্ত্র ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য জেলা প্রশাসনকে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতিনিধিরূপে ১০৫ বছর বয়সী মহিলা তারাকন্যা দেববর্মার সঙ্গে দেখা করে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছি। এই বয়সেও কোভিড টিকা গ্রহণ করে তিনি সকলের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আশা করি টিকাকরণ নিয়ে যারা বিভ্রান্তি ছড়ায়

তারা তাঁর থেকে প্রেরণা নেবেন।

তিনি বিশ্বাস করেন, আমরা দেশের প্রথম সম্পূর্ণ টিকাকরণ সম্পন্ন রাজ্য হিসাবে ত্রিপুরাকে প্রধানমন্ত্রীর সামনে তুলে ধরতে পারব। ১০৫ বছর বয়সী তারাকন্যা দেববর্মার মতো বীরাঙ্গনা মহিলাদের আশীর্বাদ আমাদের সাথে রয়েছে। কোভিড টিকার প্রথম ডোজ নেওয়ার পর তিনি সুস্থ আছেন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে তারাকণ্যা দেববর্মাও আপ্লুত। মুখ্যমন্ত্রী তারাকণ্যা দেববর্মার জন্য একটি হুইলচেয়ার ও শ্রবণ যন্ত্র ব্যবস্থা করে দিতে জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মার্গদর্শনে দেশব্যাপী কোভিড ভ্যাকসিন কর্মসূচি চলছে। আমাদের রাজ্যেও কোভিড ভ্যাকসিন দেওয়ার কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়িত করতে রাজ্য প্রশাসন, স্বাস্থ্যদপ্তর ও রাজ্যের সচেতন নাগরিকগণ সহযোগিতা করছেন। রাজ্যের নাগরিকগণ কোভিড ভ্যাকসিন যাতে নিতে এগিয়ে আসে সেজন্য রাজব্যাপী ব্যাপক প্রচার অভিযানও চালানো হচ্ছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ২৭৭ ▫ ২৭ জুলাই ২০২১ ইং ▫ ১০ শ্রাবণ ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

যুবসমাজকে রক্ষার দায়িত্ব

সমাজব্যবস্থা নেশার ভয়ঙ্কর কবলে পরিয়া হাবুডুবু খাইতেছে। ভয়ঙ্কর নেশার কবল হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব আমাদের। এই গুরুদায়িত্ব রক্ষা করিতে না পারিলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ধ্বংস হইয়া যাইবে।রাজ্যকে নেশামুক্ত রাজ্য হিসেবে করিয়া তুলিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।কিন্তু নেশাখোরদের দৌরাত্ম্যে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করা কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে।জাহাজের হাতে এই দায়িত্ব অর্পিত তাহারাই সঠিক দায়িত্ব পালন করিতেছে না। যে সরিষা দিয়া ভূত ছাড়াইবার চেষ্টা চলিতেছে সেই সরিষায় ভূত আশ্রিত। এখানেই আমাদের দুর্ভাগ্য। দুর্ভাগা দেশ ও দুর্ভাগা রাজ্যের মানুষ এই পরিস্থিতিতে উত্তরন চান।নেশাখোরদের জন্য করোণা ভয়ঙ্কর পরিণতি ডাকিয়া আনিয়াছে। নিঃসন্দেহে ইহা দুঃসংবাদ! নেশাখোররা কোভিডে আক্রান্ত হইলেই মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়িয়া যায় ৫০ শতাংশ। এমনই সতর্কবার্তা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)'র। একই সঙ্গে ভারতে কোভিডের তৃতীয় ঢেউ নিয়াও সতর্ক করিয়া দিল তাহারা। ভারতে এখন দ্বিতীয় ঢেউ চলিয়াছে। তবে, স্বস্তি দিয়া কমিয়াছে সংক্রমণের লেখচিত্র। পাশাপাশি প্রশ্ন উঠিয়াছে, এইবার কী তাহা হইলে আছড়াইয়া পড়িবে কোভিডের তৃতীয় ঢেউ? যদি পড়ে, তবে সেটা কবে? বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ডিরেক্টর ডাঃ পুনম ক্ষেত্রপাল সিং বলিয়াছেন, 'এখনই তৃতীয় ঢেউয়ের পূর্বভাস দেওয়া সম্ভব নয়। তবে, তাহা প্রতিরোধে এখন থেকেই উদ্যোগ নিতে হইবে।' এক্ষেত্রে পুনমের পরামর্শ, তৃতীয় ঢেউ আসার আগেই যে সময়টুকু পাওয়া যাইবে তাহার মধ্যে ভারতে টিকাকরণ কর্মসূচি সম্পন্ন করিতে হইবে। মানিয়া চলিতে হইবে কোভিড বিধি। কোনওরকম ঢিলেঢালা দিলে চলিবে না।

তামাক বর্জনে অঙ্গীকার' শীর্ষক ধূমপান বিরোধী একটি প্রচার চালাইতেছে হু। বিশ্বব্যাপী চলিয়াছে এই প্রচার। সেই প্রসঙ্গে এক বিবৃতিতে হু'র ডিরেক্টর জেনারেল টেডরস আধানম বলিয়াছেন, 'নেশাখোররা বিশেষ করিয়া ধূমপায়ীরা করোনায় সংক্রমিত হইলেই তাঁহাদের শ্বাসযন্ত্র ও হৃদযন্ত্রের সমস্যা বহুগুণ বাড়িয়া যায়। ক্যানসার সহ অন্যান্য অসুখে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও বাড়িয়া যায়। এমনকী, মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে ৫০ শতাংশ বেশি।' এক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার শীর্ষকর্তার পরামর্শ'কোভিডে মৃত্যুর সম্ভাবনা এড়াইতে দ্রুত ধূমপান ছাড়িবার সিদ্ধান্ত নিন।' এরই পাশাপাশি বিশ্বের প্রতিটি দেশকে নেশা বিরোধী ও ধূমপান বিরোধী প্রচারে অংশগ্রহণে আর্জি রাখিয়াছেন তিনি। প্রচারটি বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাইয়া দিতে ব্যবহার করা হইবে হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবার, ফেসবুক মেসেঞ্জার সহ সোশ্যাল মিডিয়ার একাধিক প্ল্যাটফর্ম। যাহাতে তামাক মুক্ত বিশ্ব গড়িয়া তোলার কাজ খুব সহজ হয়। এদিকে, ভারতে ই-সিগারেট নিষিদ্ধ করিবার সিদ্ধান্তের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধনকে বিশেষ পুরস্কারে সম্মানিত করিয়াছে হু। ২০১৯ সালে তাঁহারই ঐকান্তিক উদ্যোগে ই-সিগারেট নিষিদ্ধ হয়। দেশজুড়িয়া তামাক বিরোধী প্রচারও চলিয়াছে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পরামর্শে। সেই কারণেই বর্ধনকে এই পুরস্কার দেওয়া হইল বলিয়া জানাইয়াছে হু। প্রসঙ্গত, সিগারেট সহ অন্যান্য ধূমপান যে কোভিডের সংক্রমণ বাড়ায় তাহা, এক বছর আগেই জানাইয়াছিল স্বাস্থ্যমন্ত্রক। বিশেষজ্ঞদের পর্যবেক্ষণ, বিড়ি কিংবা সিগারেটের মাধ্যমে কোভিড-১৯ ভাইরাস খুব সহজেই মুখের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে। অতএব সাবধান। ভয়ঙ্কর নেশা ও ধূমপান হইতে প্রত্যেকেই বিরত থাকুন। ভয়ঙ্কর নেশা ও ধূমপান হইতে বিরত থাকিলে ভয়ঙ্কর পরিণতির হাত হইতে রক্ষা মিলিতে পারে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণজনিত বিষয় নিয়ে দেশব্যাপী জনসচেতনতা বাড়াইবার পাশাপাশি নেশার কুফল সম্পর্কে জনগণকে আরো সচেতন করা জরুরী হইয়া উঠিয়াছে। নেশার কবল হইতে যুবসমাজ সহ সকল অংশের মানুষকে মুক্ত করিতে পারিবে সমাজ একদিকে যেমন সুস্থতার দিকে ফিরিবে ঠিক তেমনি দেশের আর্থিক অবস্থা উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হইবে। দেশের এই সংকটময় মুহূর্তে এই ধরনের পদক্ষেপ বাস্তবায়নে সরকার ও প্রশাসনের পাশাপাশি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ,রাজনৈতিকসংগঠন, সচেতন সকল জনগণকে এগিয়ে আসা জরুরি। সার্বিক প্রচেষ্টাতেই এই মহৎ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হইবে। নেশা মুক্ত রাজ্যয গঠন করার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করিতে হইবে পুলিশ প্রশাসনকে সর্বাগ্রে স্বচ্ছতার মানসিকতা নিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। অন্যথায় এই প্রয়াস কোনদিনই সফল রইবে না।

রাঢ় বাংলার জীবনের আখ্যানকার তারাশঙ্কর

শান্তনু রায়

সদ্য চলে গেল তাঁর ১২৪তম জন্মদিনটি কিঞ্চিৎ নীরবে-নিরুত্তাপে।তিনি তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়-রাঢ় বাংলার জীবনের সফলতম আখ্যানকার।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যজীবনকালেই রবীন্দ্রোত্তর যুগের বাংলা সাহিত্যের যে তিন 'বন্দ্যোপাধ্যায়' সাহিত্যপিপাসু বাঙালি মনে সাড়া ফেলে সাহিত্যিক পরিসরকে তরঙ্গায়িত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁদের অন্যতম তারাশঙ্কর(১৮৯৮-১৯৭১)।কি উপন্যাস কি ছোট গল্প বৈচিত্রভরা জীবনকে ফুটিয়ে তোলার অসাধারন দক্ষতা তাঁকে বিশিষ্টতা দিয়েছে।

এই 'বন্দ্যোপাধ্যায়'ত্রয়ীর মধ্যে বয়সের খুব ব্যবধান না থাকলেও জীবনবোধের বিভিন্নতা ও স্বীয় প্রতীতি প্রতিফলিত হয়েছে ত ঁা ে দ ব. সাহিত্যকর্মে।সমসাময়িক অপর দ ু জ ন হলেন-বিভূতিভূষন(১৮৯৪-১৯৪৯)ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১০-১৯৫৬)।

তারাশঙ্করকে শরৎচন্দ্র-উত্তর যুগের সর্বোশ্রেষ্ঠ কথাকারের স্বীকৃতি দিয়েছেন বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক অধ্যাপক অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সার্থক উত্তরাধিকারী তারাশঙ্কর অবশ্য ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পরিসরের পরিধি অতিক্রম করে তুলনায় বৃহত্তর পটভুমিকা ও বিস্তৃততর জীবনের ক্যানভাসে মানবজমিনকে চিত্রিত করতে চেয়েছেন তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্যসাধনাকালে।

শাক্ত ও বৈষ্ণব সংস্কৃতির প্রভাবে সমৃদ্ধ লাভপুরে ১৮৯৮ এর ২৩শে জুলাই ভুমিষ্ঠ তারাশঙ্কর 'জন্মস্থান-মাতৃভূমি-পিতৃপুরুষের লীলাভুমি' লাভপুরে 'কালের লীলা,কালান্তরের রূপমহিমার সুস্পষ্ট প্রকাশে বিস্মিত',সেই জনপদে জন্মগ্রহণে 'ভাগ্যবান'।

আত্মজৈবনিক রচনা 'আমার কালের কথা'য় বিধৃত হয়েছে ১৮৯৮ সালে লাভপুরের সমাজে দুই বিরোধী শক্তির কিভাবে দ্বন্দ্ব চলছিল। ক্ষয়িষ্ণু জমিদারতন্ত্রের গরিমার সাথে একদা গ্রামেরই বাসিন্দা নব্য অর্থবান কয়লাখনির মালিক বণিকপ্রবরের অহঙ্কারের এই দ্বন্দ্ব সম্পর্কে তাঁর পর্যবেক্ষন-'লাভপুর সমাজের নেতৃত্বের আসন নিয়ে এই বিচিত্র বিরোধ সমাজজীবনের নানা স্তরে বিস্তৃত হয়েছে ।কীর্তির প্রতিযোগিতা চলছে মহাসমারোহে প্রকাশের মধ্যে, দ্বন্দ্ব চলছে সৌজন্য প্রকাশ নিয়ে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে রাজভক্তি নিয়ে,প্রতিযোগিতা চলছে জ্ঞানমার্গের অধিকার নিয়ে, আবার পরস্পরের মধ্যে কলঙ্ককালি ছিটানো নিয়েও চলেছে জমিদার ও ব্যবসায়ীর মধ্যে বিচিত্র বিরোধ।

এমনই আবহে বেড়ে ওঠা আট বছর বয়সে পিতৃহারা তারাশঙ্কর। পিতামহ ছিলেন সিউরি আদালতের প্রতিষ্ঠিত উকিল।বাবা অল্প বয়সে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে অনুতাপ করেছেন যদিও পরে ঘরেই শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন এবং সেকালেও নিয়মিত ডায়েরি লিখতেন।ছেলে ভবিষ্যতে উকিল হবে এই আশায় পিতামহের বিশেষ শামলাটি সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন; ছেলের উদ্দেশ্যে ডায়েরিতে লিখে রেখেছিলেন-ব্যবসা করিয়া অর্থ প্রচুর হয়,কিন্তু তাহার মূল্য তত নয়-যতমূল্য বিদ্যাবলে উপার্জন করা অর্থের' ।

কিন্তু বিধাতা বোধকরি অন্য কিছু লিখে রেখেছিলেন।

সদ্য তরুন মনে রাজনীতির প্রতি আগ্রহ জাগায় বিপ্লবী নলিনী বাগচির সংস্পর্শ যদিও বিপ্লবাত্মক ধ্যানধারণা ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ তাঁর মনে কখনো তেমন দাগ কাটতে পারেনি.।তিনি নিজেই এক লেখায় বলেছেন- আমি বিপ্লবী ছিলাম না। ১৯১৬য় ম্যাট্রিক পাশ করে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হলেও কলেজ ছাড়তে হয় পুলিশের কাছে রাজনৈতিক সন্দেহভাজনদের তালিকায় তাঁর নাম থাকায়। পরবর্তীতে আবার সাউথ সুবার্বান কলেজে(বর্তমান আশুতোষ কলেজ)ভর্তি হলেও ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে লেখাপড়ায় ছেদ ঘটে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে যুদ্ধের ফলাফলে উদ্ভুত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এদেশে বিপ্লবী কার্যকলাপ সাময়িকভাবে একটু স্তিমিত হয়ে পড়ে। এই আবহে দক্ষিণ আফ্রিকা ফেরত গান্ধিজীর অহিংসা নীতি ও ১৯২১এ অসহযোগ আন্দোলন তরুন তারাশংকরকে গভীরভাবে আলোড়িত করে-সে আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশসেবার ব্রত গ্রহণকরে বীরভুমের গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন, গান্ধিজীর আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে ১৯৩০ এ কিছুদিনের জন্য তার কারাবাসও হয়।

সে সময়কার তারাশঙ্করকে তাঁর 'ধাত্রীদেবতা'র(১৯৩৯) শিবনাথের মধ্যে অংশত খুঁজে পাওয়া নিছক কাকতালীয় নয় ।তিনি নিজেই লিখেছেন 'আমার কালের কথায়'-'ধাত্রীদেবতার' মায়ের সঙ্গে আমার মায়ের খানিকটা সাদৃশ্য আছে'। জীবনের অনেকখানি জুড়ে থাকা এই মায়ের সম্পর্কে তারাশঙ্কর লিখেছেন-'মোট কথা , কাল-পরিবর্তনের ক্ষণে আমার মা আমাদের বাড়ীতে পদার্পণ ক'রে প্রসন্না শক্তির মত কাজ করেছেন।আমার মায়ের মধ্যে ছিল গভীর স্বদেশানুরাগ।আমার বাবারও ছিল।।আমার মায়ের দেশপ্রেম ছিল আরও বাস্তব।

প্রথম রাখীবন্ধনের দিন কিশোর তারাশঙ্করের হাতে একটি রাখী বেঁধে দিয়ে মা প্রভাবতী দেবী মন্ত্র পড়েছিলেন--বাংলার মাটি-বাংলার জল..।

এমন একটি ঘটনার উল্লেখ আছে 'ধাত্রীদেবতা'য় ও।

আবার উপন্যাসের নায়ক শিবনাথ বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মী সুশীলকে বলে-"আমার স্বপ্ন হল তেত্রিশ কোটি জনসাধারণের স্বাধীনতার জন্য যেশষট্টি কোটি হাতের অংশগ্রহণ ।চাই এক জনগণের বিপ্লব"। যদিও সুশীল শিবনাথের পথের অনুসারী নয়।প্রসঙ্গত দেশের স্বাধীনতার জন্য সহিংস বৈপ্লবিক কার্যকলাপের প্রতি কখনও তারাশংকররের আকর্ষন বা সমর্থন না থাকলেও কিন্তু এই আত্মনিবেদিত অগ্নিসন্তানদের প্রতি ভিনি ছিলেন গভীর সহমর্মী।

উল্লেখ্য ,অনেকের মতো তারাশঙ্কররেরও সাহিত্যকর্মের সূচনা কবিতা দিয়ে, জলধর সেনের সে সমময়কার বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা ভারতবর্ষে প্রকাশিত একটি কবিতার মাধ্যমে। ১৯২৬ এ এক আত্মীয়ের উদ্যোগে 'ত্রিপত্র' শিরোনামে এক কবিতাগুচ্ছও প্রকাশিত হয়।যদিও তার প্রচার ঘনিষ্ঠ গন্ডীর মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল,পরমায়ুও ছিল স্বল্পস্থায়ী।

১৯২৯ নাগাদ কল্লোল এ প্রকাশিত 'রসকলি' গল্প দিয়ে তাঁর সাহিত্যিক অভিযাত্রা শুরু।

প্রাথমিকভাবে কল্লোলগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকলেও সাহিত্যকর্মের স্বাতন্ত্র্য ও নিজস্বতায় তাঁর অনন্যতা শীঘ্রই পরিস্ফুট হতে থাকে। আপন প্রতিভার প্রতি সুবিচারে তিনি বিশেষ গোষ্ঠী বা বলয়ের গন্ডী অতিক্রম করে বৃহত্তর পরিসরের এসে দাঁড়ালেন,তাঁর নিজের প্রত্যক্ষ করা জীবন ও যাপনকে দেশের ও মানবজীবনের বিশাল ক্যানভাসে সাহিত্যিক প্রতিস্থাপনে।

একসময়ে তাঁর লেখা বড় স্থুল-চড়া নাটকীয়তার অভিযোগ উঠেছিল,কিন্তু স্বয়ং রবিঠাকুরের লেখনীতে খন্ডিত হয়েছে সে অভিযোগ। তাঁর গল্প উপন্যাস পড়ে রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাবাণীতে আনন্দে উদ্বেল হয়ে গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে।

চন্ডীমন্ডপের সমাজের নীরব ভাঙ্গনের প্রত্যক্ষদর্শী ও অভিঘাতে সত্তারগভীরে আলোড়িত তারাশঙ্করের সাহিত্যে বারবার এসেছে সেই ভাঙ্গন প্রক্রিয়ার এক শ্রেণীনিরপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক কিন্তু মরমী চিত্রন। তাঁর রচনায় এসেছে লোকায়ত সংস্কৃতির কেন্দ্রভুমি বীরভূম অঞ্চলের সাধারন মানুষেরকথা--বৈষ্ণব,তান্ত্রিক, সাঁওতাল, আউলিয়া, বাউল, বেদে,বাজিকর প্রভৃতি যাদের জীবন ও যাপন কিঞ্চিৎ রহস্যেঘেরা তাদের কথাও এসেছে তাঁর সাহিত্যে, তাদের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ মেলামেশা ও প্রত্যক্ষ করার সুযোগে।তিনি খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন মুমূর্ষু সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ভাঙ্গন, পুরোনো একটা যুগের বিলীয়মানতা ও নতুন যুগের আগমনের পদধ্বনি--নতুন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের পরিবর্তন,বিদায়ী পুরাতন ও নবীন আগন্তুকের সংঘাত ও মিথস্ক্রিয়া।

এই নবজীবনের আগমনের দ্যোতনা যেন সুপরিস্ফুট ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত 'আরোগ্য নিকেতন'-এও।এ উপন্যাসেরও উপজীব্য নতুন পুরাতন ধ্যানধারণার মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত-আধুনিক চিকিৎসকের বৈজ্ঞানিক মানসিকতা এবং প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতিতে প্রতীত বর্ষীয়ান বৈদ্যের রক্ষনশীল মানসের সংঘাত ।

যে কোন মহৎ কথাশিল্পীর মতো জীবন জিজ্ঞাসায় প্রতিনিয়ত তাড়িত হতেন তারাশঙ্করও এবং মৃত্যু ভাবনাই ছিল তাঁর জীবন জিজ্ঞাসার মুখ্য বিষয়। অনেকের মতে তারাশঙ্করের মধ্যে কিঞ্চিৎ রক্ষণশীলতা থাকলেও সম্পূর্ন আধুনিকতা-বিমুখ ছিলেন না তবে প্রাচীন সমাজবিধির প্রতি এক ধরনের মমত্ববোধ প্রতীতি ছিল কিন্তু নবজীবনের চিত্রও সৃজিত হয়েছে তাঁর লেখনীতে। অনেক সাহিত্যসমালোচক অবশ্য তার সাত্যিে জাতীয়জীবনে শিল্পায়নের ভুমিকার গুরুত্ব অনুধাবনে খামতির উল্লেখ করেন ।

তবে পৈতৃক জমিদারির উত্তরাধিকারী তারাশংকর দেখেছেন জমিদারী প্রথার বিলীয়মানতা এবং শিল্পায়নের আবহে শিল্পপতিদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও প্রতিপত্তি এবং ব্যাপকতায় গ্রামীন সমাজেও দ্রুত ও ব্যাপক রূপান্তর-অন্তরে-বাহিরে যাতে হয়ত তাঁর মন স্বতস্ফুর্ত সমর্থন দিতে পারেনি । ।

একসময় কপর্দকশূন্য হয়ে পড়লেও তিনি নিজেও জমিদারির আয়ে অন্নে জীবনধারণে ছিলেন তীব্র বিরোধী। সেজন্য লাভপুরের জমিদারবাড়ি-বাস এর স্বাচ্ছন্দ্য স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে কোলকাতায় বিভিন্ন অঞ্চলে স্বল্প ভাড়ার ঘরে প্রথমে একা পরে সপরিবারে কোনক্রমে দিন কাটিয়ে সাহিত্য সাধনা করে গেছেন অসম্ভব এক জেদ ও ধৈর্যে-লিখেই সংসার প্রতিপালনের লক্ষ্যে।

গত শতকের পাঁচের দশকে জমিদারী বিলোপ আইন পাশ হলে তিনি আনন্দের সাথে বিনা ক্ষতিপূরণেই জমিদারিতে নিজের অংশ সরকারকে দিয়ে দিতে উদ্যোগী হন। এ প্রসঙ্গে 'আমার কথা'য় লিখেছেন-আমি নিজে-আমার জমিদারির ক্ষতিপূরণের টাকা গ্রহণ করিনি।আমি চেয়েছিলাম সরকার বিনা ক্ষতিপূরণেই আমার অংশটুকু গ্রহণ করুন ।এজন্য ডাক্তার রায়কে(বিধানচন্দ্র)আমি পত্রও লিখেছিলাম।তিনি লিখেছিলেন আপনিও ক্ষতিপূরণের টাকা নিয়ে কোনো সৎকর্মে দান করে দিন।বিনা ক্ষতিপূরণে নেবার অধিকার সরকারের নেই।আইন তার বিরোধী।অথচ এ ক্ষতিপূরণের টাকা নিজে হাত পেতে গ্রহণ করাতেই ছিল আমার আপত্তি। পরিশেষে বিনোবাজি যখন বাকুঁড়া আসেন তখন ভূদান যজ্ঞে আমি জমিদারির ক্ষতিপূরণের অর্থ গ্রহণের অধিকার ভূদানে দিয়ে দানপত্র লিখে দিই।

সেজন্য অবশ্য কারো কারো কটাক্ষও শুনতে হয়েছিল তাঁকে। প্রসঙ্গত লাভপুরে থাকাকালীন তাঁর ছ' বছরের মেয়ে বুলু প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা যায়।আবার স্থায়ীভাবে বসবাস করে সাহিত্যচর্চায় নিমগ্ন হতে ১৯৩৩এ অতি সামান্য অর্থ সম্বল করে কোলকাতায় যেদিন সপরিবারে এলেন, সে রাতেই বড় মেয়ের প্রবল জ্বর এলেও ডাক্তার ডেকে চিকিৎসার অর্থচিন্তা থেকে তারাশঙ্করকে রক্ষা করতে হয়েছিল সুপ্রতিবেশি ও অভিন্নহৃদয় বন্ধু চিত্রশিল্পী যামিনী রায়কে।

একথা সত্য যে প্রথম জীবনের অনেক অপমান অবহেলা ও আর্থিক দৈন্যের শিকার হয়েছিলেন তিনি। অবশ্য পরবর্তীকালে নিরলস সাহিত্যসাধনার মাধ্যমেই অনেক পুরস্কার,সম্মান স্বীকৃতি লাভের মত সফল হন লক্ষ্মীলাভেও-সর্বার্থেই প্রতিষ্ঠিত হন কোলকাতায় ।

পেয়েছেন সাহিত্য একাডেমি থেকে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পদ্মভূষণ।ভারতীয় লেখক প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিলেন তাসখন্দে আফ্রোএশীয় লেখক সম্মেলনে। হয়েছিলেন ফ্যাসীবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের সভাপতি-মনোনীত হয়েছিলূ রাজ্য বিধান পরিষদের সদস্য,রাষ্ট্রপতি মনোনীত রাজ্যসভার সদস্যও।তাঁর গল্প উপন্যাস অবলম্বনে অন্তত চল্লিশটি চলচ্চিত্র নির্মান হয়েছে।

তবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী কখনোই ছিলেন না-বিভিন্ন রোগে প্রায়শই ভুগতেন। শেষেরদিকে মৃত্যুচিন্তা এসে ভর করেছিল ।অবশেষে ১৯৭১ এর ১৪ই সেপ্টেম্বর রাতে আকস্মিক মৃত্যু এসে হানা দিয়ে নিয়ে গেল না ফেরার দেশে।

পরিশেষে ,তাঁর প্রয়াণের অর্ধশতকও পার হয়নি কিন্তু এরই মাঝে বিস্মরণএর ধুলিঝড় কি বইতে শুরু করেছে নাহলে এই একশ চব্বিশতম জন্মদিনও কি এতটা নিরুত্তাপে কেটে যেতে পারত! অধিকাংশ বাংলা দৈনিকে এদিনটির বিশেষ উল্লেখে তাঁর স্মরণে অন্তত্যঃ একটি অনুচ্ছেদও স্থান না পাওয়া কি নব্য বঙ্গ সংস্কৃতির দস্তুর!

অসম : মুখ্যমন্ত্রীর ডিমা হাসাও সফরকালে বিভিন্ন দাবির ভিত্তিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন কং নেতা ড্যানিয়েলের

হাফলং (অসম), ২৬ জুলাই (হি.স.) : অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার ডিমা হাসাও সফরকালে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের কর্মচারীদের বকেয়া বেতন মিটিয়ে দেওয়ার দাবিতে সর্বশিক্ষা মিশনের অধীনে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পানীয় জল প্রকল্পে ডিমা হাসাও জেলায় ৯ কোটি টাকার বৃহৎ কেলেঙ্কারির তদন্তের দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের কংগ্রেস সদস্য ড্যানিয়েল লাংথাসা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যখন হাফলং আবর্ত ভবনে বিভিন্ন দল সংগঠনের সঙ্গে বৈঠক করছিলেন ঠিক সেই সময় আর্বত ভবনের গেটের বাইরে হাতে প্ল্যা-কার্ড নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ড্যানিয়েল।

এদিন বিক্ষোভ স্থলে পরিষদের কংগ্রেস সদস্য পার্বত্য পরিষদের কর্মচারীদের বকেয়া বেতন মিটিয়ে দেওয়ার জন্য অর্থ বরাদ্দ করার দাবি জানান তিনি। পাশাপাশি হাফলং মাহুর মাইবাং লাংটিং উমরাংসো হারাঙ্গাজাও মিউনিসিপাল বোর্ড সহ সম্প্রতি ডিমা হাসাওয়ে এমই স্কুলে নতুন ভাবে নিয়োজিত শিক্ষক-শিক্ষকাদের ছয় মাসের বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার দাবি জানান ড্যানিয়েল লাংথাসা। এছাড়া সর্বশিক্ষা মিশনের অধীনে পাহাড়ি জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পানীয় জল প্রকল্পে ৯ কোটি টাকার যে বৃহৎ কেলেঙ্কারি সংগঠিত হয়েছে এর তদন্তের দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীৰ হস্তক্ষেপ কামনা করেন তিনি। ড্যানিয়েল লাংথাসা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, পার্বত্য পরিষদ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যে পর্যালোচনা বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা সেই বৈঠকে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।

নাইজেরিয়ার আবাসিক স্কুলে অপহরণের ঘটনায় মুক্তি পেল ২৮ জন শিক্ষার্থী

টকিও, ২৬ জুলাই (হি. স.): নাইজেরিয়ার আবাসিক স্কুলে অপহরণের ঘটনায় মুক্তি পেল অপহৃত পড়ুয়াদের ২৮ জন। আফ্রিকান দেশটির কাদুনা রাজ্যের একটি আবাসিক স্কুলে গত ৫ জুলাই হামলা চালিয়ে ১২১ শিক্ষার্থীকে অপহরণ করে বন্দুকধারীরা। ঘটনার ২০ দিন পর এদের মধ্যে ২৮ জনকে মুক্তি দিয়েছে অপহরণকারীরা।

জানা গেছে, এদের মধ্যে ২৮ জন অসুস্থ হয়ে পড়ায় রবিবার তাদের মুক্তি দেওয়া হয় ।মুক্তি পাওয়া শিক্ষার্থীদের তাদের অভিভাবকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে বলে জানান কাদুনা রাজ্যের খ্রিস্টান অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান রেভারেন্ড জন হায়াব। তিনি আরও জানান, অপহরণের পর মাথাপিছু এক হাজার ২১৫ মার্কিন ডলার করে মুক্তিপণ দাবি করে বন্দুকধারীরা।

নাইজেরিয়ায় গত বছরের ডিসেম্বরের পর থেকে এ পর্যন্ত ১০ বার দেশটির ওই অঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হামলা চালিয়ে অপহরণের ঘটনা ঘটেছে। সর্বশেষ এ মাসের প্রথম সপ্তাহে কাদুনা রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলে বেথেল ব্যাপ্টিস্ট হাইস্কুলের ছাত্রাবাসে হামলা চালিয়েছে বন্দুকধারীরা। রাতভর চালান এ হামলার পর বিদ্যালয়টির ১২১ শিক্ষার্থীকে অপহরণ করে। এখনও ৮০ জনের মত শিক্ষার্থী অপহরণকারীদের হাতে বন্দি আছে। তাদের উদ্ধারে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।- হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

ইস্টবেঙ্গল ক্লাব নিয়ে মন্তব্য করে বিতর্কের মুখে তথাগত রায়

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ২৫ জুলাই (হি. স.) : ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে দু'দফা মন্তব্য করে বিতর্কের মুখে পড়েছেন ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। সোমবার তিনি দু'দফা টুইট করেন। প্রথমটি সকাল ১০টা নাগাদ। তাতে লেখেন, "এত জঘন্য ভাবে হারের ক্ষতে মলম দিয়ে চলেছে বিজিপির ন্যাতারা, মলম দিতে থাকুন তাতে যদি ভক্তদের এট্টু উপশম হয়।নাহলে হয়তো দেখা যাবে অধিকারী ব্রাদার্স কোনদিন চপ্পলে সমর্পিত হয়েছে।"

এর চার ঘন্টা বাদে ফের টুইট করেন তিনি। তাতে লেখেন, "টুইটটার কয়েক ঘন্টার মধ্যে ৩৫টা রিপ্লাই, দ্বিগুণ রিটুইট ও দশগুনের বেশি লাইক পড়েছে। পরম সন্তোষের বিষয় যে আজকের যুবশক্তি এটা নিয়ে ভাবে। যারা উত্তর দিয়েছে তারা অনেকেই ইতর ভাষা ব্যবহার করেছে, যার মধ্যে কিছু ক্লাবের বাইরে কিছু ভাবতেই পারছে না, আর বাকিরা সংখ্যালঘু প্রেমে ভাসছে।"

এর পর বেলা পাঁচটা নাগাদ ফেসবুকে তিনি লেখেন, "ইস্টবেঙ্গল ক্লাব নিয়ে যাঁরা উচ্ছ্বাস করেন (অল্পবয়সে আমিও করতাম, এখন সমর্থন করি) তাঁদের একটু ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।কেন আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলে বসে ইস্টবেঙ্গলকে সমর্থন করি? করি, কারণ আমাদের বাড়ি ছিল ইস্টবেঙ্গলে। সে বাড়িতে কি আমরা যেতে পারি? কেন পারি না? একটু ভাবুন।" পোস্ট করার ১ ঘন্টায় লাইক, মন্তব্য ও শেয়ার হয়েছে যথাক্রমে ৮৫২, ১৭৪ ও ৫০।

মন্তব্যের বেশ কয়েকটি তথাগতবাবুর সমর্থনে। বেশ কিছু বিরোধিতায়। সমর্থনে উদ্বাস্তু যীশু লিখেছেন, "ওই দেশ থেকে এসে এই দেশে অনেক বড় ভন্ড সেকুলার সেজে বসে আছে যেমন সুজন চক্রবর্তী ও দালাল নচিকেতা এবং আরো অনেকে!" সুদীপ্ত চ্যাটার্জী লিখেছেন, "সবসময় উচিত কথাগুলো এইভাবে মানুষের মুখের উপর বলে দেন বলে আপনাকে কেউ পছন্দ করেনা। কিন্তু এই একই কারণের জন্য আমি আপনার বেশ বড় ফ্যান!" পার্থসারথী দাশগুপ্ত লিখেছেন, "সেই সময়ে পালিয়ে আসা লোকেরা, যারা এখানে এখন সেকুলার হয়ে নিজেদের বীর পুঙ্গব ভাবে, তাদের গায়ে খুব লাগবে পোস্টটা।

অরিন্দম মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "আরো কিছুদিন পরে আমরা মোহনবাগান ও করতে পারবো না। শুধুই মহমেডান ক্লাব থাকবে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আমাদের ফেলে আসা অসহায়তা। আমাদের দেশ আগেই চলে গিয়েছে কালের গর্ভে...কাঁটাতারের বিদ্ধ হৃদয়ে ছিলো শুধু একখানা ক্লাব.....আমাদের পূর্বপুরুষদের ফেলে আসা ভিটেমাটি কান্নাভেজা প্রতিধ্বনি আজও আমাদের বুকে বেজে উঠতো যখন 'ইস্ট বেঙ্গল' এর জার্সি গায়ে মাঠ জুড়ে মশাল জ্বালাতো।

সেই মশালের আলোয় ফুটে উঠতো আমাদের সেই নাম না জানা গ্রাম....গ্রামের হারানো মন্দির কিংবা ঢাকা চটোগ্রাম খুলনা শহরের হয়তো কোনো এক দোতলা বাড়ি... যে আজও হয়তো অপেক্ষায় দিন গুনছে তার মালিকের প্রত্যাবর্তনের!! আজও হয়তো মাঠের দর্শকদের গর্জনের সুর মিলিয়ে যেতো সেই পরিত্যক্ত বাড়ির অতীতের কোলাহলে। পূর্বপুরুষের সব হারানোর যন্ত্রণা হয়তো মিলিয়ে যেতো প্রতিপক্ষ ক্লাবকে হারিয়ে লীগ জয়ের আনন্দে।"

দীপজয় বসু লিখেছেন, "সহমত তবে আপনারা ইস্টবেঙ্গলকে এখন রাজনীতি তে টেনে এনে ঘোলা জলে মাছ ধরছেন... এসব সস্তা জিনিস বন্ধ করুন!"

সৌম্যদীপ পাল লিখেছেন, "আবার বলদামো শুরু করেছেন, বাঙালদের কাছে একজন বাঙাল হয়ে প্যাদানি খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে, বার বার বলছি উস্কবেন না, মহা বিপদে পড়বেন আর বিপদে ফেলছেন নিরীহ অবোধ আপনার দলের অল্প কিছু সমর্থক দের। এই চুলকে চুলকে বাংলাটাকে ভাগ করেছিলেন, এখন আবার চুলকোচ্ছেন। এই চুলকুনি বন্ধ করা হবে দাঁড়ান ২০২৪ অবধি।"

অনিমেষ মজুমদার লিখেছেন, "ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তৈরি হয়েছিল ১৯২০ সালে। আর দেশ ভাগ হয়েছিল ১৯৪৭-এ। তাহলে কী করে পূর্ব বাংলা চলে আসে বোধগম্য হয় না। আমরা কেন এসেছিলাম তার জবাব ইস্টবেঙ্গল ক্লাব দেবে না।"

কামাল পারভেজ লিখেছেন, "পাসপোর্ট ভিসা নিয়ে ঘুরে আসুন। আপনাকে তো রাজার হালে নিয়ে যাবে। মিথ্যা পোস্ট কেন করেন?" দেবাশিস দত্ত লিখেছেন, "কারও আবেগ নিয়ে কোনও জ্ঞান দেবার দরকার নেই। কেউ যদি কাউকে ভালবাসে সে ভালবাসা থাকে নিঃস্বার্থ। সেখানে উপদেশ দেওয়া নির্থক।

সোমেন রায় লিখেছেন, "আবার পাগলামি শুরু করেছেন! ভালো ডাক্তার দেখান না কেন?" শিবাজী দে লিখেছেন, "এত জঘন্য ভাবে হারের ক্ষতে মলম দিয়ে চলেছে বিজিপির ন্যাতারা। মলম দিতে থাকুন তাতে যদি ভক্তদের এট্টু উপশম হয়। নাহলে হয়তো দেখা যাবে অধিকারী ব্রাদার্স কোনদিন চপ্পলে সমর্পিত হয়েছে।" হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

বাংলার লেঠেল সম্প্রদায় বিলুপ্ত !

মুন্সি দরুদ

লাঠিয়াল বা লেঠেল শব্দ বাংলা অভিধানে দেখা যায়। লেঠেল বা লাঠিয়াল এক বাহিনী। জনশ্রুতি, বিট্রিশ যুগে লেঠেলরা লাঠিয়াল হিসেবে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত। গ্রামে ধনী, জমিদার ও কৃষকদের মধ্যে বিবাদ বাঁধলে বা কোনও কারণবশতঃ কারও সাথে বিবাদ বাঁধলে লেঠেল দিয়ে মারপিট করার ঘটনা ঘটত। বাংলায় প্রবাদ আছে -- 'জোর যার মুল্লুক তার' তেমনই তৎকালীন সময়ে 'লাঠি যার, ক্ষমতা তার' প্রবাদের প্রচলন শুরু হয়েছিল। লেঠেলদের স্বাস্থ্য হত লম্বা-চওড়া ও শক্ত-সবল। এদের হাতে থাকত লম্বা চকচকে বাঁশের শক্ত লাঠি। লাঠি খেলা, কসরত বা লাঠি নিয়ে মারামারি করতে পটু ব্যক্তিদের লেঠেল সম্বোধন করা হত। লাঠিখেলা বা কসরত করার সময় লাঠি নিয়ন্ত্রণে বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে সক্ষম ও সাহসী লাঠিয়াল বা দেহরক্ষী হিসেবে বাংলার ধনী, জমিদাররা লেঠেল নিযুক্ত করতেন। লেঠেলরা ধনী, জমিদার শ্রেণীর মানুষদের নিরাপত্তা কর্মী হিসেবেও কাজ করত। জমিদাররা এক স্থান হতে অন্যস্থানে টাকা পয়সা, মালামাল নিয়ে গেলে লেঠেলদের রক্ষীবাহিনী হিসেবে সঙ্গে সঙ্গে রাখতেন। তাছাড়া চুরি, ডাকাতি ও বিপদ থেকে রক্ষা পেতে লেঠেলদের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। প্রভাবশালী মানুষদের নিরাপত্তা ছিল এই লেঠেলদের হাতে। তাদের লাঠির আঘাতে ঘায়েল হত শত্রুর দল। ভয়ে বশ্যতা স্বীকার করত চোর, ডাকাতের দল। আঘাতে ভেঙে পড়ত গাছ। লেঠেলদের লাঠির কসরতকে "মার্শাল আর্ট" বললেও অত্যুক্তি হয় না। আজকের সমাজ ব্যবস্থা আধুনিকতায় ছেয়ে গেছে। পুলিশ বাহিনী সহ আর্মি, বি.এস.এফ, সি.আই.এস.এফ বাহিনীদের হাতে এসেছে বন্দুক, পিস্তল নামক উন্নত প্রযুক্তির অস্ত্রশস্ত্র। ১৯৭৫ সালের ২২ আগস্ট বাংলাদেশে চলচ্চিত্র পরিচালক নারায়ণ ঘোষ মিতা"র পরিচালনায় মুক্তি পায় 'লাঠিয়াল' সিনেমা। পশ্চিমবঙ্গে ২০ ডিসেম্বর ১৯৯৬ সালে পরিচালক প্রভাত রায়ের পরিচালনায় 'লাঠি' সিনেমার মুক্তি হয়। সিনেমা জগত সহ সাহিত্যজগতে লাঠিয়ালরা এক অনন্য উদাহরণ ! আজকের দিনে বাংলার মাটিতে অর্থাৎ গ্রামিণ-সংস্কৃতিতে দেখা যায় না লেঠেল সম্প্রদায়কে। বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে বাংলার লেঠেল সম্প্রদায় বিলুপ্ত !

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ কর্মী ইউনিয়ন বিভিন্ন ইস্যুতে বিক্ষোভ দেখায় আগরতলায়। ছবি ঃ নিজস্ব

বাংলাদেশে করোনায় ২৪ ঘণ্টায় ২৪৭ জনের মৃত্যু

মনির হোসেন,ঢাকা,২৬ জুলাই।। মহামারি করোনাভাইরাসের (কোভিড-১৯) সংক্রমণ ও মৃত্যুর মিছিল ক্রমেই দীর্ঘ হচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বাংলাদেশে আরও ২৪৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এটিই এখন পর্যন্ত একদিনে মৃত্যুর হিসাবে সর্বোচ্চ। এ নিয়ে ভাইরাসটিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৯ হাজার ৫২১ জনে।

২৪ ঘণ্টায় মৃত ২৪৭ জনের মধ্যে পুরুষ ১৪১ ও নারী ১০৬ জন। তাদের মধ্যে সরকারি হাসপাতালে ১৬৫ জন, বেসরকারি হাসপাতালে ৫৫ জন, বাড়িতে ২৬ জন এবং হাসপাতালে আনার পথে একজন মারা যান। একই সময়ে করোনায় আক্রান্ত হিসেবে নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছেন আরও ১৫ হাজার ১৯২ জন, যা একদিনে সর্বোচ্চ। এ নিয়ে শনাক্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১ লাখ ৭৯ হাজার ৮২৭ জনে। সোমবার (২৬ জুলাই) স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এর আগে গত ১৯ জুলাই ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়ে সর্বোচ্চ ২৩১ জনের মৃত্যুর তথ্য জানিয়েছিল স্বাস্থ্য অধিদফতর। তার আগে ১১ জুলাই ২৩০ জনের মৃত্যু হয়। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় সরকারি ও বেসরকারি ৬৩৯টি ল্যাবে ৫৩ হাজার ৩১৬টি নমুনা সংগ্রহ ও ৫০ হাজার ৯৫২টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এ নিয়ে দেশে মোট নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা দাঁড়াল ৭৫ লাখ ছয় হাজার ২৩৩টি। গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা পরীক্ষায় শনাক্তের হার ২৯ দশমিক ৮২ শতাংশ। গত বছরের ৮ মার্চ প্রথম রোগী শনাক্ত হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত শনাক্তের মোট হার ১৫ দশমিক শূন্য ৭২ শতাংশ। এদিকে, একদিনে করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন ১১ হাজার ৫২ জন। এ নিয়ে দেশে করোনা আক্রান্ত হওয়ার পর চিকিৎসা শেষে সুস্থ হয়ে ওঠা রোগীর সংখ্যা দাঁড়াল ১০ লাখ নয় হাজার ৯৭৫ জনে। ২৪ ঘণ্টায় সুস্থতার হার ৮৫ দশমিক ৬০ শতাংশ। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় মৃত ২৪৭ জনের মধ্যে বয়সের হিসাবে দশোর্ধ দুজন, বিশোর্ধ তিনজন, ত্রিশোর্ধ ১৬ জন, চল্লিশোর্ধ ৩০ জন, পঞ্চাশোর্ধ ৫৯ জন, ষাটোর্ধ ৭৩ জন, সত্তরোর্ধ ৪৫ জন, আশি বছরের বেশি বয়সী ১৭ জন, নব্বইয়ের বেশি বয়সী দুজন রয়েছেন। বিভাগওয়ারী হিসাবে দেখা গেছে, ঢাকা বিভাগে ৭২ জন, চট্টগ্রামে ৬১ জন, রাজশাহীতে ২১ জন, খুলনায় ৪৬ জন, বরিশালে ১২ জন, সিলেটে ১৪ জন, রংপুরে ১৬ জন ও ময়মনসিংহ বিভাগে পাঁচজন।

বাংলাদেশে করোনা প্রথম শনাক্ত হয় গত বছরের ৮ মার্চ। এর ১০ দিন পর ভাইরাসটিতে একজনের মৃত্যুর তথ্য জানায় স্বাস্থ্য অধিদফতর।

কার্গিল বিজয় দিবসে শহিদ যোদ্ধাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি.স.) : আজ ২৬ জুলাই কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষে আত্মবলিদান দেওয়া সেনাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য জানালেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি সাংসদ রাহুল গান্ধী। দেশ তাঁদের অদ্বিতীয় আত্মবলিদানকে মনে রাখবে বলে তিনি টুইটে জানান। ১৯৯৯ সালে কার্গিল জয়ের ২২ বছর পার হয়েছে। ভারতের ৫২৭ জন বীর জওয়ান শহিদ হয়েছিলেন কার্গিলের যুদ্ধে। কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষে রাহুল গান্ধী টুইট লেখেন,'দেশের তেরঙা জাতীয় পতাকার মর্যাদা রেখে যে সেনারা যুদ্ধে আত্মবলিদান দিয়েছেন তাঁদের প্রত্যেককে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। দেশের সুরক্ষার জন্য তাঁদের ও তাদের পরিবারের আত্মবলিদানকে কুর্নিশ জানাই। জয় হিন্দ'। প্রসঙ্গত, ১৯৭১-এর যুদ্ধের পর সেই অর্থে অস্ত্র হামলা করেনি ভারত-পাকিস্তান দুই দেশই। কিন্তু কাশ্মীর ইস্যুতে ১৯৯৮-৯৯ পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ততপর হয়ে পড়ে। কারণ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে বিচক্ষণতার পরিচয় দিচ্ছিল ভারত। পাকিস্তানের ততপরতায় ২৬ জুলাই ১৯৯৯-এ পাকিস্তানি সেনাদের পিছু হঠতে বাধ্য করে ভারতীয় সেনারা। এদিন কার্গিলের ওই যুদ্ধে জয় হয় ভারতের। তাই ২৬ জুলাইকেই কার্গিল বিজয় দিবস হিসেবে পালন করা হয়। পরের বছর থেকে কার্গিলে এবং রাজধানী নয়াদিল্লিতে ২৬ জুলাই বিশেষ অনুষ্ঠান করে পালন করা হয় কার্গিল বিজয় দিবস।

অসম : ডিমা হাসাওয়ে কর্মসংস্থানের পথ খুলবে,ব্যাম্বু টেকনোলজি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের শিলান্যাস করে বলেন মুখ্যমন্ত্রী

হাফলং (অসম), ২৬ জুলাই (হি.স.) : রাজ্যের দু-দুটি ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কাছাড় কাগজ কল এবং নগাঁও কাগজ কল বন্ধ। ঠিক সেই সময়ে ডিমা হাসাও জেলায় গড়ে তোলা হচ্ছে আরও এক শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যাম্বু টেকনোলজি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক। সোমবার অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলার মান্দারডিসায় ১০০ হেক্টর জমির ওপর প্রস্তাবিত ব্যাম্বু ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের শিলান্যাস করেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

দুদিনের সফরে আজ ডিমা হাসাও জেলায় এসে উপস্থিত হন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা প্রথমে মান্দারডিসায় ব্যাম্বু ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের শিলান্যাস করেছেন। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ডোনার মন্ত্রালয়ের মঞ্জুরিকৃত ৫০ কোটি টাকার তহবিলের মাধ্যমে এই ব্যাম্বু ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক নির্মাণ করা হবে। এই পার্ক নির্মাণ হয়ে গেলে ডিমা হাসাও জেলার অর্থনৈতিক অবস্থা অনেক উন্নত হবে। খুলবে রোজগারের রাস্তা। বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের পথ খুলে যাবে।

তাছাড়া অসমের এই অন্যতম পাহাড়ি জেলার মানুষের জন্য এক ভালো কাজ হয়েছে বলে মন্তব্য করে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, আগে ডিমা হাসাও জেলার বাঁশ চলে যেত পেপার মিলগুলিতে। তবে এখন এই বাঁশ দিয়েই এই ব্যাম্বু টেকনোলজি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে তৈরি হবে ধূপকাঠির স্টিক, বাঁশের টাইলস, বাঁশের তৈরি বিছানা, চেয়ার টেবিল সহ আরও বিভিন্ন সামগ্রী। আর এতে এই পাহাড়ি জেলার অর্থনৈতিক অবস্থাকে চাঙ্গা হয়ে উঠবে, বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন মান্দারডিসার পর মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বড় হাফলঙে নবনির্মিত একটি অরফেন হাউসের উদ্বোধন করেন। তার পর বিকেল তিনটা নাগাদ উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদে জেলায় চলমান বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের পর্যালোচনা করতে পার্বত্য পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গারলোসা, পরিষদের অধ্যক্ষ রাণু লাংথাসা, বিধায়ক নন্দিতা গারলোসা ও পরিষদের অন্যান্য কার্যনির্বাহী সদস্য এবং বিভিন্ন সরকারি উচ্চ আধিকারিকদের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হন। ওই বৈঠকে জেলায় চলমান বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের খোঁজখবর নেন তিনি। তার পর সন্ধ্যায় হাফলং আবর্ত ভবনে প্রাক্তন ডিএইচডি সদস্যদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হওয়ার পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর জাতীয় সংগঠনগুলির সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীনজন। ডিমা হাসাও জেলাকে দ্বিখণ্ডিত করে দুটি পৃথক জেলা গঠনের বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে আলোচনা করেন তিনি। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সফরসঙ্গী ছিলেন রাজ্যের জলসম্পদ মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা, কারবি আংলং স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য তুলিরাম রংহাং।

অসম খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ নিগমের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান রাজেন গোহাঁইকে উষ্ণ অভিনন্দন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী রঞ্জিত দাসের

গুয়াহাটি, ২৬ জুলাই (হি.স.) : অসম খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ নিগমের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজেন গোহাঁইকে উষ্ণ অভিনন্দন ও শুভকামনা জানালেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী রঞ্জিতকুমার দাস। আজ সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে নিগমের চেয়ারম্যান পদের দায়িত্ব সমঝে নিয়েছেন রাজেন গোহাঁই। এ উপলক্ষ্যে এদিন সম্পূর্ণ কোভিড প্রটোকল মেনে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স দফতরের মন্ত্রী রঞ্জিতকুমার দাস বলেন, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা একজন বরিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের পরিচালনায় রাজ্যের খাদ্য এবং অসামরিক সরবরাহ নিগম এক নয়া দিশা পাবে। সঠিক এবং যোগ্য ব্যক্তির হাতে এই গুরুদায়িত্ব অর্পণের জন্য মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী রঞ্জিতকুমার দাস। এবারের বাজেটে রাজ্যে ধান ক্রয় করার জন্য ২০০ কোটি টাকা মঞ্জুর করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা এবং অর্থমন্ত্রী অজন্তা নেওগের ভুয়সী প্রশংসা করেন তিনি।

রঞ্জিত দাস বলেন, আগামী দিনে ১,৮৮৫ কোটি টাকার ধান ক্রয় করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের কৃষকদের কীভাবে লাভান্বিত করা যায়, সে বিষয়েও বিশেষ গুরত্ব আরোপ করা হবে। অসম খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ নিগমের প্রধানসচিব এবং বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করা হবে। সেই সঙ্গে অক্টোবর মাস থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ৯৩ হাজার মেট্রিকটন ধান ক্রয় করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে বলেও জানান মন্ত্রী রঞ্জিত দাস। তিনি আরও জানান, ধেমাজিতে ২ হাজার মেট্রিকটন, বিহপুরিয়ায় ৫ হাজার মেট্রিকটন, মরানে ১ হাজার মেট্রিকটন, তিতাবরে ১ হাজার মেট্রিকটন, গোলাঘাটে ৫ হাজার মেট্রিকটন, বড়পাথারে ৫ হাজার মেট্রিকটন, ডকমকায় ৫ হাজার মেট্রিকটন, কলিয়াবরে ৫ হাজার মেট্রিকটন, রহায় ৮ হাজার মেট্রিকটন, বরভেটিতে ৫ হাজার মেট্রিকটন, কাঁকিতে ৮ হাজার মেট্রিকটন, বারপুজিয়ায় ৮ হাজার মেট্রিকটন, মনোহায় ৮ হাজার মেট্রিকটন, মঙ্গলদৈয়ে ৫ হাজার মেট্রিকটন, মালৈবাড়িতে ৩ হাজার মেট্রিকটন, দদরায় ৮ হাজার মেট্রিকটন এবং পাঠশালায় ৮ হাজার মেট্রিকটন ধান ক্রয় করার পরিকল্পনা রয়েছে।

সরকার কর্তৃক এই বিশাল পরিমাণ ধান ক্রয়ের ফলে রাজ্যের প্রায় ২১ হাজার ৫০০ কৃষক উপকৃত হবেন বলে এদিনের সভায় আশা প্রকাশ করেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী রঞ্জিতকুমার দাস। রাজ্যের অন্নদাতাস্বরূপ কৃষকদের লাভান্বিত করার উদ্দেশ্যে গৃহীত রাজ্য সরকারের যুগান্তকারী এই পদক্ষেপকে সার্থক করে তুলতে নিগমের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান রাজেন গোহাঁই একশো শতাংশ সফল হবেন বলে এদিনের সভায় আশা ব্যক্ত করেন মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস।

মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে রাজ্য সরকারের গৃহীত এই পরিকল্পনাকে সর্বাঙ্গীন সার্থক ও সফল করে তুলতে খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ নিগমের সকল কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন মন্ত্রী রঞ্জিতকুমার দাস।

গম্ভীরের সংস্থার বিরুদ্ধে পদক্ষেপে স্থগিতাদেশ নয় জানাল দিল্লি হাইকোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি.স.) : করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময় বেআইনিভাবে ওষুধ মজুত এবং তা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণের অভিযোগ উঠেছে গৌতম গম্ভীরের ট্রাস্টের বিরুদ্ধে। দিল্লি ড্রাগ কন্টোল বোর্ড আগেই হাইকোর্টে জানিয়েছিল গম্ভীরের সংস্থার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এরপরই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল গম্ভীরের সংস্থা। সোমবার হাইকোর্টের পক্ষ থেকে স্পষ্ট বলা হয়, গৌতম গম্ভীরের ট্রাস্টের বিরুদ্ধে নেওয়া পদক্ষেপে কোনরকম স্থগিতাদেশ দেবে না কোর্ট।

সোমবার বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং বিচারপতি ওয়াই সাহার বেঞ্চের পক্ষ থেকে বলা হয়, "এটা হওয়া উচিত ছিল না। আমরা এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাই না। তবে মনে রাখা উচিত বাজারে আমাদেরও চোখ কান আছে।" এরপরই দিল্লি হাইকোর্টের বেঞ্চের পক্ষ থেকে আরও বলা হয়, মানুষ ওষুধ এবং অক্সিজেনের জন্য দৌড়াদৌড়ি করেছে, এরকম সময় একটি সংস্থা আসে এবং বলে আমরা তোমাদের ওষুধ দেবো। তারা এত ওষুধ মজুত করা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

দিল্লি ড্রাগ কনট্রোল অথারিটির পক্ষ থেকে দিল্লি হাইকোর্টে জানানো হয়। কোন রকম ড্রাগ লাইসেন্স ছাড়াই কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময় "ফ্যাবিফ্লুর" মতো ওষুধ জমা করে নিজের লোকসভা এলাকার সাধারন মানুষের মধ্যে বিতরণ করেছে কোভিডের সংস্থা। ফ্যাবিফ্লু, কম উপসর্গের কোভিড রোগীদের জন্য ব্যবহার করা হয়। গম্ভীরের সংস্থা এই ওষুধ স্টক করে বিতরণের জন্য যাদের প্রয়োজন রয়েছে এরকম কোভিড রোগীরা এই মেডিসিন পাচ্ছেন না। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ সমস্যায় পড়ছেন।

প্রয়াত কন্নড় অভিনেত্রী এ এস জয়ন্তী, শোকবিহ্বল ইয়েদুরাপ্পা

বেঙ্গালুরু, ২৬ জুলাই (হি.স.): প্রয়াত হলেন প্রখ্যাত কন্নড় অভিনেত্রী এ এস জয়ন্তী। সোমবার বেঙ্গালুরুতে নিজ বাসভবনেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন কন্নড় অভিনেত্রী এ এস জয়ন্তী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। রেখে গেলেন ছিলেন কৃষ্ণ কুমারকে। প্রায় ৫ দশক ধরে ৫০০-রও বেশি ছবিতে অভিনয় করেছিলেন অভিনেত্রী জয়ন্তী। কন্নড়-সহ মোট ৫টি ভাষার ছবিতে তিনি অভিনয় করেছিলেন।

জয়ন্তী কন্নড়, তামিল, তেলেগু, মালায়ালম ও হিন্দি ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। তেলেগু ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে দাপটের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন জয়ন্তী। তেলেগু অভিনেতা এন টি রামা রাওয়ের সঙ্গেও তিনি অভিনয় করেছিলেন। হিন্দিতে "লাল লাল বাংলা", "গুন্ডা", "তুমসে আচ্ছা কৌন হ্যায়" প্রভৃতি ছবিতে অভিনয় করেছিলেন জয়ন্তী। সাত-বার কন্নড় ফিল্ম ফেয়ার পুরস্কার ও দু"বার ফিল্ম ফেয়ার পুরস্কার (দক্ষিণ) জিতেছিলেন জয়ন্তী।

অভিনেত্রী জয়ন্তীর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা। শোক-বার্তায় ইয়েদুরাপ্পা জানিয়েছেন, 'চলচ্চিত্র জগতে তাঁর অবদান অপরিসীম। তাঁর প্রয়াণে কন্নড় চলচ্চিত্র জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল।' ইয়েদুরাপ্পা ছাড়াও কন্নড় চলচ্চিত্র জগতের অনেকেই জয়ন্তীর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

পঞ্জাব ও গুজরাটে খুলল স্কুল, কোভিড-বিধি মেনে চলা আবশ্যিক

চন্ডীগড় ও আহমেদাবাদ, ২৬ জুলাই (হি.স.): কোভিড-বিধি মেনে পঞ্জাবে খুলে দেওয়া হল স্কুল। আপাতত দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর পঠনপাঠন চলবে। সোমবার থেকে দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পঞ্জাব সরকার। এদিন থেকেই গুজরাটেও খুলে দেওয়া হয়েছে স্কুল। গুজরাটে নবম থেকে একাদশ শ্রেণীর পঠনপাঠন চলবে আপাতত।

পঞ্জাব ও গুজরাট-উভয় রাজ্যে স্কুল খুললেও, কোভিড-বিধি কঠোরভাবে মানতে হবে। এদিন পঞ্জাবের অমৃতসরের মল রোডে অবস্থিত একটি সরকারি স্কুলের প্রিন্সিপাল জানিয়েছেন, 'আমাদের স্কুলের সমস্ত কর্মীদেরই টিকা নেওয়া হয়েছে।' বহুদিন পর স্কুল খোলায় ছাত্র-ছাত্রীরাও খুশি। আহমেদাবাদের গীতা উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের এক ছাত্র জানিয়েছেন, 'আমরা ভীষণ খুশি। অনলাইন ক্লাসের তুলনায় স্কুল খোলা অনেক আনন্দের।' হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

নিম্নচাপের জেরে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা

কলকাতা, ২৬ জুলাই (হি. স.) : জুলাইয়ের শেষ তিনদিন প্রবল বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণবঙ্গে।মঙ্গল-বুধবার থেকেই পরিবর্তন হতে পারে আবহাওয়ার। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ারে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। নিম্নচাপের জেরে রাজ্যের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। বিগত কয়েকদিন ধরেই নিম্নচাপের জেরে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হচ্ছে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, মধ্যপ্রদেশের ওপর একটি নিম্নচাপ অবস্থান করছে। এর জেরে কোঙ্কন, গোয়া, মধ্য মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক উপকূলে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। অন্যদিকে, উত্তর বঙ্গোপসাগরে অপর একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হতে চলেছে। এর জেরে মঙ্গলবার থেকে ওড়িশা, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, বিহার এবং সংলগ্ন মধ্য ভারতে বৃষ্টি হতে পারে। যা চলতে পারে আগামী শুক্রবার পর্যন্ত। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টির পরিমাণ অনেকটা বাড়বে। দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি নদীর জলস্তরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন আবহাওয়াবিদরা। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই প্রবেশ, স্বরূপনগর সীমান্তে ৪ মহিলা সহ ৯ বাংলাদেশি গ্রেফতার

স্বরূপনগর , ২৬ জুলাই (হি. স.) : বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই প্রবেশ করায় উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগর সীমান্তে ৪ মহিলা সহ ৯ বাংলাদেশি গ্রেফতার। বিএসএফ সূত্রে খবর, সোমবার ভোর রাতে ৯ জন বাংলাদেশি ভারতে অবৈধভাবে ঢোকার চেষ্টা করছিল তখনই তাদের গ্রেফতার করা হয়। জানা গেছে, স্বরূপনগর থানার বিথারি-হাকিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত-বাংলাদেশ তারালী সীমান্তে সন্দেহজনকভাবে ৯ জনকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। সেই সময় টহলরত ১১২ নম্বর ব্যাটালিয়নের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা তাঁদের আটকে প্রশ্ন করেন। কথায় একাধিক অসঙ্গতি ধরা পড়ে। তল্লাশির পর বিএসএফ দেখে তাঁরা বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই ভারতে ঢুকেছেন। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা ওই বাংলাদেশিদের আটক করে স্বরূপনগর থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। ধৃতদের মধ্যে ৪ মহিলা ও পাঁচ পুরুষ রয়েছেন। এই ৯ বাংলাদেশির বাড়ি যশোহর ও খুলনা জেলার বিভিন্ন গ্রামে। কী কারণে তাঁরা এদেশে ঢুকছিলেন, তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ধৃত ৯ বাংলাদেশিকে এদিন বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হবে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

কার্গিল দিবসে বীর শহিদদের শুভেচ্ছা রাজ্যপালের

কলকাতা, ২৫ জুলাই (হি. স.) : কার্গিল দিবসে বীর শহিদদের শুভেচ্ছা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। তিনি সোমবার টুইটে লিখেছেন, "কারগিল যুদ্ধ ও অপারেশন বিজয়ের নায়কদের বীরত্ব ও বীরত্বের কাহিনীকে অভিবাদন জানাই। জাতি তাঁদের এবং তাঁদের পরিবারের প্রতি সর্বদা কৃতজ্ঞ থাকবে। শহীদরা শিখিয়ে গিয়েছেন, দেশই সর্বদা সর্বাগ্রে। আমাদের সবারই তা সময় মনে রাখা উচিত।"প্রসঙ্গত, ১৯৯৯ সালে যখন ভারতের জম্মু ও কাশ্মীরের আউটপোস্টগুলি দখল নেওয়ার চেষ্টা করে প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান তখনই ওই যুদ্ধ বাধে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ওই যুদ্ধ প্রক্রিয়াকেই নাম দেওয়া হয় "অপারেশন বিজয়"।

শহিদদের বীরত্ব প্রতিনিয়ত আমাদের অনুপ্রাণিত করে চলেছে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি.স.): "কার্গিল বিজয় দিবস"-এ কার্গিলের যুদ্ধে বীর শহিদ জওয়ানদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার সকালে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, "আমরা তাঁদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করছি। আমরা স্মরণ করছি করছি তাঁদের বীরত্বের কথা।" এদিন টুইটে প্রধানমন্ত্রীর আরও সংযোজন, "দেশকে রক্ষা করতে গিয়ে কার্গিলে যাঁরা প্রাণ হারিয়েছিলেন, কার্গিল বিজয় দিবসে তাঁদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি। তাঁদের বীরত্ব আমাদের প্রতিদিন অনুপ্রাণিত করে চলেছে।"

শুধু প্রধানমন্ত্রীই নন, কার্গিল বিজয় দিবসে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে কুর্নিশ জানিয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংও। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী টুইট করে লিখেছেন, "কার্গিল বিজয় দিবসে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অদম্য শৌর্য্য, বীরত্ব ও আত্মত্যাগকে নমন করছি।" প্রতিবছর ২৬ জুলাই দিনটি কার্গিল বিজয় দিবস হিসেবে পালিত হয়। কার্গিল বিজয় দিবসের এ বছর ২২ বছর পূর্তি। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী-প্রতিটি ভারতবাসীর কাছে ২৬ জুলাই গর্বের দিন। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

মৃদু ভূমিকম্প দিল্লিতে, কিছু সময়ের জন্য বিঘ্নিত মেট্রো পরিষেবা

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি.স.): ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল দিল্লি-এনসিআর। সোমবার সকালে মৃদু তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় দিল্লিতে, সকাল ৬.৪২ মিনিট নাগাদ কম্পন টের পাওয়া যায়। ভূকম্পনের জেরে কিছু সময়ের জন্য বিঘ্নিত হয়েছে দিল্লি মেট্রো পরিষেবা। দিল্লি মেট্রোর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সকাল ৬.৪২ মিনিট নাগাদ হালকা কম্পন টের পাওয়া গিয়েছে। সাবধান গতিতে ট্রেন চালানো হয় ও পরবর্তী স্টেশনে দাঁড়িয়ে করিয়ে দেওয়া হয়। পরে মেট্রো পরিষেবা স্বাভাবিক হয়েছে।

মেট্রো পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ায় বদরপুর বর্ডার মেট্রো স্টেশন, আনন্দ বিহার মেট্রো স্টেশন, নির্মাণ বিহার মেট্রো স্টেশন, অক্ষরধাম মেট্রো স্টেশন-প্রভৃতি মেট্রো স্টেশনের বাইরে যাত্রীদের ভিড় বাইরে থাকে। অনেকে প্রথমে বুঝতেই পারেননি কেন এই বিপত্তি, ঘন্টাখানেকেরও বেশি সময় স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন অনেক যাত্রী। দিল্লিতে অনুভূত হওয়া ভূমিকম্পের তীব্রতা কতটা ছিল, তা জানা যায়নি।

যদিও, সোমবার সকালেই ৪.০ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় হায়দ্রাবাদে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, সকাল পাঁচটা নাগাদ ৪.০ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত তেলেঙ্গানার ওয়ানপার্থিতে, হায়দরাবাদ থেকে ১৫৬ কিলোমিটার দক্ষিণে ও ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে ছিল উপকেন্দ্র। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

মৃদু ভূমিকম্পে কাঁপল হায়দরাবাদ, তীব্রতা মাত্র ৪.০

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি.স.): মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল অন্ধ্রপ্রদেশের হায়দরাবাদ শহর। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.০। সোমবার সকালে ভূকম্পন টের পাওয়া মাত্রই অনেকে বাড়ি ছেড়ে বাইরে বার হয়ে আসেন। যদিও জীবন ও সম্পত্তিহানির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। সোমবার সকাল পাঁচটা নাগাদ ভূকম্পন অনুভূত হয়।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, সোমবার সকাল পাঁচটা নাগাদ ৪.০ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত তেলেঙ্গানার ওয়ানপার্থিতে, হায়দরাবাদ থেকে ১৫৬ কিলোমিটার দক্ষিণে ও ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে ছিল উপকেন্দ্র। ১৬.০০ ডিগ্রি অক্ষাংশ ও ৭৮.২২ ডিগ্রি দ্রাঘিমাংশ। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

আবহাওয়া অনুকূল নয়, দ্রাস যেতে পারলেন না রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি.স.): "কার্গিল বিজয় দিবস" উপলক্ষ্যে সোমবার কার্গিল জেলার দ্রাসে যাওয়ার কথা ছিল রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের। সেখানে কার্গিল যুদ্ধ স্মারকে কার্গিল যুদ্ধের শহিদ জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানানোর কথা ছিল রাষ্ট্রপতির। কিন্তু, খারাপ আবহাওয়ার কারণে দ্রাসে যেতেই পারলেন না রাষ্ট্রপতি। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বারামুল্লা যুদ্ধ স্মারকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছেন রাষ্ট্রপতি।

কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে এদিন দ্রাসের কার্গিল যুদ্ধ স্মারকে শহিদ জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছেন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস) জেনারেল বিপিন রাওয়াত, লাদাখের লেফটেন্যান্ট গভর্নর আর কে মাথুর ও লাদাখের সাংসদ জামায়াং শেরিং নামগিয়াল। পুষ্পস্তবক দিয়ে তাঁরা শ্রদ্ধা জানান। যুদ্ধ স্মারকে বিজয় মশাল বসান ছফা অফ ডিফেন্স স্টাফ।

৩২ বেড়ে ২৩,০৪৮ জনের মৃত্যু, পাকিস্তানে করোনা-মুক্ত ৯.২৭-লক্ষাধিক

ইসলামাবাদ, ২৬ জুলাই (হি.স.): পাকিস্তানে আবারও বাড়ল করোনা-আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৭৫২ জন। রবিবার সারাদিনে পাকিস্তানে মৃত্যু হয়েছে ৩২ জনের। পাকিস্তানে এযাবত করোনা কেড়ে নিয়েছে ২৩,০৪৮ জনের প্রাণ এবং মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১,০০৮,৪৪ জন। ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৯ লক্ষ ২৭ হাজার ৫৯৯ জন।

সোমবার পাকিস্তানের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৭৫২ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৩২ জনের। সবমিলিয়ে পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১,০০৮,৪৪। পাকিস্তানে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৫৭,৭৯৯। পাকিস্তানে পজিটিভিটি রেট বেড়ে গিয়ে ৭.৫১ শতাংশে পৌঁছেছে।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

টেস্টোস্টেরন বাড়ায় যেসব খাবার

এই হরমোনের ঘাটতি হলে পুরুষের শরীরের নানান রকম সমস্যা হতে পারে।

বয়স ত্রিশ পেরোনোর পর পুরুষের শরীরে টেস্টোস্টেরন হরমোনের পরিমাণ কমতে শুরু করে। ফলে স্মৃতিশক্তি হ্রাসের পাশাপাশি কামবাসনা কমে যাওয়া, লিঙ্গোত্থানে সমস্যা, খারাপ মেজাজসহ মনোযোগের অভাব দেখা দেয়।

তবে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে নিয়মিত কিছু খাবার খাওয়ার অভ্যাস করলেই উপকৃত হওয়া যায়।

পুষ্টিবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে শরীরে টেস্টোস্টেরন হরমোন নিঃসরণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সাহায্য করে এমনই কিছু খাবারের নাম উল্লেখ করা হয়। এই প্রতিবেদনে ওই খাবারগুলোর নাম উল্লেখ করা হলো।

মধু

মধুতে আছে প্রাকৃতিক নিরাময়কারী উপাদান বোরোন। এই খনিজ উপাদান টেস্টোস্টেরনের পরিমাণ বাড়াতে এবং নাইট্রিক অক্সাইডের মাত্রা ঠিক রাখে। যা ধমনী সম্প্রসারণ করে লিঙ্গোত্থানে শক্তি সঞ্চার করে।

বাঁধাকপি

এই সবজিতে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও খনিজ উপাদান। আরও আছে ইনডোল থ্রি-কার্বিনল। এই উপাদান স্ত্রী হরমোন ওয়েস্ট্রজেনের পরিমাণ কমিয়ে টেস্টোস্টেরন বেশি কার্যকর করে তোলে।

রসুন

রসুনের আলিসিন যৌগ মানসিক চাপের হরমোন করটিসলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। ফলে টেস্টোস্টেরন ভালোমতো কাজ করে। ভালো ফল পেতে রসুন কাঁচা খাওয়ার অভ্যেস করুন।

ডিম

ডিমে আছে স্যাচারেইটেড ফ্যাট, ওমেগা থ্রিএস, ভিটামিন ডি, কলেস্টেরল এবং প্রোটিন। টেস্টোস্টেরন হরমোন তৈরির জন্য এই উপাদানগুলো জরুরি।

কলা

এই ফলের ব্রোমেলেইন এনজাইম টেস্টোস্টেরনের মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে। আর দীর্ঘ সময় ধরে শক্তি সরবরাহের উৎস হিসেবে কাজ করে।

কাঠবাদাম

নারী এবং পুরুষ উভয়ের 'সেক্স ড্রাইভ'য়ের জন্য প্রতিদিন এক মুঠ কাঠবাদাম যথেষ্ট। এই বাদামে রয়েছে জিঙ্ক যা টেস্টোস্টেরন হরমোন বাড়ায় আর কামবাসনা বৃদ্ধি করে।

ঝিনুক

টেস্টোস্টেরন তৈরিতে জিংক গুরুত্বপূর্ণ। ঝিনুকে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ খনিজ উপাদান। যা টেস্টোস্টেরনের পরিমাণ বাড়াতে সাহায্য করে।

ঝিনুক পছন্দ না, তাহলে বিকল্প হতে পারে চিজ বা পনির। বিশেষ করে সুইস এবং রিকোত্তা চিজ।

টক ফল

'স্ট্রেস হরমোন' কমানোর পাশাপাশি টকজাতীয় ফলে রয়েছে ভিটামির এ। যা টেস্টোস্টেরন উৎপন্ন করতে প্রয়োজন হয়। এছাড়া ওয়েস্ট্রজেনের মাত্রা কমায় অর্থাৎ পুরুষ হরমন ভালোমতো কাজ করতে পারে।

পালংশাক

এটা প্রমাণিত যে, ওয়েস্ট্রজেনের মাত্রা কমাতে পারে এই শাক। তাছাড়া আছে প্রচুর পরিমাণে ম্যাগনেসিয়াম, ভিটামিন সি এবং ই। আর এসবই টেস্টোস্টেরন তৈরির উপাদান।

আঙুর

হংকং বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিদিন একথোক লাল আঙুর খাওয়া গেলে টেস্টোস্টেরনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, শুক্রাণুর তৎপতরতা উন্নত করে আর শক্তিশালী করে।

ডালিম

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ইম্পোটেন্স রিসার্চ থেকে জানা যায় যৌন কর্মে অক্ষম পুরুষদের মধ্যে ৪৭ শতাংশ যারা প্রতিদিন ডালিমের রস খেয়ে থাকেন তাদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে।

মাংস

বিশ্বাস করা হয় যারা একেবারেই মাংস খান না তাদের শরীরে টেস্টোস্টেরনের পরিমাণ কম থাকে। তবে অতিরিক্ত মাংস খাওয়ার আগে সাবধান। যুক্তরাষ্ট্রের ইউটাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা জানান গরু ও ভেড়ার মাংস দিয়ে তৈরি খাবারে প্রচুর স্যাচারেইটেড ফ্যাট থাকে।

জীবন কথা

মুন্সি দরুদ

জীবন জ্যোতি অন্ধকারের মত কানা।
উজ্জ্বল অন্ধকার ঝাপটে মৃত্যুর ডানা।
মানুষ খায় অন্ধকারে ঢাকা মেঘ দানা।

বৃষ্টি-বাঁশি বাজায় বর্ষায় টিনের স্বর্গে --
হাসপাতালে নরক কান্না ডোমের দর্পে,
ঈশ্বরের পিওন মৃত্যুর চিঠি দেয় মর্গে।

সমুদ্র

মুন্সি দরুদ

সমুদ্র-রাত পাহাড় গড়ে নেমে আসে ;
সূর্য মাঠের ওপারে বিজ্ঞাপনে হারায়।
ফুলকপি গাছেরা চোখকক্ষে বন্দি।
মাঠ হ্রদের মাগুর মাছ , খাঁ খাঁ শুধু !
লাঠিঘাতে সমুদ্র দুফাঁক হয়ে খুলে ;
সমুদ্র লুকিয়ে দেয় সততার লড়াই।

সোনালি মাছের শহরে

যদি কখনো হংকংয়ের কওলন শহরের মংককের টুং চুইয়ের রাস্তায় সন্ধ্যায় হাঁটতে বের হন, তাহলে চারপাশের উজ্জ্বল সোনালি আভায় চোখ ও মন জুড়িয়ে যাবে। টুং চুইয়ের ফুটপাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে তাকালে মনে হবে যেন এক সোনার খনির মতো মনোমুগ্ধকর ও জাদুকরি স্বপ্নরাজ্যের মাঝে এসে পড়েছি। আর এই স্বপ্নরাজ্যই হচ্ছে হংকংয়ের বিখ্যাত গোল্ডফিশ স্ট্রিট, যা দিনে দিনে ছোট—বড় সবার কাছে ভীষণ পছন্দের ঘুরে বেড়ানোর জায়গা হয়ে উঠেছে। প্রায় ৩০০ মিটার রাস্তাজুড়ে ছড়িয়ে—ছিটিয়ে আছে অজস্র দোকান, যার অধিকাংশ দোকানে গোল্ডফিশ বিক্রি হয়। এসব দোকানের অ্যাকুয়ারিয়াম এবং ফুটপাতে পলিব্যাগে ঝুলিয়ে রাখা থাকে হাজার হাজার গোল্ডফিশ।

এই রাস্তা ধরে হাঁটলে আরও দেখা যাবে গোল্ডফিশকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা স্থানীয়দের জীবনযাপন, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। দোকানগুলো ভোরের আলো ফুটতে ফুটতেই খুলে যায় এবং দিনভর বেচাকেনা শেষে রাত ১০টায় বন্ধ হয়ে যায়। চায়নার নতুন বছর উপলক্ষে দোকানগুলো কয়েক দিন মাত্র বন্ধ থাকে, এ ছাড়া প্রতিদিনই খোলা। মনে রাখতে হবে, গোল্ডফিশের এই রাজ্য ঘুরে দেখার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সময় সন্ধ্যার পর। কারণ, এই সময়ে গোল্ডফিশের সোনালি শরীরে চারপাশের আলো পড়ে এক অন্য রকম আবহ তৈরি করে।মাস ট্রানজিট ট্রেন, বাস ও ট্যাক্সি ব্যবহার করে খুব সহজেই এখানে চলে আসা যায়। ট্রেনে সবচেয়ে সুবিধা। খরচ তুলনামূলক কম এবং থামে প্রিন্স এডওয়ার্ড

মংক মাস ট্রানজিট রেলওয়ে স্টেশনে, যেখান থেকে টুং চুইয়ে স্ট্রিটে হেঁটেই চলে আসা যায়। তবে রেল বা বাসে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ না করলে ট্যাক্সিতেও সরাসরি চলে আসা যায়। টুং চুইয়ের রাস্তায় নেমে বিখ্যাত গোল্ডফিশের রাজ্যে ঘুরতে ঘুরতে এর সম্পর্কে কিছু জেনে নেওয়া যাক।

গোল্ডফিশকে পুরো চীন, হংকং, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, মিয়ানমারে সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির প্রতীক এবং জীবনের অংশ হিসেবে দেখা হয়। অধিকাংশ বাড়িতে গেলেই অ্যাকুয়ারিয়ামে গোল্ডফিশ দেখা যায়। অনেকেই গোল্ডফিশের ছবি আঁকা তৈজসপত্র ব্যবহার করেন। অনেক দেশেই গোল্ডফিশ আকৃতির ও রঙের মজাদার বিস্কুট বানানো হয়, যা শিশুরা ভীষণ পছন্দ করে। এই বিস্কুট তৈরিতে পনির, মাখন, গম ও ভুট্টার ময়দা, মধু ব্যবহার করা হয়। চীন, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ায় গোল্ডফিশ ভাজা ও রান্না করে খাওয়া হয়।

গোল্ডফিশ বেশ সুপরিচিত একটি রঙিন মাছ। রূপের দিক থেকে এর জুড়ি মেলা ভার। বিশ্বের অন্যতম নামীদামি প্রজাতির মাছ এটি। এই মাছ সচরাচর ছোট আকৃতির হয়ে থাকে। গোল্ডফিশ পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের মাছ হলেও বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সব দেশেই এটি পাওয়া যায়। পৃথিবীতে প্রায় ১২৫ প্রজাতির গোল্ডফিশ আছে। মাছটি ২৫ বছর পর্যন্ত বাঁচে এবং ৪০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বড় হয়। যুক্তরাজ্যের নর্থ ইয়র্কশায়ারে ১৯৯৯ সালে একটি গোল্ডফিশ ৪৩ বছর বয়সে মারা গিয়েছিল। এটি গোল্ডফিশের বেঁচে থাকার রেকর্ড।সাধারণত সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ও শখের বশে অনেকেই বাসার অ্যাকুয়ারিয়ামে গোল্ডফিশ পালন করে থাকেন। তাই বাসার অ্যাকুয়ারিয়ামে পালন করা অধিকাংশ মাছই দেখা যায় গোল্ডফিশ প্রজাতির। যেমন কমেট, ওয়াকিন, জাইকিন, সাবানকিন, ওরান্ডা, ব্ল্যাক মোর, ফান্টাইল, রুইকিন, ভেইল টেইল, রানচু ইত্যাদি। দেহের আকৃতি অনুসারে গোল্ডফিশ সাধারণত ডিম্বাকৃতি ও লম্বা দৈহিক গঠনের হয়ে থাকে। রোগ প্রতিরোধক্ষমতার দিক থেকে লম্বা দৈহিক কাঠামোর গোল্ডফিশগুলো বেশ শক্তিশালী হয়ে থাকে।সুইডেনে প্রচলিত আছে যে গোল্ডফিশের স্মৃতিশক্তি মাত্র তিন সেকেন্ডের। তাই কেউ কোনো কিছু মনে না রাখতে পারলে কখনো কখনো তাকে মজা করে 'গোল্ডফিশ মেমোরি' বলে ডাকা হয়। কিন্তু আসলে গোল্ডফিশের স্মৃতিশক্তি এত কম নয়। গোল্ডফিশ কোনো ঘটনা কমপক্ষে তিন মাস পর্যন্ত মনে রাখতে পারে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, অধিকাংশ গোল্ডফিশের স্মরণকাল ১২ দিন পর্যন্ত হতে পারে, যা অন্তত 'তিন সেকেন্ড' সময়ের চেয়ে অনেক বেশি।সন্ধ্যার আলোতে মংককের টুং চুইয়ে এবং এর আশপাশের রাস্তা ও ফুটপাতে হাঁটার অভিজ্ঞতা ছিল বৈচিত্র্যে ভরা। ঝলমলে আলোর মাঝে কত ব্যস্ত মানুষের মুখ, টুকরো টুকরো জীবনের নানা উপলক্ষ মন ভরিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। রাস্তার দেয়ালজুড়ে নানা ধরনের চিত্রকর্ম, বড় বড় মান্দারিন হরফে লেখা সাইনবোর্ড ও বিলবোর্ড, লণ্ঠনের মতো নকশা করা লাইটের সৌন্দর্য যেন এই রাস্তার ঐতিহ্যকে তুলে ধরে।টুং চুইয়ের গোল্ডফিশ মার্কেট ছাড়িয়ে সামনের মোড়ে গেলেই চোখে পড়বে সে ইয়েং চই স্ট্রিট, ফা ইয়ান স্ট্রিট, সই স্ট্রিট ও ডুনডাম স্ট্রিট। তবে মনে রাখা ভালো, কওলন শহরের মংককের এই সব রাস্তাঘাট ও দোকানপাট আগে থেকেই লোকসমাগমের জন্য বিখ্যাত। এমন ঘন লোকসমাগমের রাস্তার জন্য গিনেস বুক অব ওয়ার্ল রেকর্ডসে মংককের নামও এসেছিল। ফলে এসব রাস্তা দিনরাত ২৪ ঘণ্টা ব্যস্ত ও কোলাহলপূর্ণ থাকে।

নারীর চোখে পুরুষের সৌন্দর্য চর্চা

দাড়ি কাটা আর চুল আঁচড়ানো ছাড়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাও দরকার।

বেশিরভাগ পুরুষই সৌন্দর্য চর্চায় তেমন কোনো মনোযোগ দেয় না। খুব বেশি হলে মুখ সাবান দিয়ে পরিষ্কার করা, দাড়ি কাটা আর ঘর থেকে বের হওয়ার আগে কেউ কেউ চুলে ক্রিম বা জেল ব্যবহার করেন। তারপরেও কিছু ব্যাপার থাকে যা হয়ত খেয়াল করা হয় না। আর এই বিষয় নিয়েই একটি লাইফস্টাইলবিষয়ক ওয়েবসাইট অনলাইন জরিপ চালায়। তারা নারীদের কাছে প্রশ্ন রাখেন স্বামী, বাবা, বন্ধু বা ছেলে সন্তানের কাছে সৌন্দর্যের বিষয়ে দৈনিক কী কী বিষয় আশা করেন তারা?

অবাক করার মতো না হলেও বেশিরভাগ নারীই ছেলেদের ত্বকের যত্ন ও পরিচর্যার ক্ষেত্রে যত্নবান হওয়ার কথা বলেছেন।

জরিপের ভিত্তিতেই পুরুষের সৌন্দর্য চর্চার বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়।

নাক ও কানের বাড়তি চুল কাটা

অনেকেরই নাক ও কানের চুল বড় হয়ে বাইরে বেরিয়ে থাকে, যা বেশ অস্বস্তিকর। পাশাপাশি এতে ব্যক্তিত্ব যেমন নষ্ট হয় তেমনি কারও সঙ্গে কথা বলার সময় পড়তে পারেন বিব্রতকর অবস্থায়। তাই নাক ও কানের বাড়তি চুলগুলো কেটে ফেলা উচিত। নিয়মিত কান পরিষ্কার করার অভ্যাস গড়ে তোলাও জরুরি।

যেসব পুরুষের চোখের ভ্রু অনেক ঘন এবং ছোট-বড় চুল গজায় তাদের ভ্রু ছোট করার প্রতি খেয়াল রাখা দরকার। ভ্রু ঘন হলে চেহায়ার একটা রাগিভাব আসতে পারে, যা আপনার প্রতি অন্যদের ভুল ধারণার জন্ম দিতে পারে। এজন্য চুল কাটার সময় ভ্রু ছোট করে ছেটে নিতে পারেন।

এক্সফলিয়েট

ছেলেদের মুখ পরিষ্কার রাখার জন্য তেমন একটা যত্নের প্রয়োজন হয় না। তবে ধুলাময়লা আর মরা চামড়ার জমে ত্বক দেখতে মলিন লাগতে পারে। তাই মুখ পরিষ্কারের ক্ষেত্রে অনন্ত ভালোমানে ফেইসওয়াশ ব্যবহার করার পাশাপাশি টুকটাক ত্বকচর্চা করা যেতেই পারে। এতে দেখতেও সতেজ লাগবে।

নিয়মিত ময়েশ্চারাইজার ও সানস্ক্রিন ব্যবহার করা

সুরক্ষার জন্য ত্বকের ধরন অনুযায়ী এসপিএফ যুক্ত সানস্ক্রিন ও ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করে সহজেই ত্বক আর্দ রাখা যায়।

চোখের নিচে ক্রিম ব্যবহার করা

জরিপে অংশ নেওয়া এক নারী মন্তব্য করেন, "তারা (ছেলেরা) বোঝে না এটা কত দরকারি। যখন বোঝে তখন মেয়েদেরটা ব্যবহার করে। যেমন আমার স্বামী।"

আসলে ধুলাবালি ও রোদ বা বয়সের কারণে চোখের নিচে কালি পড়তেই পারে। আর এর থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত চোখের নিচে ক্রিম ব্যবহার করা যেতেই পারে।

নখ ও পায়ের যত্ন

নখ বড় থাকা শরীরের জন্য যেমন ক্ষতিকর তেমনি ব্যক্তিত্বও হানী করে। এজন্য হাত ও পায়ের নখ ছোট রাখার অভ্যাস গড়তে হবে। বাইরে থেকে এসে হাত-পা-মুখ ধুয়ে মুছে লোশন ব্যবহার করা উচিত। সেই সঙ্গে সপ্তাহে একবার স্ক্রাবিং করা যেতেই পারে। বিশেষ করে আঙুলের ফাঁকগুলো ভালোভাবে পরিষ্কার রাখলে দেখতেও ভালোলাগে।

পুরুষের যেসব অদ্ভূত বিষয় নারীর কাছে আকর্ষণীয়

সবার মাঝ থেকে নিজেকে আলাদাভাবে উপস্থাপন করতে ও নারীদৃষ্টি আকর্ষণ করতে সাধারণ কিছু বিষয় মাথায় রাখুন।

সবার পছন্দ এক নয়। তবে সৃষ্টিছাড়া জিনিসের প্রতি মানুষের আকর্ষণ থাকেই। আর এই ধারণার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন জরিপের ফলাফল থেকে জানা গেছে পুরুষের কিছু অদ্ভুত বিষয়ের দিকে নারী আকর্ষণ কাজ করে।

সম্পর্কবিষয়ক ওয়েবসাইটে এই বিষয়ের উপর প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে কয়েকটি বিষয় এখানে দেওয়া হল।

এসব বৈশিষ্টগুলোর মধ্যে কয়েকটি প্রাকৃতিক। যেগুলো প্রাকৃতিক নয়, মানে নিজেই করতে পারবেন সেগুলো মাথায় রাখলে অনেকের মাঝে থেকেও নিজেকে নারীদের কাছে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা হয়ত বিফলে যাবে না।

চোখের বড় পাপড়ি: যেসব ছেলের চোখের পাপড়ি বড় তাদের প্রতি মেয়েদের আকর্ষণ বেশি থাকে। যে কোনো নির্দিষ্টি একটা কোণ থেকেই মেয়েরা ছেলেদের চোখের প্রেমে পড়ে যায়। মাস্কারা ছাড়াই চোখের পাপড়ির এই সৌন্দর্যের প্রেমে পড়া দোষের কিছু না।

চশমা: ছেলেরা চশমা পরলে অনেক বেশি আবেদনময় লাগে। তাই চশমা পরা ছেলেদের প্রতি নারীদের আকর্ষণ বরাবরই বেশি।

দাগ বা ক্ষত চিহ্ন: ছেলের মুখে কোন ক্ষত বা কাটা দাগ থাকলে তা নারীদের কাছে বেশ আকর্ষণীয় লাগে। তাছাড়া এই ধরনের দাগের পেছনে কোনো না কোনো ঘটনা থাকে যা নারীদের আগ্রহ সৃষ্টি করে।

পা: পুরুষের পায়ের সৌন্দর্য তাৎক্ষনিকভাবে নারীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে। তাই পা ভালো রাখা ও এর যত্ন করা আবশ্যক।

ঘুম ঘুম কণ্ঠ: ঘুমের মধ্যে কথা বললে ছেলেদের কণ্ঠস্বর অনেক গম্ভীর ও

বর্ষায় সুস্থ থাকতে যা খাবেন

এখন বর্ষাকাল। এ সময় বাতাসের আর্দতা বেশি থাকে। যে কারণে পরিবেশ থাকে স্যাঁতসেঁতে। এই মৌসুমে সাধারণ সর্দিজ্বর হয়ে থাকে, যাকে আমরা ভাইরাল ফ্লু হিসেবে জানি। ভাইরাল ফ্লু হলে ৩-৪ দিনের মধ্যে রোগী ভালো হয়ে যায়। এ ছাড়াও ডেঙ্গুজ্বর এবং এখন আবার করোনাভাইরাসের (কোভিড-১৯) কারণে আমাদের মানসিক ও শারীরিকভাবে সুস্থ থাকাটা খুবই জরুরি। এ জন্য আমাদের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ানো অত্যন্ত প্রয়োজন।সাধারণত জ্বরের সময় আমাদের শরীরের বিপাক ক্রিয়ার হার (ঘন্ত্রঞ্ঠখত্নদ্রন্ব্ন্দ্ব স্খন্ঠত্র) বেড়ে যাওয়ার কারণে আমাদের শক্তি ক্ষয় হয়ে থাকে। এই সময় অনেক ক্যালোরিযুক্ত ও তরল জাতীয় খাবারের দরকার হয়। সে জন্য এই সময় খাদ্যতালিকায় আমিষ ও তরল জাতীয় খাবারের পরিমাণ বাড়াতে হবে। এ ছাড়াও ভিটামিন সি-যুক্ত খাবার খেতে হবে। দৈনিক ৮-১০ গ্লাস পানি পান করতে হবে এবং ৭-৮ ঘণ্টা ঘুমাতে হবে। দৈনিক আমাদের চাহিদা অনুযায়ী যে পরিমাণ ভিটামিন সি প্রয়োজন, তা দুটো আমলকী অথবা একটি মাঝারি আকারের পেয়ারা থেকে আমরা পেয়ে থাকি। প্রতি ১০০ গ্রাম আমলকীতে ৪৩৪.০৫ মি. গ্রাম, পেয়ারায় ২১০ মি.গ্রাম, কাগজি লেবুতে ৬৩ মি.গ্রাম, পাকা জাম্বুরায় ১০৫ মি.গ্রাম ভিটামিন সি রয়েছে।

প্রয়োজনীয় কিছু খাবারের উৎস

আমাদের আমিষ জাতীয় খাবারের উৎস মাছ, বিভিন্ন ধরনের মাংস, ডিম, দুধ, ডাল, বীজ ও বাদাম। ভিটামিন সির উৎস আমলকী, পেয়ারা, লেবু, কমলা, মালটা, কামরাঙা, কালো জাম, জাম্বুরা, বিলাতি তেঁতুল, লটকন, আনারস, ডেউয়া, চেরি, স্ট্রবেরি, শালগম, পুঁইশাক, পালংশাক, কাঁচা মরিচ, পার্সলি পাতা, টমেটো, ক্যাপসিকাম, ব্রকলি, মিষ্টি আলু, ব্রাসেলস স্প্রাউট, বাঁধাকপি, ধনেপাতা, সিলারি, ডাঁটাশাক, মেথিশাক, সজনেশাক, নিমপাতা, কচুশাক, শালগম পাতা, করলা পাতা, সাজনে ডাঁটা, ফুলকপি, করলা, উচ্ছে, কাঁকরোল, সরিষা শাক ও যেকোনো টক জাতীয় ফল। তরল জাতীয় খাবার, চিকেন স্যুপ, ভেজিটেবল স্যুপ, লেবুর শরবত, মালটা ও অরেঞ্জ জুস, ডাবের পানি, মিল্ক সেক, বিভিন্ন ফলের রস, দুধ অথবা দই এবং বিভিন্ন ফল দিয়ে তৈরি স্মুদি, লেবু-চা, আদা-চা, মসলা-চা, লাল-চা ইত্যাদি।

রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতে এমন কিছু খাবার

রসুন: গবেষণায় দেখা গেছে, খালি পেটে রসুন খাওয়া হলে এটি অ্যান্টিবায়োটিকের মতো কাজ করে। খালি পেটে অথবা নাশতার পর ১ কোয়া রসুন খাতে পারেন। সামান্য তেলে অর্ধেক কোয়া রসুন ভেজে তা এক টেবিল চামচ মধুর সঙ্গে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে খেলে বুকে জমে থাকা কফ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। শরীর থেকে জ্বর ও ঠান্ডা দূর করতে প্রতিদিন ২-৩ কোয়া রসুন কাঁচা খেতে হবে।

লেবু: লেবুতে 'রুটিন' নামের বিশেষ ফ্লাভোনয়েড পাওয়া যায়, যা শিরা ও রক্ত জালিকার প্রাচীর শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। ফলে হৃদরোগের ঝুঁকি কমে যায়। এ ছাড়া লেবুর মধ্যে রয়েছে ভিটামিন সি ও বিভিন্ন অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস, যা সর্দিকাশির সমস্যা দূরসহ বিভিন্ন ক্যানসার নিরাময়ে সহায়তা করে। স্নায়ু ও মস্তিষ্কের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়, ফুসফুস পরিষ্কার রাখে এবং হাঁপানির সমস্যা দূর করে।মধু: ফুসফুসের যাবতীয় রোগে মধু উপকারী। শ্বাসকষ্ট দূর করতে মধু দারুণ কাজ করে। আধা গ্রাম গুঁড়ো করা গোলমরিচের সঙ্গে সমপরিমাণ মধু ও আদা মিশিয়ে দিনে তিনবার খেলে হাঁপানি রোগে উপকার পাওয়া যায়।

ডাবের পানি: রিবোফ্লোবিন, নিয়াসিন, থায়ামিন ও পিরিডক্সিনের মতো উপকারী উপাদানে ভরপুর ডাবের পানি প্রতিদিন পান করলে শরীরের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা এতটাই বৃদ্ধি পায় যে জীবাণুরা আক্রমণ করতে পারে না।

ত্রিপুরা প্রদেশ এনএসইউআই শিক্ষা দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ প্রদশন করেন। ছবি ঃ নিজস্ব

বিতর্কিত কৃষি আইনের প্রতিবাদে ট্রাক্টর চালিয়ে সংসদে গেলেন রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি.স.) : বিতর্কিত তিন কৃষি আইনের বিরুদ্ধে এখনও দেশজুড়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে কৃষক সংগঠনগুলি। অন্যদিকে, আইন বাতিল না করা নিয়ে অনড় কেন্দ্রও। ইতিমধ্যে বাদল অধিবেশন চলাকালীনই বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন কৃষকরা। এই পরিস্থিতিতে এবার তাঁদের পাশে দাঁড়ালেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। সোমবার বিতর্কিত কৃষি আইনের নজিরবিহীন প্রতিবাদ করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। এদিন ট্রাক্টর চালিয়ে সংসদে গেলেন রাহুল গান্ধী। বিজয়চক দিয়ে সংসদে প্রবেশ করেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন পঞ্জাব-হরিয়ানার একাধিক সাংসদ। সাংবাদিকদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখার সময় কেন্দ্রকে তোপ দেগে তিনি বলেন, “তিন কৃষি আইন অবিলম্বে বাতিল বাতিল করতে হবে। এই তিন আইন কৃষক বিরোধী। এতে কৃষকদের কোনও লাভ হবে না। বরং দেশের দু-তিনজন শিল্পপতিই লাভবান হবেন। আমি কৃষকদের আওয়াজই সংসদে তুলে ধরতে চাই। কারণ কেন্দ্র সংসদে এই নিয়ে কোনও আলোচনা করতে দিচ্ছে না।”

এদিকে, বিজয়চকের সামনে বিক্ষোভ দেখানোয় ১৪৪ ধারা ভাঙার অপরাধে কংগ্রেস নেতা রণদীপ সিং সুরজেওয়ালার সঙ্গে বেশ কয়েকজন কংগ্রেস নেতাকে গ্রেফতারও করেছে পুলিশ। তবে সপ্তাহের শুরুর দিনই কার্যত অচল হয়ে গেল সংসদের দুই কক্ষ। বিরোধীদের হট্টগোলের জেরে দুপুর ১২ টো পর্যন্ত স্থগিত রাজ্যসভা এবং দুপুর ২ টো পর্যন্ত স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে লোকসভা। প্রসঙ্গত, এর আগে বাদল অধিবেশনের প্রথম দিন পেট্রল-ডিজেল এবং রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে অভিনব বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদরা। সাইকেল চালিয়ে সংসদের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন ডেরেক ও’ব্রায়েন, শান্তনু সেনরা। যদিও মাঝপথেই ব্যারিকেড দিয়ে তাঁদের আটকে দেওয়া হয়েছিল। এবার তৃণমূলের দেখানো প্রতিবাদের রাস্তাতেই কার্যত হাঁটলেন রাহুল গান্ধীও।

১ আগস্ট থেকে খুলছে দিল্লি চিড়িয়াখানা, ৩১ জুলাই থেকে অনলাইন বুকিং

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি.স.): আগামী ১ আগস্ট থেকে খুলে যাচ্ছে দিল্লি চিড়িয়াখানা। দু”টি শিফটে-সকাল ৯টা থেকে দুপুর বারোটা ও দুপুর একটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত খোলা থাকবে চিড়িয়াখানা। সমস্ত কোভিড-প্রোটোকলের দিকে নিবিড়ভাবে লক্ষ্য রাখা হবে। আগামী ৩১ জুলাই থেকে শুরু হবে অনলাইন বুকিং।

সোমবার দিল্লি চিড়িয়াখানার ডিরেক্টর রমেশ পান্ডে জানিয়েছেন, আগামী ১ আগস্ট থেকে খুলবে দিল্লি চিড়িয়াখানা। দু”টি শিফটে খুলবে-সকাল ৯টা থেকে দুপুর বারোটা ও দুপুর একটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত খোলা থাকবে চিড়িয়াখানা। অনলাইন বুকিং করলেই প্রবেশে অনুমতি দেওয়া হবে। ৩১ জুলাই থেকে শুরু হবে অনলাইন বুকিং।

ইয়েদুরাপ্পার সিদ্ধান্তে হতাশ, শিকারিপুরায় দোকান বন্ধ রাখলেন অনুগামীরা

শিবমোগা (কর্ণাটক), ২৬ জুলাই (হি.স.): আচমকাই কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন বি এস ইয়েদুরাপ্পা। তিনি এখন কর্ণাটকের কেয়ারটেকার মুখ্যমন্ত্রী। পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী শপথ নেওয়া পর্যন্ত এই দায়িত্বই পালন করবেন ইয়েদুরাপ্পা। ইয়েদুরাপ্পার মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার সিদ্ধান্তে হতাশ তাঁর অগণিত সমর্থক ও অনুগামীরা। তাঁরা এতটাই দুঃখ পেয়েছেন যে নিজেদের দোকান ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেন। কর্ণাটকের শিবমোগা জেলার শিকারিপুরার ঘটনা। এই আসন থেকেই অনেকবার বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন ইয়েদুরাপ্পা।

সোমবার দুপুরে রাজভবনে গিয়ে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন ইয়েদুরাপ্পা, ইয়েদুরাপ্পার ইস্তফাপত্র গ্রহণও করেছেন রাজ্যপাল থাওয়ারচাঁদ গেহলট। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই বিষণতা গ্রাস করে শিকারিপুরায়। ইয়েদুরাপ্পার অনুগামীরা নিজেদের দোকান ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেন। ইয়েদুরাপ্পার সমর্থনে তাঁরা রাস্তায় নেমে স্লোগান দিতে থাকেন। অনেকে আবার বিজেপির নিন্দা করেছেন। দুপুরের পর থেকেই এস এইচ রোড, পেট্রোল বাঙ্ক রোড ও তালুকা অফিস রোডে অবস্থিত দোকান বন্ধ ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেন ইয়েদুরাপ্পা-অনুগামীরা।

বিক্ষোভে জেরবার স্কুল ও ক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থীদের যোগাযোগের নির্দিষ্ট সময় দিল সংসদ

কলকাতা, ২৬ জুলাই (হি. স.) : বিক্ষোভে জেরবার স্কুল ও ক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থীদের যোগাযোগের জন্য নির্দিষ্ট সময় দিল পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। গত বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল। পাশের হার ৯৭ ৬৯ শতাংশ। সব জেলাতেই ৯০ শতাংশের বেশি পাশের হার। ১৯ হাজার ৩৭৭ জন প্রথম বিভাগে উর্ত্তীর্ণ হয়। গত ৭ জুন উচ্চ মাধ্যমিক বাতিল করা হয়। এরপরেই সিদ্ধান্ত হয় মূল্যায়নের পদ্ধতি।

এত বিপুল পরিমাণ পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হলেও বিভিন্ন জেলায় অনুত্তীর্ণরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি ডঃ মহুয়া দাস সোমবার বিকালে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, “এতদ্বারা সমস্ত বিদ্যালয়ের প্রধান দের জানানো হচ্ছে যে উচ্চ মাধ্যমিক ২০২১ সালের ফলাফলের ভিত্তিতে অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীদের অসন্তোষ এর বিষয় পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ ইতিমধ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছে।

এইসব বিদ্যালয়গুলোকে অনুরোধ করা হয়েছে যে তারা যেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ে ঊনত্রিশে জুলাই ২০২১ থেকে যোগাযোগ করেন।সমস্ত অসন্তুষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা যেন সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান দের সঙ্গে ৩০ শে জুলাই ২০২১তারিখ থেকে যোগাযোগ করে।“ প্রসঙ্গত, সুন্দরবনের বাসন্তীর ফুলমালঞ্চের ঋতু ভকত হাই স্কুলের পরীক্ষার ফল ভালো না হওয়ায় সোমবার রাস্তায় বসে ছাত্ররা ব্লেড দিয়ে হাতের শিরা কাটার হুমকি দিতে থাকে। এ ছাড়াও এ দিন প্রায় দশটি স্থান থেকে পরীক্ষার্থীদের বিক্ষোভের খবর আসে। এই ঘটনার প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ মাসুম আখতার বলেন, ”অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। এটা ঘটবে অনুমান করা গিয়েছে। পরীক্ষা না নিয়ে ফল দেওয়ার প্রতিক্রিয়া এটা। ছাত্রছাত্রীদের কাছে অনুরোধ শান্ত হতে। প্রশাসনের কাছেও বিষয়টি কড়া ভাবে দেখার অনুরোধ রয়েছে।” হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

মহারাষ্ট্রে বৃষ্টি ও বন্যায় মৃত্যু বেড়ে ১৬৪, পুণে থেকে ফিরল উদ্ধবের চপার

মুম্বই, ২৬ জুলাই (হি.স.): মহারাষ্ট্রে বৃষ্টি ও বন্যায় লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলছে মৃতের সংখ্যা। সোমবার মহারাষ্ট্র সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গত ২২ জুলাই থেকে ২৬ জুলাই পর্যন্ত সাতারা, রায়গড়, কোলহাপুর ও রত্নাগিরি-সহ মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্তে মৃত্যু হয়েছে ১৬৪ জনের। খোঁজ নেই শতাধিক মানুষের। সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সাতারা জেলায় ৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে, মুম্বই শহরতলিতে ৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন, রায়গড়ে ৭১, সিন্ধুদুর্গ জেলায় দুই, কোলহাপুরে ৭, পুণে-তে দুই, রত্নাগিরিতে ২১, থানে জেলায় ১২, ওয়ার্ধাতে দুই ও আকোলাতে দু”জন প্রাণ হারিয়েছেন। বৃষ্টি ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১, ০২৮টি গ্রাম। খোঁজ নেই শতাধিক মানুষের।

বন্যা-পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে সোমবার সাতারা জেলার বন্যা-কবলিত এলাকায় যাওয়ার কথা ছিল মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের। কোয়না হেলিপ্যাডে নামার কথা ছিল উদ্ধবের হেলিকপ্টার। কিন্তু, দৃশ্যমানতার অভাবে পুণে বিমানবন্দরে ফিরে আসে উদ্ধবের হেলিকপ্টার। এদিকে, এদিনই সাংলি জেলায় বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত এলাকা ঘুরে দেখেন মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পওয়ার, রাজ্যের জলসম্পদ মন্ত্রী জয়ন্ত পাটিল, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী বিজয় ওয়াদেত্তিওয়ার ও কৃষি প্রতিমন্ত্রী বিশ্বজিৎ কদম।

পর্নকাণ্ডে মডেল শার্লিন চোপড়াকে ফের তলব মুম্বই পুলিশের

মুম্বই, ২৬ জুলাই (হি.স.) : মঙ্গলবার মুম্বই পুলিশের অপরাধ দমন শাখার দফতরে ডাকা হল মডেল-অভিনেত্রী শার্লিন চোপড়াকে। পর্নকাণ্ডে শিল্পা শেট্টির স্বামী রাজ কুন্দ্রা গ্রেফতারের পরদিনই ২০ জুলাই সাইবার সেলের আধিকারিকদের ডাকে বয়ান রেকর্ড করেছেন অভিনেত্রী। প্রথম বার পুলিশের কাছে তিনি ‘আর্মসপ্রাইম’ সংস্থার তথ্য দিয়েছিলেন। এবারে প্রপার্টি সেলের তলব পেলেন শার্লিন।

অভিনেত্রী মহারাষ্ট্রের সাইবার সেলকে জানান, রাজের হাত ধরেই ‘বড়দের’ ছবির জগতে এসেছিলেন তিনি। প্রত্যেকটি ছবিতে কাজের জন্য রাজ তাঁকে ৩০ লক্ষ টাকা দিতেন। রাজের জন্যই নাকি ১৫ থেকে ২০টি এমন কাজ করেছেন তিনি।

গত ২২ জুলাই নেটমাধ্যমে শার্লিন একটি ভিডিও করে জানান, এই মামলায় তিনিই প্রথম সাইবার সেলে বয়ান রেকর্ড করেছেন। তলব পেয়ে তিনি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাননি বা দেশেই কোথাও লুকিয়ে পড়েননি। তিনি জানান, তদন্তের জন্য পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজি তিনি। একইসঙ্গে তিনি ভিডিওতে সাংবাদিকদের অনুরোধ করেছিলেন, তাঁর বক্তব্য জানতে পুলিশকে যোগাযোগ করতে। তাঁর দেওয়া তথ্য সাংবাদিকদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারেন আধিকারিকরা।

অসম : শ্রাবণের দ্বিতীয় সোমবার মেদলি শিব মন্দিরে পুজো দিলেন বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু

পাথারকান্দি (অসম), ২৬ জুলাই (হি.স.) : অন্যান্য বছরের মতো এবারও পূজার্চনার মাধ্যমে শ্রাবণ মাসব্যাপী দেবাদিদেব মহাদেবের জন্মমাস পালন হচ্ছে পাথারকান্দির বিভিন্ন শিবমন্দিরে। শ্রাবণ মাসের আজ দ্বিতীয় সোমবার পাথারকান্দির মেদলি শিবমন্দিরে পুজো দিলেন বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল। শ্রাবণ মাসের প্রথম দিন থেকেই মেদলি চা বাগানের জাগ্রত শিবমন্দিরে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। আজ সকালে বিধায়কের উপস্থিতিতে এলাকার শিবভক্ত আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা কোভিড প্রটোকল মেনে লাইন ধরে মন্দিরে পুজো দেন। এদিন অবশ্য এলাকার অন্যাকন্যক মন্দিরেও মহাদেবের শিবলিঙ্গে দুধ-জল ও পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন ভক্তরা। কিন্তু চলিত করোনা আবহের ফলে বৃহত্তর এই এলাকার কোনও মন্দিরে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় পরিলক্ষিত হয়নি। চলতি শ্রাবণ মাসের প্রতি সোমবার কাকভোরে শিবভক্তরা সুসজ্জিত মঙ্গল ঘটে পবিত্র জল দুধ বিল্বপত্র ও ফুল নিয়ে রং-বেরংঙের কাঁওয়ারিয়া কাঁধে বয়ে বিভিন্ন নদী ও পুকুরের ঘাট থেকে জল সংগ্রহ করে পদব্রজে মন্দিরে মন্দিরে গিয়ে শিবলিঙ্গে ঢেলে পুজো দেন। এ উপলক্ষ্যে পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল আজ সম্পূর্ণ উপবাস থেকে নিজের নির্বাচনী এলাকার মেদলি শিবমন্দিরে গিয়ে পূজার্চনায় মেতে ওঠেন। পুজো দিয়ে তিনি দেশ থেকে ভয়াবহ এই করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধ কামনায় ভোলানাথের কাছে সবার সুন্দর ও সুস্থ জীবন কামনা করে সবাইকে ভোলে-বোমের শুভেচ্ছা জানান।

মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে বৈঠকে বসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি.স.) : রাজধানী দিল্লি পৌঁছেই সবার প্রথম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকে বসতে চান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধায়। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার বিকেল ৪টে নাগাদ আলোচনার টেবিলে বসবেন প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রী। আগের সফরসূচি অনুযায়ী, এই বৈঠক হওয়ার কথা ছিল বুধবার। পরবর্তী সময়ে তা বদলে গেল। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে মিনিট পনেরোর বৈঠক করবেন মমতা।

তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এই প্রথম দিল্লি যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার দুপুরে ঠাসা কর্মসূচি নিয়ে চারদিনের সফরে রাজধানী উড়ে যাচ্ছেন তিনি। সূচি অনুযায়ী, ২৭ তারিখ মমতা হাজির হতে পারেন সংসদে। তৃণমূলের সংসদীয় কমিটির চেয়ারপার্সন হওয়ায় দলনেত্রীর সংসদে অবাধ যাতায়াতের রাস্তা খুলে গিয়েছে। সেখানে অবিজেপি নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সারতে পারেন তিনি। কথা হতে পারে বিজেপি বিরোধী জোট নিয়ে।

সূত্রের খবর, সোমবার বিকেলের মধ্যে দিল্লি পৌঁছচ্ছেন মমতা বন্দোপাধায়। এদিনই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা অবিজেপি জোটের অন্যতম শরিক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এরপর মঙ্গলবার মমতার সঙ্গে দেখা করার কথা কৃষক নেতা রাকেশ টিকায়েতের। তিনি মাস দুই আগে নবান্নে এসে তৃণমূল সুপ্রিমোর সঙ্গে দেখা করে গিয়েছেন। সংসদ অধিবেশন চলাকালীন বিতর্কিত কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে সংসদ ভবন ঘেরাওয়ের টানা কর্মসূচি চালাচ্ছে কৃষক সংগঠন।

এছাড়া ২৮ ও ২৯ তারিখ পরপর কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী, দলের সংসদীয় কমিটি, অবিজেপি দলগুলির সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং আলোচনায় বসার কথা তৃণমূল সুপ্রিমোর। তবে এই মুহূর্তে মোদী-মমতা বৈঠকেই সবচেয়ে বেশি নজর সবমহলের।

অসম : নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের কল্যাণে সবধরনের পদক্ষেপ নিতে বদ্ধপরিকর সরকার, কারগিল বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ২৬ জুলাই (হি.স.) : আমাদের যাঁরা নিরাপত্তা দিচ্ছেন, সেই সকল সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণে যথাসম্ভব সব ধরনের পদক্ষেপ নিতে অসম সরকার বদ্ধপরিকর, বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। গুয়াহাটির দিঘলিপুখুরি পাড়ে অনুষ্ঠিত ২২-তম কারগিল বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা বলেন, জম্মু-কাশ্মীরের উচ্চ শিখরে স্বদেশের ভূমি পুনরুদ্ধার করে দেশকে সুরক্ষিত রাখতে দেশের সেনা তথা সশস্ত্র বাহিনীর প্রদর্শিত অসীম বীরত্ব ও সর্বোচ্চ ত্যাগের প্রতীক হিসেবে উদযাপিত কারগিল দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পেরে নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান ও ধন্য মনে করছেন। শহিদ জওয়ানদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় ২২-তম কারগিল বিজয় দিবস পালন করছে গোটা দেশ। এরই অঙ্গ স্বরূপ অসমেও পালিত হচ্ছে কারগিল বিজয় দিবস। ১৯৯৯ সালের ৮ মে থেকে ২৬ জুলাই পর্যন্ত, টানা ৬০ দিন যুদ্ধের পর পাকিস্তানকে পরাস্ত করেছিল ভারতীয় সেনা। তখন থেকে প্রতি বছর দেশজুড়ে পালিত হয় কারগিল বিজয় দিবস। একদিকে যেমন শহিদ জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়, তেমনই ভারতীয় সেনাবাহিনীর শৌর্য, বীরত্ব এবং আত্মত্যাগের সগর্ব উদযাপনও হয়ে থাকে এদিন।

ভারতবর্ষের অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্ব সুরক্ষিত রাখতে দেশের শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শহিদ বীর সেনানিদের আজ আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণে যথাসম্ভব সব ধরনের পদক্ষেপ নিতে অসম সরকার বদ্ধপরিকর। প্রাক্তন সেনাদের কল্যাণও রাজ্য সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকারের বিষয়। তাই অবসরপ্রাপ্ত সেনা জওয়ানদের কল্যাণে আরও বেশি করে প্রকল্প হাতে নেবে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কারগিলে শহিদ অসম সন্তান ক্যাপ্টেন জিন্টু গগৈ, উদ্ধব দাস এবং নন্দচাঁদ সিনহা মাতৃভূমির জন্য আত্মবলিদান দিয়েছেন। তাঁদের সর্বোচ্চ ত্যাগ থেকে অসমের মানুষ আজও অনুপ্রেরণা লাভ করছেন। তিনি বলেন, রাজ্যের নবপ্রজন্মের মনে রাষ্ট্রীয় সেবার ভাবনা জাগ্রত করতে তাঁর সরকার রাজ্যে আরও চারটি সৈনিক স্কুল স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

আজ দিঘলিপুখুরি পাড়ে যুদ্ধস্মারক পরিদর্শন করে পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারীদের কবল থেকে ভারতবর্ষের ভূমি পুনরুদ্ধার এবং দেশের সুরক্ষার জন্য আত্মবলিদানপ্রাপ্ত শহিদদের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই অনুষ্ঠানে তিনি শহিদ ক্যাপ্টেন জিন্টু গগৈয়ের বাবা টিআর গগৈ এবং মা দুলু গগৈয়ের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন।

অনুষ্ঠানে যুদ্ধস্মারক চত্বরে নবনির্মিত একটি যাদুঘর (মিউজিয়াম)-এর উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা। আজকের অনুষ্ঠানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র অফিসার তথা লেফটেন্যান্ট জেনারেল পিকে ভরালি, ৫১ সাব-এরিয়ার জিওসি মেজর জেনারেল বিকাশ সাইনি, ২১ মাউন্টেন ডিভিশনের ডেপুটি জিওসি টিপিএস কনসেল, ১৯ উইং বড়ঝাড়ের কমান্ডিং অফিসার অতুল সাগর, সৈনিক কল্যাণ অধিকরণ, অসমের অধিকর্তা এনডি জোশি সব বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

অসম : কালাইছড়া নদী থেকে রোহিতের নিথর দেহ উদ্ধার করল এনডিআরএফ

কালাইন (অসম), ২৬ জুলাই (হি.স.) : কাছাড় জেলার অন্তর্গত কালাইনছড়ার পাহাড়ি নদীগহ্বর থেকে হতভাগ্য রোহিত সাহার নিথর দেহ উদ্ধার অভিযানে সফল হয়েছেন এনডিআরএফ বাহিনীর ফার্স ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা। আজ সোমবার সকাল প্রায় আটটা নাগাদ এনডিআরএফ বাহিনীর ফার্স ব্যাটালিয়নের ইনস্পেক্টর পিংকু বড়োর নেতৃত্বে অভিযানে নামেন বাহিনীর জওয়ানরা। অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে নদীর জলে ডুব দেওয়ার দশ মিনিটের মধ্যে রোহিতের মরদেহ উদ্ধার করেন ডিপ ডাইভার (ডুবুরি) ফেরদোস আলম।

উল্লেখ্য, গতকাল বিকেল সাড়ে তিনটা নাগাদ কালাইনছড়া নদীর জলে তলিয়ে যায় শিলচরের শিববাড়ি রোডের বাসিন্দা রোহিত সাহা (২১)। বন্ধুদের সঙ্গে প্রমোদভ্রমণে এসে ঘরে ফেরা হল না হতভাগ্য যুবক রোহিতের। স্নান করতে গিয়ে কালাইনছড়ার পাহাড়ি নদীতে তলিয়ে যায় সে। দিগরখাল নদীর কালাইছড়ার ঝুলনপুলের নীচে গভীরতম ডহরে আচমকা হারিয়ে গেলে হইচই শুরু হয়। সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের লোকজন ও গুমড়া পুলিশ রোহিত সাহাকে উদ্ধার করতে তৎপরতা শুরু হলেও তার কোনও সন্ধান বের করা যায়নি। খবর পেয়ে এনডিআরএফ ফার্স ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা গতকাল রাত সাতটা নাগাদ ঘটনাস্থলে গিয়ে নদীর আশপাশ খতিয়ে দেখেন। আজ সকাল আটটায় অভিযানে নামেন এনডিআরএফ বাহিনীর কুড়ি জন জওয়ান।

ইনস্পেক্টর পিংকু বড়োর নেতৃত্বে অভিযান শুরু হয়। নদীতে নেমে প্রথমে জলের গভীরতা ও নদীর প্রবহমাণ গতির বিভিন্ন দিক পর্যবেক্ষণ করেন জওয়ানরা। প্রায় আধ-ঘণ্টা পর অক্সিজেন সাপোর্ট সহ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার আনুষঙ্গিক প্রস্তুতি নিয়ে ডিপ ডাইভার ফেরদোস আলম নদীর গভীরে ডুব দেন। নদীগহ্বরে মাত্র দশ মিনিট অভিযান চালিয়ে হাতে মরদেহ নিয়ে ভেসে ওঠেন ফেরদোস আলম। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে রোহিতের নিথর দেহ প্রায় বিশ ফুট গভীর থেকে জলের ওপরে নিয়ে উঠেন তিনি। পরে গুমড়া পুলিশের ইনচার্জ চিরাজ শইকিয়ার কাছে মরদেহ সমঝে দেয় এনডিআরএফ বাহিনী। এনডিআরএফ বাহিনীর ইনস্পেক্টর পিংকু বড়ো জানান, তাঁদের দলে ফেরদোস আলমের পাশাপাশি সম্বিৎ রায় নামের আরও একজন দক্ষ ডিপ ডাইভার প্রস্তুত ছিলেন। সাধারণত নদীর জলে দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর পরিশ্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয় ডুবুরিকে জলে নামানো হয়। আজকের ঘটনায় দশ মিনিটের মধ্যে সফলতা পেয়ে যাওয়ায় সম্বিৎ রায়কে জলে ডুব দিতে হয়নি।

এদিকে মরদেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে শিলচর থেকে রোহিতের শোকাতুর বাবা শ্যামল সাহা, জ্যেঠামশাই মলয় সাহা পিসেমশাই নীলাদ্রি সাহা, মামা আনন্দ কাহার, বড় ভাই বিশাল সাহারা গুমড়া পুলিশ ফাঁড়িতে উপস্থিত হন। পরে পুলিশ ময়না তদন্তের জন্য রোহিতের মরদেহ শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছে। রোহিতের এ ধরনের মর্মান্তিক ঘটনার জেরে শোকে বিধ্বস্ত পরিবার। বড় ভাই বিশাল সাহা জানান, করুণ এই ঘটনায় মা গীতা সাহা ও বড় বোন অঞ্জলি সাহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। উল্লেখ্য, তারাপুর শিববাড়ি রোডের এনএমআই রোডে দুর্গা সরণির বাসিন্দা তথা অটোচালক শ্যামল সাহার দ্বিতীয় ছেলে হতভাগ্য রোহিত সাহা। রোহিতের এমন পরিণতিতে বাবা শ্যামল সাহা ভেঙে পড়েছেন। কালাইনছড়ার নদীতে রোহিতের মর্মান্তিক সলিল সমাধির খবর চাউর হতেই এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে।

এদিকে, কালাইনছড়া নদীতে সংঘটিত মর্মান্তিক এই ঘটনার প্রেক্ষিতে স্থানীয় বিজেপি নেতা সুব্রত চক্রবর্তী শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর শোক ব্যক্ত করে হতভাগ্য রোহিতের আত্মার শান্তি কামনা করেছেন। তিনি উদ্বেগ ব্যক্ত করে জানান, বর্তমান কোভিড প্রটোকল অনুযায়ী একটি বাইকে দুজন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি থাকার পরও কীভাবে শিলচর থেকে এক একটি বাইকে দুজন করে মালিডহর এবং কালাইনছড়ার পাহাড়ি নদী পর্যন্ত আসতে সক্ষম হয়েছে? এই প্রশ্ন উত্থাপন করে সুব্রত চক্রবর্তী বলেন, প্রশাসনিক উদাসীনতার দরুণ এ ধরনের অপ্রত্যাশিত মর্মান্তিক ঘটনা ঘটছে। অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিপদসংকুল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন কালাইন গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতি মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী সহ এলাকাবাসী। অন্যথায় হতভাগ্য রোহিতের পরিবারের মতো এভাবে মর্মান্তিক পরিণতি ঘটতে পারে অন্য পরিবারের ক্ষেত্রেও।

ভ্যাকসিন না পাওয়ায় এসএসকেএমে উত্তেজনা

কলকাতা, ২৬ জুলাই (হি. স.): গত কয়েকদিন ধরেই রাজ্যজুড়ে কিছুটা কমেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। কিন্তু অপরদিকে রাজ্যবাসীকে সুরক্ষিত রাখতে ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা করেছে রাজ্য সরকার। সোমবার ভ্যাকসিন না পাওয়ায় এসএসকেএমে চরম উত্তেজনা। গত বছর মার্চ মাস থেকে শহরজুড়ে জাঁকিয়ে বসেছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। একটা গোটা বছর পেরিয়ে গেলেও পরিবর্তন হয়নি পরিস্থিতির। প্রতিনিয়ত আতঙ্ক বাড়াচ্ছে করোনা। অপরদিকে করোনা থেকে বাঁচতে ভ্যাকসিন এর জন্য লম্বা লাইন শহরের হাসপাতালগুলোতে। এসএসকেএম হাসপাতালেও লক্ষ্য করা যায় ভ্যাকসিনের জন্য লম্বা লাইন। প্রতিদিনের মত সোমবারও ভ্যাকসিনের লাইন লক্ষ্য করা যায় এসএসকেএমে।

আফগানিস্তানে বেড়েছে নারী ও শিশু হতাহতের সংখ্যা

জেনিভা, ২৬ জুলাই (হি. স.): আফগানিস্তানে ঝুঁকির মধ্যে আছে মহিলা ও শিশুরা। সোমবার এমনটাই প্রকাশ্যে এসেছে রাষ্ট্রসংঘ এক প্রতিবেদনে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আফগানিস্তানে ২০২১ সালের প্রথম ছয় মাসে হতাহত নারী ও শিশুর সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০০৯ সালে রাষ্ট্রসংঘ নিয়মতান্ত্রিকভাবে গণনা শুরু করার পর থেকে যে কোনও বছরের প্রথম ছয় মাসের তুলনায় আফগানিস্তানে ২০২১ সালের প্রথমার্ধে বেশি মহিলা এবং শিশু হতাহত হয়েছেন। প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২১ সালের প্রথম ছয় মাসে এক হাজার ৬৫৯ জন নিহত হয়েছেন আর আহত হয়েছেন ৩ হাজার ২৫৪ জন, যা গত বছরের প্রথম ছয় মাসের চেয়ে ৪৭ শতাংশ বেশি। চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে ৪৬৮ শিশু নিহত হয়েছে, যা মোট সংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ। আর আহত হয়েছে ১,২১৪ জন। মহিলা নিহত হয়েছেন ২১৯ জন, আহত হয়েছেন ৫০৮ জন। শুধু মে ও জুন মাসে নিহত হয়েছেন ৭৮৩ জন এবং আহত হয়েছেন এক হাজার ৬০৯ জন। এর মধ্যে ৩৯ শতাংশ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তালেবান, ৯ শতাংশ ইসলামিক স্টেট, ১৬ শতাংশ অজ্ঞাত, ২৩ শতাংশ সরকারি বাহিনী এবং ২ শতাংশ সরকারপন্থি সশস্ত্রগোষ্ঠী জড়িত বলে অভিযোগ করা হয়েছে প্রতিবেদনে। বাকি ১১ শতাংশ নিহত হয়েছেন বন্দুকযুদ্ধে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, মে মাসের পর থেকেই মূলত মৃত্যুর ঘটনা দ্রুত বাড়ছে। কারণ এ সময় থেকে বিদেশি সেনা প্রত্যাহার শুরু হয়। যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো ইতইমধ্যে আফগানিস্তান থেকে ৯৫ শতাংশ সেনা প্রত্যাহার নেওয়ার মধ্যে বেড়েছে সংঘাতের তীব্রতা। একই সঙ্গে ৩১ আগস্ট সেখান থেকে শতভাগ সেনা প্রত্যাহার করে নেওয়ার ঘোষণাও দেওয়া হয়েছে। এবিষয়ে আফগানিস্তানবিষয়ক রাষ্ট্রসংঘের বিশেষ দূত ডেবোরাহ লিয়নস বলেন, ‘সাধারণ নাগরিকদের ওপর এই সংঘাতের মারাত্মক প্রভাবের দিকে তালেবান ও আফগান নেতাদের মনোযোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।’ তিনি আরও বলেন, এই প্রতিবেদন একটি স্পষ্ট বার্তা। যদি সংঘাত দ্রুত শেষ না হয়, তবে বহু মানুষের প্রাণ যাবে।

আফগানিস্তান থেকে বিদেশি সেনা প্রত্যাহার প্রক্রিয়া শুরুর পর থেকে তালিবান দেশটির গুরুত্বপূর্ণ বহু স্থলবন্দর, গুরুত্বপূর্ণ অসংখ্য জেলা দখলে নিয়েছে। একই সঙ্গে বহু প্রাদেশিক রাজধানীতে তারা নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করছে। - হিন্দুস্থান সমাচার

বিজেপি আর কে পুর মন্ডলের কার্যকারিনী বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। আজ ২৬শে জুলাই ২০২১ ইং সোমবার সকাল ১১টায় উদয়পুর রাজর্ষি কলাক্ষেত্রে ভারতীয় জনতা পার্টির ৩১ নং রাধাকিশোরপুর মণ্ডলের কার্যকারিণী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সভাপ তিত্ব করেন মণ্ডল সভাপতি শ্রী প্রবীর দাস।দলীয় পতাকা উত্তোলন, রাষ্ট্রগীত পরিবেশন, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, ভারতমাতা, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মণ্ডল সভাপতি, রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী তথা ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির অন্যতম সদস্য প্রণজিৎ সিংহ রায় এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। বৈঠকের শুরুতে গত এক বছরে মণ্ডলের প্রয়াত কার্যকর্তাদের স্মৃতিতে শোক প্রস্তাব পাঠ করে তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। শোক প্রস্তাব পেশ করেন মণ্ডল কমিটির সম্পাদিকা।সাংগঠনিক প্রতিবেদন পেশ করেন মণ্ডল কমিটির অন্যতম সহ-সভাপতি নন্দদুলাল বণিক। রাজনৈতিক প্রস্তাব পেশ করেন মণ্ডল কমিটির অন্যতম সহ-সভাপতি জয়পদ সাহা।'সেবা হি সংগঠন' কর্মসূচির ওপর আলোচনা করেন মণ্ডল কমিটির অফিস সম্পাদক অম্লান চৌধুরী।মণ্ডলের আগামী দিনের কর্মসূচির বিবরণ পেশ করেন মণ্ডল কমিটির বি এল এ ইনচার্জ হারাধন দে।সভার শুরুতে স্বাগত ভাষণ এর মাঝে মন্ডল সভাপতি প্রবীর দাস সদ্য পুনর্গঠিত মন্ডল কমিটির সদস্য সদস্যাদের সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

উল্লেখ্য আর কে পুর মন্ডল কমিটি সদ্য পুনর্গঠন করা হয়েছে, যেখানে সর্বমোট ৩১ জন সদস্য সদস্যা রয়েছেন।বক্তব্য রাখেন রাজ্যের কৃষক ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর, পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, জেলা সভাপতি অভিষেক দেবরায়, ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির অন্যতম সহ-সভাপতি তথা ত্রিপুরা খাদি বোর্ডের চেয়ারম্যান রাজীব ভট্টাচার্য। প্রণজিৎ সিংহ রায় তাঁর বক্তব্যে মন্ডল এর বিভিন্ন বুথ গুলির কার্যক্রমকে আরও জোরদার করার পরামর্শ দেন। তিনি প্রতিটি বুথে কার্যকর্তাদের জনসংযোগ বৃদ্ধি এবং সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্মকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে প্রতিটি কার্যকর্তা যেন নিষ্ঠার সঙ্গে রাজ্য সরকারের জনমুখি প্রকল্প গুলি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেয়। এই প্রসঙ্গে তিনি মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনা সহ অন্যান্য প্রকল্পগুলির উল্লেখ করেন। তিনি সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস - এই নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে সকলকে কাজ করার আহ্বান জানান।

তিনি সদ্য পুনর্গঠিত মণ্ডল কমিটির সকল সদস্য সদস্যাদের অভিনন্দন জানিয়ে তাদের নেতৃত্বে সংগঠন আরো শক্তিশালী হবে বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। মন্ডলের ৬টি মোর্চার সভাপতি গণ তাদের মোর্চার কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন পেশ করেন।মণ্ডলের ৫৬টি বুথের সম্মিলিত রিপোর্ট পেশ করেন শক্তিকেন্দ্র ইনচার্জ কুলক চক্রবর্তী।বৈঠকে বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির অন্যতম সহ-সভাপতি তথা ত্রিপুরা খাদি বোর্ডের চেয়ারম্যান রাজীব ভট্টাচার্য্য। তিনি তাঁর বক্তব্যে সংগঠনকে মজবুত করার উপর গুরুত্ব দেন। তিনি দল ও সরকারের সমন্বয় এবং সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণ মূলক কর্মসূচিগুলিকে মানুষের দরবারে পৌঁছে দিতে আহ্বান জানান।জেলা সভাপতি অভিষেক দেবরায় তাঁর বক্তব্যে করোনা পরিস্থিতিতে আর কে পুর মণ্ডলের কার্যকর্তাদের সেবামূলক কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি করোনা প্রতিষেধক টিকাকরণ কর্মসূচীকে সর্বাত্মক সফল করতে কার্যকর্তাদের সর্বাত্মক সহযোগিতার আহ্বান জানান।বৈঠকে মণ্ডল কমিটির পদাধিকারী ও সদস্য সদস্যাবৃন্দ, মণ্ডলের প্রদেশ কমিটি ও জেলা কমিটির সদস্য সদস্যাগণ, মণ্ডলের ছয়টি মোর্চার সভাপতি ও সাধারন সম্পাদকগণ, মণ্ডলের সেলগুলির কনভেনর ও কো-কনভেনরগণ, মণ্ডলের অন্তর্গত জেলা মোর্চা ও সেলগুলির সভাপতি এবং কনভেনরগণ, উদয়পুর পুর পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন ও ভাইস চেয়ারপার্সন, টেপানিয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন, মণ্ডলের ৫৬ টি বুথের বুথ সভাপতিগণ, ১২ টি শক্তিকেন্দ্র ইনচার্জগণ এবং মণ্ডলের ৯ টি পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।সভায় স্বাগত ভাষণ ও ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য পেশ করেন মণ্ডল সভাপতি প্রবীর দাস। জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মণ্ডল কমিটির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক দেবাশীষ রায় বর্মণ ও তপশীল জাতি মোর্চার মণ্ডল সভাপতি মানিক দাস।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

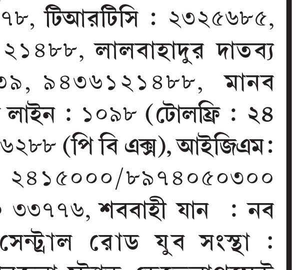

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ভারতে ৪৫.৭৪-কোটির ঊর্ধে কোভিড-টেস্ট

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি.স.): ভারতে ৪৫.৭৪-কোটির ঊর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। সোমবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৫ জুলাই সারা দিনে ভারতে ১১,৫৪,৪৪৪ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৪৫,৭৪,৪৪,০১১-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১১,৫৪,৪৪৪ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৯ হাজার ৩৬১ জন।

ভারতে ফের অনেকটাই বাড়ল সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ২,৯৭৭ জন, ফলে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৪,১১,১৮৯ জন (১.৩১ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩৫, ৯৬৮ জন। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ৪, ২০,৯৬৭ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৩৪ শতাংশ)।

গরু বোঝাই গাড়ি আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি,বিলোনীয়া, ২৬ জুলাই।। রবিবার দুপুরে বিলোনিয়া বড়পাথরী যসমুড়া এলাকার রোডে থেকে গরু বোঝাই গাড়ি আটক করা হয় বলে জানান বিলোনিয়া থানার ওসি স্মৃতি কান্ত বর্ধন। মোট সাতটি গরু ছিল এই গাড়িতে। গরু সহ গাড়িটিকে বিলোনিয়া থানায় নিয়ে আসা হয়। পরবর্তী সময়ে গাড়ির চালকের কাছে গরু বহন করার কাগজ চাওয়া হলে চালক কোন কাগজ দেখাতে পারেনাই বলে ক্যাটেল অ্যাক্টে গাড়ির চালক ও গরুর মালিকের নামে একটা মামলা নেওয়া হয় বলে জানান বিলোনিয়া থানার ওসি স্মৃতি কান্ত বর্ধন। সোমবার বেলা এগারোটা নাগাদ বিলোনিয়া মহকুমা শাসকের নিকট বিলোনীয়া শহরের উন্নয়নের বিভিন্ন কয়েকটি দাবি নিয়ে ক্রাইম এন্ড করাপশন কন্টোল সোসাইটির পক্ষ থেকে দাবির স্মারকলিপি তুলে দেন মহাকুমা শাসক মানিক লাল দাসের হাতে। দাবি গুলির মধ্যে বিলোনিয়া মহকুমার ট্রাফিক পরিষেবা উন্নয়ন করা,শহরের বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে সিসি ক্যামেরা বসানোর ব্যাবস্থা করা, বিদ্যুৎ পরিষেবা উন্নয়নের দাবি সহ শহরের সৌন্দাযায়নের দাবি করা হয় এই ডেপুটেশনের মাধ্যমে। মহাকুমা শাসকের সাথে আলোচনার পর , মহকুমা শাসকের কক্ষ থেকে বেরিয়ে প্রতিনিধিদলটি সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ক্রাইম এন্ড করাপশন কন্টোল সোসাইটি সভাপতি সুমন পাল দাবির বিস্তারিত আলোচনা করে জানান, মহকুমা শাসক দাবিগুলির প্রতি সহমত পোষণ করেছেন এবং তিনি আশ্বাস দেন এই সমস্ত বিষয়ে তিনি দেখবেন।

বিলোনীয়ায় বামপন্থীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৬ জুলাই।। পুলিশের শাসক দলের ক্ষেত্রে একরকম ভূমিকা, বিরোধীদের ক্ষেত্রে আরেক ভূমিকা। ক্ষমতার বলে শাসক দল মিছিল মিটিং সভা থেকে শুরু করে তাদের দলীয় কর্মকাণ্ড করে যাচ্ছে অনায়াসে পুলিশ প্রশাসনের বাধা ছাড়াই। কিন্তু বিরোধী দলের কর্মসূচি ক্ষেত্রে অনুমতি চাইলে অনুমতি দেওয়া হয় না কোভিদের কারন দেখিয়ে নতুবা নিরাপত্তা অভাবের অজুহাত দেখিয়ে এমনই অভিযোগ উঠছে পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে।

অনুমতি না পেয়ে বিরোধী দল যখন গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করে পুলিশ মামলা নিয়ে আটক করেছে বিরোধী সিপিআইএম নেতাদের। রাস্তায় নেমে দলীয় কর্মসুচি করার অপরাধে পুলিশ ১৫১ ধারাতে আটক হলো সাত জন সিপিআইএম নেতা। রেগার কাজে এসসি এসটি চিহ্নিত করনের বিরুদ্ধে, পবিত্র কর সহ সিপিআইএম নেতৃত্বদের উপর মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করার দাবিতে বিলোনিয়াতে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে বামপন্থী গনসংগঠনের নেতা কর্মীরা।

সোমবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ পাঁচটি বামপন্থী গনসংগঠনের ডাকে সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির অফিসের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি জগন্নাথ বাড়ি রোড , ব্যাঙ্ক রোড হয়ে এক নং টিলার মোড় হয়ে ঘুরে ফিরে আসে পার্টি অফিসের সামনে। কর্মসূচি শেষ হতেই পুলিশ কৃষক সভার নেতা বাবুল দেবনাথ, মিহির পাটারি ,শ্রমিক সংগঠনের নেতা বিজয় তিলক , নন্দন দেব এই পাঁচ জনের বিরুদ্ধে প্রথমে পুলিশ মামলা গ্রহণ করে এবং তাদের থানায় নিয়ে আসে। পরবর্তী সময়ে জামিন নিতে গেলে যুব সংগঠনের নেতা বিক্রম লোধ,অনিমেষ সাহাকে পুলিশ আটক করে বলে অভিযোগ উঠেছে। কয়েক ঘন্টার পর জামিনে মুক্তি দেওয়া হয় সিপিআইএম নেতৃত্বদের।

কোভিড বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ উদয়পুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৬ জুলাই।। আপনি আচরি ধর্ম পরকে শেখাও- এই বাক্যের সম্পূর্ণ অপব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন সাড়া ভারত কৃষক সভার গোমতি জেলা সভাপতি নিতাই বিস্বাস।তিনি যুক্তি দেখিয়ে বলেন রাজ্য ক্ষমতাহীন ভাজপা দল কোভিড বিধি উপেক্ষা করে মিছিল মিটিং করতে পারবে কিন্তু বাদ সাধবে শুধু ভাজপা ও তার সহযোগী দল ছাড়া অন্য দলের ক্ষেত্রে।

ঘটনা আজ উদয়পুর জামতলা সিপিএম পার্টি অফিস থেকে সর্ব ভারতীয় সিপিএম দলের কর্ম সূচী অনুযায়ী দশ পনের মিনিট বিভিন্ন দাবির সমর্থনে এক রেলীকে কেন্দ্র করে। পেট্রো পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি, কেরোসিন তেলের মূল্য বৃদ্ধি, গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে আজ উদয়পুর জামতলা সিপিএম পার্টি অফিস থেকে বেরোনোকে কেন্দ্রে করে। রাধাকিশোরপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী আজ উদয়পুর জামতলা সিপিএম পার্টি অফিস চত্বর থেকে কিছু সংখ্যক কমরেডকে কোভিড বিধি মেনে না চলার অজুহাতে মিছিল বের করতে অনুমতি না দেওয়াকে কেন্দ্র করে।

পুলিশ বাধা দিলে এই উপরিউক্ত মন্তব্য গুলো করেন সাড়া ভারত কৃষক সভার গোমতি জেলা সভাপতি নিতাই বিস্বাস। ।আজকের এই আন্দোলন কর্ম সূচী স্বার্থক রূপ দেওয়ার জন্য উপস্থিত ছিলেন সাড়া ভারত কৃষক সভার গোমতি জেলা সভাপতি নিতাই বিস্বাস, নিতাই দাস, প্রদীপ সাহা, দীনেশ দেবনাথ।এই বাধা দান করায় পুলিশের দেড় নজরের বিশেষ দিকটি নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র ফুটে উঠেছে।

চিনের জলসীমায় ভারতীয় নাবিকদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি. স.): নিজেদের জলসীমায় ভারতের নাবিকদের প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল চিন। এমনই জানানো হয়েছে সমুদ্র যাত্রা কর্মী সংগঠনের তরফ থেকে। এই নিষেধাজ্ঞার ফলে চিনগামী পণ্যবাহী জাহাজগুলি থেকে কাজ হারাতে শুরু করেছেন ভারতীয় নাবিকরা। ভারতীয় ক্রু সদস্যদের চিনের বন্দরে প্রবেশের উপর বেজিংয়ের জারি করা এই নিষেধাজ্ঞা অবশ্য সরকারিভাবে নয়।

অল ইন্ডিয়া সিফারের অ্যান্ড জেনারেল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ এবং জলপরিবহণ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনওয়ালকে চিঠি দিয়েছে। চিনের বেসরকারি নিষেধাজ্ঞা নিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে বিদেশ মন্ত্রককেও। সংগঠনের দাবি, কার্যত চিনের জলসীমার মধ্যেই প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না ভারতীয় নাবিক এবং জাহাজের অন্য কর্মীদের। এর ফলে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অন্তত ২১ হাজার মানুষ কর্মহীন হবেন।

সংগঠনের কার্যকরী সভাপতি অভিজিৎ সাঙ্গলে জানিয়েছেন, "এটা আসলে চিনের একটা কৌশল। ভারতীয় নাবিক এবং জাহাজ কর্মীদের উপর নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে নিজেদের নাবিক এবং জাহাজ কর্মীদের কর্মসংস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাইছে চিন। কেন্দ্রীয় জাহাজ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনওয়াল, বিদেশ মন্ত্রক এবং ডিজি শিপিং-কে চিঠি দিয়ে আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখতে অনুরোধ করেছি। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করকে আলাদা একটি চিঠি দিয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করার অনুরোধ করেছি।" তিনি আরও বলেছেন, "চলতি বছরের শুরুতেও একইরকম সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। ভারতীয় নাবিকরা থাকায় দু'টি পণ্যবাহী বিদেশি জাহাজকে চিনের বন্দরে নোঙর করতে দেয়নি চিন। এর ফলে ৪০ জনের বেশি ভারতীয় ক্রু সদস্য কয়েক সপ্তাহ চিনে আটকে ছিলেন।" অন্যদিকে, ডিজি শিপিং অমিতাভ কুমার জানিয়েছেন, "চিন সরকার বা বিদেশ মন্ত্রকের কাছ থেকে এই ধরনের নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে কোনও চিঠি তাঁরা পাননি।

চন্দ্রপুর বাজারে এন্টিজেন টেস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। সোমবার সকাল থেকে রাজধানী আগরতলা শহরের চন্দ্রপুর বাজার এলাকায় সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে শামিল হয় সদর মহকুমা প্রশাসক ও পুলিশ কর্মীরা। এদিন যারা মাস্ক পরিধান করে নি এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখে নি তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি বেশ কিছু সংখ্যক অ সচেতন নাগরিককে এন্টিজেন টেস্ট করানো হয়।

উইকেন্ড কারফিউ এবং কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করেও রাজ্যে করোণা ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না। তাতে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা বেড়েই চলেছে। প্রশাসনের উদ্যোগে বিভিন্ন বাজারে সচেতনতামূলক কর্মসূচি আরো বেশি সংখ্যায় করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। রাজধানী আগরতলা শহরের মাছ ও সবজির বাজার করি অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার উদ্যোগও গ্রহণ করা হচ্ছে।সদর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আগরতলা চন্দ্রপুর এলাকায় সোমবার সচেতনামূলক কর্মসূচি পালন করা হয়। এদিনের কর্মসূচিতে যাদের মাস্ক নেই তাদেরকে জরিমানা এবং করোণা টেস্টিং করোনো হয়।সোমবার সকালে করোণা টেস্টিং করানো হয় ৫০ জনের উপরে। যাদের টেস্টিং হয়েছে এর মধ্যে একজনকে পজিটিভ পাওয়া গিয়েছে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছেন ডিসিএম আশিস বিশ্বাস। রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন বাজার ও জনবহুল এলাকায় এ ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি এবং করোনা টেস্টিং কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন প্রশাসনের কর্মকর্তারা।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

এরই ফলশ্রুতিতে গোমতী জেলার ব্রক্ষ্মছড়া ভিলেজের প্রবীণ রমণী তারাকণ্যা দেববর্মাও কোভিড ভ্যাকসিন নিয়েছেন।

১৮ জন

● প্রথম পাতার পর

তবুও, পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। নতুন করে ঝগড়া বাঁধার কোন সম্ভাবনা নেই, অভয় দিয়ে বলেন তিনি।

উত্তরাখন্ড গেছে

● প্রথম পাতার পর

তাঁর প্রস্তাবে অত্যন্ত সন্তষ্ট হয়েছেন এবং সমস্ত রকম সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। এদিকে, ত্রিপুরা সরকার আগর নিয়ে শিল্প স্থাপনে নয়া নীতি প্রণয়ন করেছে। ত্রিপুরায় আগর নিয়ে বিকল্প অর্থনীতির সম্ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়েছে উত্তরাখন্ড সরকার। তাঁরাও উত্তরাখন্ডের মাটিতে আগর চাষ করতে চাইছে। তাই, ত্রিপুরা সরকারের কাছে আগর গাছের চারা চেয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ত্রিপুরা সরকারের বন দফতরের জনৈক আধিকারিক বলেন, মাস খানেক আগে উত্তরাখন্ড সরকারের বন দফতর থেকে চিঠি এসেছে। তাঁরা ওই চিঠিতে আগর গাছের চারা পাঠানোর অনুরোধ জানিয়েছে। ত্রিপুরা থেকে ওই চারা তাঁরা ক্রয় করে নিয়ে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, উত্তরাখন্ড সরকারের ওই আবেদনের ভিত্তিতে ১০০ আগর গাছের চারা আজ রাজধানী এক্সপ্রেসে দিল্লি পাঠানো হয়েছে। দিল্লি থেকে তাঁরা ওই চারা সংগ্রহ করবেন। তাঁর কথায়, আরও অনেক রাজ্য আগর গাছের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তাই, আগামী সেপ্টেম্বরে আগর নিয়ে ক্রেতা-বিক্রেতা সমাবেশ হবে ত্রিপুরায়।

ব্যবসায়ীরা

● প্রথম পাতার পর

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দোকান হিসাবে সব্জি এবং ফল ব্যবসায়ীরা তাদের দোকান খোলেছিল।

শনিবার সকাল নয়টা নাগাদ হঠাৎ করে কৈলাসহর থানার ওসি পার্থ মুন্ডার নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ এবং টি.এস.আর বাহিনী এসে "দোকান কেন খোলেছেন" বলে ওসি পার্থ মুন্ডা বেধড়ক মারধর করে সব্জি ব্যবসায়ীদের। ওসি পার্থ মুন্ডার বেধড়ক মারধরে কৈলাসহরের পানিচৌকি বাজারের সব্জি ব্যবসায়ী কমিটির সম্পাদক গোপাল পাল সহ তিন জন সব্জি ব্যবসায়ী গুরতর জখম হয়। শুধু তাই নয়, ওসি পার্থ মুন্ডা জখম হওয়া তিন ব্যবসায়ীদের মধ্যে দুই ব্যবসায়ীকে চিকিৎসার নাম করে পুলিশের গাড়িতে তোলে থানায় নিয়ে যায় বলেও জানান সব্জি ব্যবসায়ীরা।

সোমবার সকালে কৈলাসহরের পানিচৌকি বাজারের সব্জি ব্যবসায়ীরা একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেয় যে, ওসি পার্থ মুন্ডার এই অমানবিক কাজের জন্য অবিলম্বে কৈলাসহর থানার ওসি পার্থ মুন্ডাকে অপসারিত করতে হবে এবং ওসি পার্থ মুন্ডা প্রকাশ্যে পানিচৌকি বাজারে এসে সব্জি ব্যবসায়ীদের কাছে ক্ষমা চাওয়ার দাবী করে পানিচৌকি বাজারের সব্জি বাজার অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ওসি পার্থ মুন্ডাকে যতদিন অব্দি অপসারিত করা হবে না এবং ওসি ব্যবসায়ীদের কাছে ক্ষমা চাইবে না ততদিন অবধি কৈলাসহরের পানিচৌকি বাজারের সব্জির দোকান বন্ধ থাকবে বলে কৈলাসহরের সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে প্রকাশ্যেই জানান সব্জি ব্যবসায়ীরা কৈলাসহর থানার ওসি পার্থ মুন্ডাকে নিয়ে এর আগেও আরও অনেক গুরুতর অভিযোগ উঠলেও ওসি পার্থ মুন্ডা স্থানীয় শাসক দলের নেতাদের ম্যানেজ করে বহাল তবিয়তেই রয়েছেন বলে স্থানীয় জনগণের অভিযোগ।

নিহত যুবক

● প্রথম পাতার পর

এলাকার মকদ্দছ আলীর ছেলে মাসুক আহমেদ গতকাল রাত আনুমানিক বারোটা নাগাদ প্রাকৃতিক কাজের জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে বাথরুমে যায়। তখন বাথরুমের পাশে কিছু একটা শব্দ আচ করতে পেরে পরিবারের সকলকে ব্যাপারটি জানায় মাসুক। পরিবারের লোকজন গিয়ে দেখতে পান তাদের জলের মোটরের পাশে এক ব্যক্তি ঘুমন্ত অবস্থায় রয়েছে।এমতাবস্থায় বাড়ির লোকজন আতঙ্কিত হয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত ও কদমতলা থানায় খবর দেন। স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি ও কদমতলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখতে পায় এক চোর মকদ্দছ আলীর মোটর চুরি করতে এসে বিদ্যুৎ সংস্পর্শে এসে মৃত্যু হয়েছে।পুলিশি তদন্তে আরো বেরিয়ে আসে, মৃত চোর ধর্মনগর থানাধীন সাঁকাইবাড়ি এলাকার মৃত খুরশিদ আলীর ছেলে জয়নাল উদ্দিন ওরফে মন্টু। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কদমতলা সামাজিক হাসপাতালের মর্গে নিয়ে আসে। এদিকে এলাকাবাসী জানান, মৃত চোর জয়নাল উদ্দিন ওরফে মন্টু দীর্ঘ কয়েক বছর যাবৎ পশ্চিম ভিতরগুল এলাকায় থাকতো। যদিও ভিতরগুল এলাকায় তার মামার বাড়ি রয়েছে। কিন্তু বদভ্যাসের কারণে জয়নালকে মামার বাড়িতে আশ্রয় দেওয়া হতো না। তাই স্থানীয় এলাকার কইতর বিবি নামের এক মহিলার বাড়িতে সে থাকত। এলাকাবাসী আরও জানান, যেদিন থেকে জয়নাল ভিতরগুল এলাকায় এসেছিল সেই দিন থেকে গ্রামের মানুষ চুরির যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ।এমনকি পূর্বেও জয়নাল বহিঃ রাজ্যে চুরির অভিযোগে জেল খেটে ভিতরগুল এলাকায় এসেছিল। সানীয় এলাকাবাসী আরো জানান, গতকাল গভীর রাতে মকদ্দছ আলী ও তার ভাই মনজির আলীর দুটি জলের মোটর চুরির উদ্দেশ্যে এসেই বিদ্যুতের ছোবলে প্রাণ হারায় সে। কদমতলা থানার পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার জনমনে তীব্র চাঞ্চল্যে সৃষ্টি হয়েছে।

জখম এসপি

● প্রথম পাতার পর

অসমের সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এবার নীরবতার অবসান ঘটিয়ে অসমের জমি থেকে মিজো দুর্বৃত্তদের তাড়াতে তৎপর হয়েছে অসম পুলিশ। ফলে অসমের জনগণের মধ্যে সন্তুষ্টি পরিলক্ষিত হচ্ছে। নিজের জমি উদ্ধারে প্রয়োজনে অসম পুলিশের সঙ্গে প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত সীমান্ত-ঘেঁষা অসংখ্য সাধারণ মানুষ। আজ মিজো আক্রমণে কাছাড়ের জেলাশাসকের গাড়ি ভাঙচুর হয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশের বিশাল বাহিনী মোতায়ন করা হচ্ছে। এলাকার সার্বিক পরিস্থিতি থমথমে। যে কোনও সময় পরিস্থিতি বিগড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই খবর লেখা পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে গোলাগুলি অব্যাহত রয়েছে। গোলাগুলির জেরে হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়ার প্রবল আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছে না তথ্যাভিজ্ঞ মহল। তবে এ মুহূর্তে অসম পুলিশ কিছুটা পিছনে সরে এসেছে বলে জানা গেছে।

বিক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

সামনে।সারা ভারত কৃষক সভা ও গণমুক্তি পরিষদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পাশাপাশি ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতি অফিসেও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।উপস্থিত ছিলেন তফশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির রাজ্য সভাপতি রতন ভৌমিক ও অন্যদিকে সিপিএম পশ্চিম জেলা সামনে গণমুক্তি পরিষদের রাজ্য সভাপতি জিতেন্দ্র চৌধুরী ও সারা ভারত কিষান সভার রাজ্য সম্পাদক পবিত্র কর। কেন্দ্রীয় সরকার এসব বিষয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ না করে গোটা দেশজুড়ে আরও বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের তিনটি কৃষক বিরোধী কালো কৃষি আইন বাতিল ও শ্রমিক বিরোধী শ্রমকোড বাতিল সহ কিউবায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেআইনী হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে সোমবার সারা দেশব্যাপী আন্দোলন কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে গন্ডাছড়া মহকুমাতেও প্রতিবাদ কর্মসূচি সংগঠিত করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী কার্যকলাপের প্রতিবাদ জানিয়ে সোমবার সারা ভারত কৃষক সভা, জিএমপি, সিআইটিইউ ও খেতমজুর ইউনিয়ন এই চারটি সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে গন্ডাছড়া বাজার সংলগ্ন সিপিআইএম গন্ডাছড়া মহকুমা কার্যালয়ের সামনে প্রতিবাদ কর্মসূচি সংগঠিত করা হয়।

সেখানে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম গন্ডাছড়া মহকুমা সম্পাদক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, সিআইটিইউ গন্ডাছড়া মহকুমা সম্পাদক সুশান্ত হাজারি, কৃষক সভার সম্পাদক অভিলাষ সরকার, খেত মজুর ইউনিয়নের সম্পাদক জিতেন্দ্র পোদ্দার, জিএমপি সম্পাদক রমেশ ত্রিপুরা ও চারু কুমার চাকমা প্রমুখ। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী কার্যকলাপের প্রতিবাদে দেশজুড়ে আরও বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।গন্ডাছড়া বামেরা সোমবার আন্দোলন কর্মসূচি পালন করলেও পুলিশ তাদের তেমন কোনো বাধা-বিপত্তি দেয়নি বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

মন্ত্রিদের

● প্রথম পাতার পর

এই অভিযান সফল করতে জেলা থেকে ব্লকস্তর পর্যন্ত রাজ্য প্রশাসনের সমস্ত স্তরের আধিকারিকদের বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার উপরও মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

এখনো প্রায় ৩ লক্ষ ৯০ হাজার যোগ্য ব্যক্তির টিকাকরণ বাকি রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আজ সমস্ত মন্ত্রিদের নির্দেশ দিয়েছেন আগামী দুইদিনে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছাতে সর্বোচ্চ প্রয়াস নিতে হবে। স্বাস্থ্য দফতর সুত্রে খবর, টিকাকরণে বাকি রয়েছেন অধিকাংশদের আগামী দুইদিনে টিকার আওতায় আনার চেষ্টা হবে। এক্ষেত্রে সরাসরি টিকাকরণ কেন্দ্রে গিয়ে সরেজমিনে পরিদর্শন করতে হবে বলে মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই, তিনি ২৭ জুলাই খোয়াই ও ঊনকোটি জেলা এবং ২৮ জুলাই গোমতি ও দক্ষিণ জেলায় টিকাকরণ কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন।

এছাড়া, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বাকি মন্ত্রিরাও নির্দিষ্ট জেলায় টিকাকরণ কেন্দ্রে যাবেন। সূত্রের খবর, উপ-মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেব্বর্মাকে সিপাহীজলা জেলায় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। একই জেলায় টাকারজলা এবং জম্পুইজলা এলাকায় টিকাকরণ কেন্দ্রে পরিদর্শনে যাবেন রাজস্ব মন্ত্রী এন সি দেব্বর্মা। এদিকে, পশ্চিম জেলায় দায়িত্বে রয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রী রতন লাল নাথ। তেমনি, কৃষি মন্ত্রী প্রণজিত সিংহ রায় গোমতি জেলায় টিকাকরণের সার্বিক পরিস্থিতি পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছেন। খাদ্য মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব, বন মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন এবং মুখ্য সচেতক কল্যানী রায়কে নিজ নিজ জেলায় টিকাকরণ কেন্দ্র পরিদর্শন, জনগণের সাথে যোগাযোগ সাধন এবং সর্বাধিক সংখ্যায় টিকা দেওয়া সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

ইয়েদুরাপ্পার

● প্রথম পাতার পর

জন্য আমি কাজ করব। আমার স্থলাভিষিক্ত কে হবেন, এমন কোনও নাম আমি দিইনি।' প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও জে পি নাড্ডাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ইয়েদুরাপ্পা বলেছেন, 'দু"বছরের জন্য কর্ণাটকের সেবা করতে দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাজির প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। কর্ণাটকের জনগণ ও আমার কেন্দ্রের মানুষজনকেও অসংখ্য ধন্যবাদ। দু"দিন আগেই ইস্তফা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। রাজ্যপাল আমার ইস্তফাপত্র গ্রহণ করেছেন।' ইয়েদুরাপ্পা এদিন আরও বলেছেন, 'আমার রাজ্য ছেড়ে যাওয়া নিয়ে কোনও প্রশ্নই নেই। কর্ণাটকের জনগণের কল্যাণে আমি কাজ চালিয়ে যাব।'

মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইয়েদুরাপ্পার ইস্তফা দেওয়ার সিদ্ধান্তে হতবাক রাজ্যের মন্ত্রী কে সুধাকর। তিনি বলেন, 'আমি রীতিমতো হতবাক। তিনি আমাকে বলেছিলেন, ২৬ জুলাইয়ের মধ্যে হাইকমান্ডের কাছ থেকে অনুকূল সিদ্ধান্ত পেতে পারেন। আমাদের সকলকে দলের নিয়ম মেনে চলতে হবে। তিনি মুখ্যমন্ত্রী পদ ছাড়ছেন, সক্রিয় রাজনীতি ছাড়ছেন না।।' উল্লেখ্য, বিগত কিছু দিন কর্ণাটকের রাজনীতিতে একটিই গুঞ্জন চলছিল, ইয়েদুরাপ্পা মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিতে পারেন, সেই জল্পনাই সোমবার সত্যি হল।

াঙ্গন

গিল-আভেশ-ওয়াশিংটনদের পরিবর্ত ঘোষণা করল ভারতীয় বোর্ড

মুম্বই, ২৬ জুলাই (হি.স.) :সোমবার বিসিসিআই জানিয়েছে, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন টেস্ট সিরিজে শুভমন গিলের পাশাপাশি ওয়াশিংটন সুন্দর ও আভেশ খানও থাকছেন না। ইংল্যান্ড সফরে চোটই কাল হয়ে দাঁড়াল এই তিন তারকার। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের পর পায়ে চোট পেয়েছিলেন শুভমন।

প্রথমে শুভমনের বদলি ক্রিকেটার পাঠাতে না চাইলেও, পরে সে ব্যাপারেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় বিসিসিআই। জানানো হয়েছে, শ্রীলঙ্কা সফরে যাওয়া ভারতীয় দল থেকে পৃথ্বী শ এবং সূর্যকুমার যাদবকেই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের জন্য পাঠানো হচ্ছে। একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে বোর্ড জানায়, "অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দরের ডান হাতে চোট লেগেছে। চোট যত দ্রুত সারবে ভাবা হয়েছিল, তার চেয়ে সময় বেশি লাগছে। পাশাপাশি হাতের বুড়ো আঙুলে চোট থাকায় এই সফরে রাখা হচ্ছে না আভেশ খানকে।" প্র্যাকটিস ম্যাচের প্রথম দিন চোট পেয়েছিলেন তিনি।

আগামী ৪ আগস্ট নটিংহ্যামে প্রথম টেস্টে জো রুটদের মুখোমুখি টিম ইন্ডিয়া। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের হার ভুলে নতুন উদ্যমে মাঠে নামতে চলেছেন বিরাট কোহলিরা।

একনজরে দেখে নিন ঘোষিত ভারতীয় দল:

রোহিত শর্মা, মায়াঙ্ক আগরওয়াল, চেতেশ্বর পূজারা, বিরাট কোহলি (অধিনায়ক), অজিঙ্ক রাহানে, হনুমা বিহারী, ঋষভ পন্থ, আর অশ্বিন, রবীন্দ্র জাদেজা, অক্ষর প্যাটেল, জশপ্রীত বুমরাহ, ইশান্ত শর্মা, মহম্মদ শামি, মহম্মদ সিরাজ, শার্দূল ঠাকুর, উমেশ যাদব, কেএল রাহুল, ঋদ্ধিমান সাহা, অভিমনু ঈশ্বরণ, পৃথ্বী শ, সূর্যকুমার যাদব।

তৃতীয় রাউন্ডে হার, অলিম্পিক থেকে বিদায় মণিকার

টোকিও, ২৬ জুলাই (হি.স.) : সোমবার তৃতীয় রাউণ্ডে হেরে টোকিও অলিম্পিক থেকে বিদায় নিলেন মণিকা বাত্রা। রবিবার ম্যাচে র‍্যাঙ্কিংয়ে অনেকটা এগিয়ে থাকা ইউক্রেনের পেসোতাকে রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে হারিয়ে আশা জাগিয়েছিলেন মণিকা। কিন্তু তৃতীয় রাউণ্ডে পরাজয়ের মুখ দেখতে হল মণিকাকে। ০-৪ ব্যবধানে হেরে টেবল টেনিসের মহিলাদের সিঙ্গলস থেকে বিদায় মণিকার। মাত্র ২৭ মিনিটেই তাকে হারিয়ে দিলেন অস্ট্রিয়ার সোফিয়া পোলকানভা।

বিশ্বের ১৭ নম্বর পোলকানোভার বিরুদ্ধে মণিকার শুরুটা ভালো হয়নি। তবে প্রথম সেট জিততে বেশ বেগ পেতে হয় প্রতিপক্ষকে। শেষ অবধি ১১-৮ ব্যবধানে পোলকানভার দখলে যায় সেই সেট। দ্বিতীয় সেটে মণিকা দাঁড়াতেই পারেননি অস্ট্রিয়ার প্রতিপক্ষের গতির সামনে। ২-১১ তে সেটটি খোয়ান ভারতের টেবিল টেনিস তারকা। তৃতীয় সেটের শুরুতে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং এর ৬২তম অবস্থানে থাকা মনিকা কিছুটা লড়াই করলেও পোলকানভা কোনরকম প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দেননি। ৫-১১ ব্যবধানে হেরে ম্যাচে ০-৩ এ পিছিয়ে পড়েন মণিকা। চতুর্থ সেটটিও ১১-৭ এ জিতে নিয়ে শেষ যোলোতে পৌঁছে গেলেন তার প্রতিপক্ষ সোফিয়া পোলকানভা। টোকিও অলিম্পিক মণিকা বাত্রার লড়াই এখানেই শেষ। এর আগে শরথ কমলের সঙ্গে জুটি বেঁধে মিক্সড ডাবলসের প্রথম রাউন্ডে হেরে গিয়েছিলেন মণিকা।

অলিম্পিকে ভাল খেলেও হকিতে জার্মানির কাছে হার ভারতের মেয়েদের

টোকিও, ২৬ জুলাই (হি.স.) : দুর্দান্ত খেলেও হকিতে ফের হারের মুখ দেখতে হল ভারতের মেয়েদের। সোমবার মেয়েদের হকিতে জার্মানির কাছে ২-০ গোলে হারল ভারত। তবে পরাজিত হলেও এদিন ভারতীয় দলের আক্রমণাত্মক হকি বিশেষজ্ঞদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। সহজ সুযোগ নষ্ট না করলেও এ দিন হাসিমুখেই মাঠ ছাড়তে পারতেন রানি রামপাল, গুরজিত কউররা। নেদারল্যান্ডসের কাছে ৫-১ গোলে হারার পর দ্বিতীয় ম্যাচেও জয়ের মুখ দেখল না ভারতের মেয়েরা। এদিন খেলার শুরু থেকে আক্রমণের ঝড় তোলে জার্মানির মেয়েরা। ১২ মিনিটেই প্রথম গোল হজম করে ভারত। কিন্তু গোল খেয়েও হাল ছাড়েনি ভারতীয় দল। ৩৩ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে এগিয়ে যাওয়ার সুবর্ণ সুযোগও এসেছিল। কিন্তু পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন গুরজিত কউর। উল্টে খেলার ৩৫ মিনিটে দ্বিতীয় গোল করে এগিয়ে যায় জার্মানরা। এর পরে আর ম্যাচে ফিরে আসা সম্ভব হয়নি ভারতীয় দলের পক্ষে। এর পরেও অবশ্য গোল করার সুযোগ এসেছিল ভারতের সামনে। কিন্তু জার্মান গোলরক্ষকের দক্ষতায় সেই সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হন ভারতীয় ফরওয়ার্ডরা। অলিম্পিক্সের দ্বিতীয় দিনের মতো তৃতীয় দিনেও একগুচ্ছ হতাশাই প্রাপ্তি হল ভারতীয় ক্রীড়াপ্রেমীদের। এখনও পর্যন্ত মীরাবাই চানুর রুপো জয়ের সৌজন্যেই পদক তালিকায় নাম রয়েছে ভারতের। এ হকিতেও ফের হতাশ করল ভারতের মেয়েরা।

ডোপ টেস্ট হচ্ছে জিঞ্জির, রুপোর বদলে চানুর গলায় উঠতে পারে স্বর্ণপদক

টোকিও, ২৬ জুলাই (হি. স.): ডোপ টেস্ট হচ্ছে টোকিও অলিম্পিকে চিনের সোনা জয়ী ভারোত্তলক হোউ জিঞ্জির ! অলিম্পক ভিলেজের এই গোপন খবরে ডোপ টেস্টের রিপোর্ট পজেটিভ হলে ভারোত্তলনের ওই বিভাগে রুপো জয়ী মীরাবাঈ চানুর গলায় উঠতে পারে স্বর্ণপদক। গত শনিবার ভারতের হয়ে টোকিও অলিম্পিক্সের এখনও অবধি একমাত্র মেডেলটি জেতেন মীরাবাঈ চানু। ৪৯ কেজি বিভাগে স্ন্যাচ ও ক্লিন অ্যান্ড জার্ক মিলিয়ে (৮৭ ১১৫) মোট ২০২ কেজি ভারোত্তলন করে রুপো জেতেন তিনি। চিনের হোউ জিঞ্জি জিতে নেন স্বর্ণপদক। জানা গেছে জিঞ্জিকে ডোপিং পরীক্ষার টোকিওতে থাকতে বলা হয়েছে। চাইনিজ অ্যাথলিটের ডোপের ফলাফলের ওপর নির্ভর করেই বদলে যেতে পারে চানুর মেডেলের রং।জিঞ্জির ডোপ টেস্টের ফলাফল যদি পজিটিভ আসে তবে সেক্ষেত্রে অলিম্পিকের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিযোগিতা থেকে বাতিল হবেন তিনি। এমন অবস্থায় দ্বিতীয় স্থানে শেষ করা চানুকেই বিজয়ী ঘোষণা করা হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে রুপোর বদলে সোনার মেডেলে দেওয়া হবে তাঁকে। তবে চানুর পদকের রং বদলাক কি না বদলাক, সিডনিতে ২০০০ সালে কারণাম মালেশ্বরীর (ব্রোঞ্জ) পর প্রথম ভারত্তোলকহিসাবে মেডেল জয়ী চানু আপামর ভারতীয় জনগণের সামনে তিনি যে এক উদাহরণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।-

টোকিও অলিম্পিকে জার্মানির প্রতিযোগীর বিরুদ্ধে স্ট্রেট সেটে জয় জকোভিচের

টোকিও, ২৬ জুলাই (হি.স.) : সোমবার টোকিও অলিম্পিকে জার্মানির জ্যান-লেনার্ড স্ট্রফের বিরুদ্ধে স্ট্রেট সেটে জয়ের সঙ্গে সার্বিয়ান টেনিস তারকা নোভাক জোকোভিচ সোনা জয়ের দৌড়ে আর এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। খেলার ফল ছিল ৬-৪, ৬-৩। এখন তার একটাই লক্ষ্য অলিম্পিকে প্রথমবার সোনা জয়। যদিও কিছুদিন আগেই উইম্বলডন জিতে ২০টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয় করে কিংবদন্তি রজার ফেডেরার ও রাফায়েল নাদালের পাশে একই আসনে স্থান করে নিয়েছেন। যদিও এই বছরই তিনি অস্ট্রেলিয়ান ও ফ্রেঞ্চ ওপেন জয় করছেন। আর তাই গোল্ডেন স্ল্যাম জয় করে জয়ের হ্যাটট্রিক করতে মুখিয়ে আছেন সার্বিয়ান এই টেনিস তারকা। অলিম্পিকে জোকোভিচের পরবর্তী প্রতিপক্ষ স্প্যানিশ তারকা আলেজান্দ্রো ডেভিডোভিচ ফোকিনা, যিনি অস্ট্রেলিয়ার জন মিলম্যানকে ৬-৪, ৬-৭(৪), ৬-৩ ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। প্রসঙ্গত, ১৯৮৮ সালে স্টেফি গ্রাফ একমাত্র টেনিস খেলোয়াড়, যিনি গোল্ডেন স্ল্যাম অর্জন করেছিলেন। জোকোভিচ যদি আরও চারটি ম্যাচ জিততে পারেন, তবে তিনি এই কৃতিত্ব অর্জনকারী প্রথম ব্যক্তি হতে পারেন।

টোকিও অলিম্পিকে ইতিহাস, ১৩ বছর বয়সে সোনা জিতলেন জাপানের মোমিজি

টোকিও, ২৬ জুলাই (হি. স.): টোকিও অলিম্পিকে ইতিহাস। মাত্র ১৩ বছর বয়সে অলিম্পিকে সোনা জিতে এই অভাবনীয় কান্ড ঘটালেন জাপানের মোমিজি নিশিয়া। সোমবার মেয়েদের স্ট্রিট স্কেটবোর্ডিং কম্পিটিশনে চ্যাম্পিয়ন হন তিনি। শুধু তিনি একা নন এই বিভাবে রুপোর পদক ব্রাজিলের রাইসা লিয়ালের বয়সও ১৩ বছর।

টোকিও অলিম্পিকেই প্রথমবার শুরু হয়েছে স্ট্রিট স্কেটবোর্ডিং কম্পিটিশন। আর প্রথমবারই ইতিহাস গড়ল এই ইভেন্ট। জাপানের মোমিজি নিশিয়া সোমবার মেয়েদের স্ট্রিট স্কেটবোর্ডিং কম্পিটিশনে মাত্র ১৩ বছর বয়সে শুধু চ্যাম্পিয়ন হয়েই ইতিহাস গড়েন নি। তিনি এই বিভাগের আলিম্পিকে প্রথম মহিলা সোনা জয়ীও। কাকতলীয় বিষয় হল এই ইভেন্টেই ব্রাজিলের রাইসা লিয়াল জেতেন রুপোর পদক, তার বয়সও ১৩ বছর। সেই সঙ্গে এই একই ইভেন্টে যিনি ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন তিনিও টিন-এজারের তকমা ঘোচাতে পারেন নি। জাপানের ফুনা নাকায়ামা মেয়েদের স্ট্রিট স্কেটবোর্ডিং কম্পিটিশনে ব্রোঞ্জ পদক যেতেন, যাঁর বয়স মাত্র ১৬ বছর। অলিম্পিকের ইতিহাসে এটা অন্যতম সেরা চমক সন্দেহ নেই।

প্রসঙ্গত, নিশিয়ার আগে ছেলেদের এই ইভেন্টে সোনা জেতেন জাপানের য়ুতো হোরিগোম। তিনিই হলেন স্কেটবোর্ডিংয়ে অলিম্পিকের ইতিহাসে প্রথম সোনা জয়ী। সেদিক থেকে নিশিয়া হলেন প্রথম মহিলা, যিনি অলিম্পিকে স্কেটবোর্ডিংয়ে সোনা জিতে ইতিহাস গড়লেন।

টেবিল টেনিসের দ্বিতীয় রাউন্ডে হার সুতীর্থার

টোকিও, ২৬ জুলাই (হি.স.) : পারলেন না সুতীর্থা মুখোপাধ্যায়ও। টেবিল টেনিসের দ্বিতীয় রাউন্ডেই হেরে গেলেন তিনি। প্রণতি নায়েকের পর অলিম্পিক্স থেকে আরও এক বাঙালির বিদায়। প্রথম রাউন্ডে পিছিয়ে থেকেও জয় তাঁর লড়াকু মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিল। দ্বিতীয় রাউন্ডে স্ট্রেট সেটে হারলেন তিনি। পর্তুগালের ফু ইউ-এর বিরুদ্ধে ০-৪ ব্যবধানে হেরে বিদায় সুতীর্থার। ফু ইউ-র বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই পারলেন না এই ভারতীয় টেবিল টেনিস তারকা। খেলার ফল ৩-১১, ৩-১১, ৫-১১, ৫-১১। দ্বিতীয় রাউন্ডে যেন কোনও লড়াই দেখাই গেল না তাঁর থেকে। ছন্দ খুঁজে পাওয়ার আগেই অলিম্পিক্স থেকে বিদায় ঘটে গেল তাঁর। প্রসঙ্গত, সোমবার সকালে পর্তুগালের আপোলোনিয়াকে হারিয়ে তৃতীয় রাউন্ডে পৌঁছে গিয়েছেন শরথ। ৪-২ ব্যবধানে জিতেছেন তিনি। তবে অস্ট্রিয়ার সোফিয়া পালকানোভার বিরুদ্ধে মণিকা বাত্রা তৃতীয় রাউন্ডে হেরে অলিম্পিক থেকে বিদায় নিলেন।

সংসদে কার্গিল শহিদদের শ্রদ্ধার্ঘ্য, মীরাবাঈ চানুকে অভিনন্দন

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি.স.): "কার্গিল বিজয় দিবস" উপলক্ষ্যে সোমবার সংসদের উভয়কক্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করা হল কার্গিল যুদ্ধের শহিদদের। এদিন লোকসভা ও রাজ্যসভা-উভয় কক্ষেই কার্গিল যুদ্ধের শহিদদের শ্রদ্ধা জানানো হয়। পাশপাশি সংসদের উভয় কক্ষেই অভিনন্দন জানানো হয়েছে মীরাবাঈ চানুকে। টোকিও অলিম্পিকে ভারোত্তলনের ৪৯ কেজি বিভাগে রুপো জিতেছেন মীরাবাঈ চানু। এদিন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা বলেছেন, 'অত্যন্ত খুশির সঙ্গে আমি জানাচ্ছি টোকিও অলিম্পিকে রুপো জিতেছেন মীরাবাঈ চানু। তাঁকে সদনের সকলের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি আশা রাখছি, অন্যান্য খেলোয়াড়রাও নিজ নিজ খেলায় ভাল পারফরম্যান্স করবেন ও দেশের সম্মান বাড়াবেন।' এরপর দুপুর দু"টো পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয় লোকসভার অধিবেশন। এদিনও "পেগাসাস প্রোজেক্ট" রিপোর্ট ইস্যুতে উত্তাল হয়েছে সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভা। অধিবেশন শুরু হওয়ার পরই পেগাসাস নিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন রাজ্যসভার বিরোধীরা সাংসদরা। ফলে দুপুর বারোটা পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয় রাজ্যসভার অধিবেশন।

৬-০ ব্যবধান, কোয়ার্টার ফাইনালে হার ভারতীয় তীরন্দাজ দলের

টোকিও, ২৬ জুলাই (হি.স.): টোকিও অলিম্পিক থেকে বিদায় নিল অতনুদের তীরন্দাজ দল। কোয়ার্টার ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে ৬-০ ব্যবধানে হেরে গিয়েছে ভারতীয় তীরন্দাজ দল। অতনু দাস, প্রবীণ যাদব এবং তরুণদীপ রাইরা পারলেন না দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠতে। দলগত বিভাগে হারার পর ভরসা এখন শুধুই ব্যক্তিগত বিভাগ।

সোমবার সকালে কাজাখস্তানের দলকে ৬-২ ব্যবধানে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিল ভারত। কিন্তু, কোয়ার্টার ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে ৬-০ ব্যবধানে হেরে বিদায় নিল ভারতীয় তীরন্দাজ দল। দ্বিতীয় সেটে ৩০ পয়েন্টের মধ্যে ২৯ পয়েন্ট নিয়ে কিছুটা লড়াইয়ে ফেরার আশা দেখিয়েছিল ভারত। কিন্তু, দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে হার মানতে হয়েছে অতনুদের। সহজেই সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল দক্ষিণ কোরিয়া।

কোভিডে আক্রান্ত, অলিম্পিকের স্বপ্ন শেষ বিশ্বের শীর্ষ গলফারের

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি.স.) : ফের করোনায় আক্রান্ত বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ গলফার জন রাম। এই নিয়ে দু মাসে দুবার মারণ ভাইরাসে আক্রান্ত হলেন তিনি। আর তাই টোকিও অলিম্পিকে অংশ নিতে পারছেন না তিনি। স্বপ্নের জয় অধরাই থেকে গেল জন রামের।

আগামী বুধবার থেকে এবারের অলিম্পিকের গলফ প্রতিযোগিতা শুরু হবে। সোমবার ইন্টারন্যাশনাল গলফ ফেডারেশনের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন জন রামের করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর। বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, টোকিওর বিমান ধরার আগেই ২৬ বছর বয়সী এই স্প্যানিয়ার্ডের কোভিড পরীক্ষার ফল পজিটিভ আসে। যার ফলে আর টোকিও বিমান ধরা হল না। তবে স্পেনের দলে অন্য কোন গলফারকে নেওয়া হবে না বলেও জানানো হয়েছে। আর তাই দলের একমাত্র প্রতিনিধি এখন আদ্রি আরনাউস।

প্রসঙ্গত, এর আগে গত ৫ জুন মেমোরিয়াল টুর্নামেন্টে তৃতীয় রাউন্ডের পর কোভিড টেস্ট পজিটিভ আসে এই স্প্যানিশ গলফারের। সুস্থ হয়ে দুই সপ্তাহ পর ফিরে ইউএস ওপেন জয়ের মধ্য দিয়ে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে ওঠেন রাম। সেটিই ছিল তার প্রথম মেজর চ্যাম্পিয়নশিপ জয়।

দ্বিতীয় রাউন্ডেই স্বপ্নভঙ্গ, ফ্রান্সের মেননের কাছে হার ফেন্সার ভবানীর

টোকিও, ২৬ জুলাই (হি.স.): প্রথম রাউন্ডে জিতেছিলেন, হারিয়ে ছিলেন তিউনিসিয়ার নাজিয়া বেন আজিজিকে। ভারতীয় ফেন্সার ভবানী দেবী তৈরি করে ফেলেন ইতিহাস। কিন্তু, দ্বিতীয় ম্যাচেই স্বপ্নভঙ্গ। ফ্রান্সের মেনন ব্রুনেটের বিরুদ্ধে হেরে গিয়েছেন ভবানী দেবী। অলিম্পিকে এই প্রথম বার ফেন্সিং প্রতিযোগিতায় ভারত। প্রথম ম্যাচে তিউনিসিয়ার নাজিয়া বেন আজিজিকে ১৫-৩ ব্যবধানে হারিয়ে দিয়েছিলেন ভবানী। প্রথম ভারতীয় হিসেবে অলিম্পিকে ফেন্সিংয়ে কোনও ম্যাচ জেতার নজির গড়েছিলেন তিনি।

কিন্তু পরের ম্যাচেই মুখোমুখি হয়েছিলেন বিশ্বের তিন নম্বর ফেন্সারের। ফ্রান্সের মেনন ব্রুনেটের বিরুদ্ধে লড়াই যে খুব সহজ হবে না, তা হয়তো জানতেন ভবানী দেবী। ব্রুনেটের বিরুদ্ধে শুরুর থেকেই পিছিয়ে ছিলেন ভবানী। তবে শেষের দিকে কিছুটা লড়াইয়ের চেষ্টা করেছিলেন তিনি। ৭-১৫ ব্যবধানে হারতে হয় তাঁকে। ভারতের এক মাত্র প্রতিযোগীর হাত ধরে ফেন্সিংয়ে যে স্বপ্ন দেখছিল ভারত তা থেমে গেল দ্বিতীয় রাউন্ডেই।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪

ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

No. F10 (75)/SDM/LTV/NAZ/ 2019/ 2348 Dated, 20/07/2021

NOTICE INVITING RATE QUOTATION

Sealed quotations are hereby invited from the Agencies filirms/ individuals for Sweepiing and Cleaning Staff for Sweeping. Cleaning and Sanitization of Washrooms. Basins, all ooms of 1st Floor & 2nd Floor and open area of the office of the SDM, Longtharai Valley Dhalai District. The sealed quotation will be received during office hour in all working days upto **3.00 PM of 21-08-2021** and will he opened on the same date at **4.00 PM** if possible. Quotation may he dropped at the "Quotation Box" kept at the Nazarat Section of this office. Format for submission of quotation is enclosed at Annexure-I. Quotation shall be submitted as per prescribed format only. Detailed terms and conditions of the said quotation may be collected from the office of the undersigned on all working days upto **4.00 PM of 18/08/2021.**

Sub-Divisional Magistrate
Longtharai Valley, Chailetigta
Dhalai District, Tripura.

ICA-C-1463/2021-22

The Executive Engineer, Khowai Division, PWD(R&B), Khowai, Tripura invites e-tender against Press NIeT No.- 04/EE/PWD/KHW/2021-22 Date- 16-07-2021

For

1) 'Preiodical repair of road from (a) Dalantilla to Paijabari (L=2.28 km), (b) Bhaktapara to KMR School (NH 108) (L=0.930 km) under Padmabil Block (24=Ramchandraghat constituency) during the year 2021-22/SH:- Re-carpeting and seal coat.

DNIT No:- 09/SE-II/PWD(R&B)/2021-22.

Estimated Cost :- Rs. 40,51,714.00 , Earnest Money :- Rs. 40,517.00

1) 'PR of PWD road from Brindabanghat to Tulashikar Bazar (L=4.00 km) under Tulashikhar R D Block during the year 2021-22/SH:- WBM-3, Re-carpeting work from CH :- 2.00 Km to CH:- 4.50 Km etc.

DNIT No:- 10/SE-II/PWD(R&B)/2021-22.

Estimated Cost :- Rs. 34,71,688.00 , Earnest Money :- Rs. 34,717.00

All details DNIT can be seen in the office of the undersigned during office hours from 19-07-2021 to 06-08-2021 upto 15.00 Hrs.

For more details kindly visit :- https://tripuratenders.gov.in & pwdkhw@gmail.com

Note :- **'NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER'**

Sd/- Illegible
Executive Engineer
Khowai Division, PWD(R&B)
Khowai, Tripura

ICA-C-1467/2021-22

SHORT NOTICE INVITING TENDER NO: EE-IED/UDP/24/2021-22 Dated: -22/ 07 /2021

Sl. NO	NAME OF THE WORK/DNIT No.	ESTIMATED COST (in ₹)	EARNEST MONEY (in ₹)	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR RECEIPT OF APPLICATION FOR ISSUE OF TENDER FORM	TIME AND DATE OF OPENING OF TENDER
1	DNIT NO:- EE-IED/UDP/2021-22/77	₹ 3,73,394.00	₹ 3,734.00	50 days		
2	DNIT NO:- EE-IED/UDP/2021-22/78	₹ 4,85,412.00	₹ 4,854.00	90 days		
3	DNIT NO:- EE-IED/UDP/2021-22/79	₹ 4,48,074.00	₹ 4,481.00	60 days	Up to 16.00 Hrs on 05/08/2021	At 15.00 Hrs on 07/08/2021
4	DNIT NO:- EE-IED/UDP/2021-22/80	₹ 3,73,394.00	₹ 3,734.00	50 days		
5	DNIT NO:- EE-IED/UDP/2021-22/81	₹ 4,48,074.00	₹ 4,481.00	60 days		

The tender documents are available for inspection in the office of the Executive Engineer, Internal Electrification Division, Udaipur, Gomati Tripura from 1,k.90 A.M. to 4.00 P.M. during office hours on all working days specified as above.

For and on behalf of the Governor of Tripura
(Er. BUDDHA JAMATIA)
Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD
Udaipur, Gomati Tripura.

ICA-C-1472/2021-22

NIT No. F.Aili19)-TIT/DWME/2012-13P30' Date: 22.07.2021 NOTICE INVITING e-TENDER The Principal, Tripura Institute of Technology, Narsingarh invites e-Tender on behalf of the Governor of Tripura from bonafide & resourceful Manufacturers / authorized dealers / distributors / reputed firms, having minimum experience in Supplying, Testing & Demonstration of Laboratory Equipments for Mechanical Engineering Department to different Agencies for supply -of following articles thmou0 e-Procurement website of Government of Tripura, https://tripuratenders.gov.in

Sl. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest money	Cost of Tender Fee	Date of Down-loading Tender Form	Last Date of Receiving e-Tender	Time for Completion
1.	Supplying, Testing & Demonstration of Laboratory Equipments for Mechanical Engineering Department of Tripura Institute of Technology, Narsingarh, Tripura (West) under MODROB Scheme.	Rs. 19,85,000/- (Rupees Nineteen Lakhs Eighty Five Thousands) only	Rs. 19,850/- (Rupees Nineteen Thousand Eight Hundred Fifty) only	Rs.500.00	26.07.2021 (from 09:00 hrs) to 17.08.2021 (upto 18:00 hrs)	17.08.2021 Up to 18:00 hrs	90 (Ninety) Days

➢ **Period of completion: -** 90 days, reckoned frgm the 15th (fifteenth) day from the date of issue of supply order.

➢ The other details related e-Tender can be seen and obtained from the website https://tripuratenders.gov.in

➢ Corrigendum / Addendum if any will be published only on the above website.

Sd/- (Prof. Sekhar Datta)
Principal
Tripura Institute of Technology, Narsingarh

ICA-C-1459/2021-22

প্রদেশ বিজেপির নতুন সাধারণ সম্পাদকের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সৌজন্যমূলক সাক্ষাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ জন দরবারে সুচারুভাবে পৌছে দেওয়া এবং সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি উভয়ের সমান্তরালভাবে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সেই উপলব্ধি থেকেই ত্রিপুরায় সংগঠনের খোলনলচে বদলে ফেলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তাতে, স্বাভাবিকভাবেই নতুন প্রদেশ বিজেপি সাধারণ সম্পাদক কিশোর বর্মনের বিরাট ভূমিকা রাখবেন। এমনটাই প্রত্যাশা থেকে আজ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত সারলেন তিনি। উত্তরীয় পরিয়ে তাকে বরণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

আজ এক টুইট বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশের নবনিযুক্ত সাধারণ সম্পাদক কিশোর বর্মন বাসভবনে এসে সাক্ষাত করেন। তাঁর অভিজ্ঞতা বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশ সংগঠনকে আরও দৃঢ় হবে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, সমস্ত কার্যকর্তা ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর লক্ষ্য পূরণে কাজ করবেন।

আজ কিশোর বর্মন বলেন, ত্রিপুরায় আসার পর গত কয়েকদিনে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত সম্ভব হয়নি। কারণ, তিনি ত্রিপুরার বাইরে ছিলেন। তাই, রাজ্যে ফেরার খবর পেয়ে আজ তাঁর সরকারি বাসভবনে সৌজন্যমূলক সাক্ষাতে মিলিত হয়েছি। তিনি বলেন, আজ আমরা ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ এবং সাফল্য নিয়ে আলোচনা করেছি। সাংগঠনিক আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল। তাঁর কথায়, দল ও সরকার মিলিতভাবে ত্রিপুরার উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ এগিয়ে নিয়ে যাবে।

খোয়াইয়ে উদ্ধার ভবঘুরের মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। খোয়াই নদীর চর থেকে এক ভবঘুরের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। খোয়াইয়ে এক ভবঘুরের বিবস্ত্র মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। খোয়াই থানাধীন চরগণকী ও পহরমুড়া সংযোগস্থলে কুমারী মধুতী রূপশ্রী সেতুর পাশে খোয়াই নদীর চরে আনুমানিক ত্রিশ বত্রিশ বছর বয়সের ভবঘুরের মৃতদেহটি দেখতে পেয়ে সানীয় মানুষ পুলিশে খবর দেন।

এই লোকটি সেতুর আশে পাশেই প্রায় সময় ঘোরাঘুরি করতো বলে এলাকার মানুষ জানান। অজ্ঞাত পরিচয় ভবঘুরে লোকটি অনাহারেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে বলে মনে করা হচ্ছে। মৃতদেহটি জেলা হাসপাতালের মর্গে এনে রাখা হয়েছে। মৃতদেহ সনাক্তকরণের জন্য তিনদিন এখানেই রাখা হবে।যদি দাবীদার কেউ না থাকে তাহলে তিনদিন পর ময়না তদন্ত শেষে সৎকার করা হবে মৃতদেহটি।খোয়াই থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মোহনপুরে যান দূর্ঘটনায় অল্পতে রক্ষা ব্যাপক ক্ষতি দুটি গাড়ির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। খোয়াই আগরতলা ভায়া মোহনপুর সড়কের বোয়ালখালীতে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বাসের পেছনে দ্রুতগামী একটি বুলেরো গাড়ি ধাক্কা দিলে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। তাতে অবশ্য হতাহতের কোনো খবর নেই। সোমবার ভোর রাতে আগরতলা টু মোহনপুর সড়কের বোয়ালিয়াতে বাস ও বুলেরো গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে।

অবশ্য এই ঘটনায় কোন হতাহতের খবর নেই। হতাহত না থাকলেও ব্যাপক ক্ষতি হয় বুলেরো গাড়িটির।বুলেরো গাড়ির চালক উত্তম খারিয়া জানায়, এদিন ভোরে সে মাছ নিয়ে খোয়াই থেকে বুলেরো গাড়ি নিয়ে এই সড়কটি ধরে রানিরবাজারের উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় বোয়ালিয়াতে আসতেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে থাকা বাস গাড়িটির পেছনে দ্রুতগতিতে ধাক্কা লাগলে ঘটনাটি ঘটে।দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাতসকালেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

আর্থিক সংকট কাটাতে নতুন নোট ছাপাবে না সরকার জানালেন নির্মলা সীতারমন

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি.স.) : কোভিড অতিমহামারীর জন্য সংকটে পড়েছে দেশের অর্থনীতি। সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কি নতুন নোট ছাপানোর কথা ভাবছে, এমনই এক সাংসদের প্রশ্নে সোমবার লোকসভায় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন বলেন, "নো স্যার"। অর্থমন্ত্রী জানান, ২০২০-২১ সালের আর্থিক বছরে দেশের মোট জাতীয় আয় (জিডিপি) সংকুচিত হয়েছে ৭.৩ শতাংশ।

তবে অর্থনীতির মৌলিক বিষয়গুলি এখনও শক্তিশালী রয়েছে। তাঁর কথায়, "ধীরে ধীরে লকডাউন শিথিল করা হচ্ছে। অর্থনীতিকে সহায়তা করছে আত্মনির্ভর ভারত প্রকল্প। অর্থনীতির মৌলিক বিষয়গুলি এখনও শক্তিশালী রয়েছে। ২০২০-২১ সালের আর্থিক বছরের শেষ দিকে সংকট কাটিয়ে ওঠার পথে এগচ্ছে অর্থনীতি।" গত মার্চে সরকার সংসদে জানায়, গত দু"বছরে ২ হাজার টাকার নোট ছাপা হয়নি। অর্থমন্ত্রকের ততকালীন প্রতিমন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর বলেছিলেন, "২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ সালে ২০০০ টাকার ব্যাঙ্কনোট ছাপার আদেশ দেওয়া হয়নি।" একইসঙ্গে তিনি জানান, কোনও নোট ছাপার আগে সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে পরামর্শ করে। ২০১৯ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জানায়, ২০১৬-১৭ সালে যে পরিমাণ ২ হাজার টাকার নোট ছাপা হয়েছিল, তার মূল্য ৩৫৪ কোটি ২৯ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা। ২০১৭-১৮ সালে ১১ কোটি ১৫ লক্ষ ৭ হাজার টাকা মূল্যের ২ হাজার টাকার নোট ছাপা হয়। ২০১৮-১৯ সালে যে পরিমাণ ২ হাজার টাকার নোট ছাপা হয়েছিল, তার মূল্য ৪ কোটি ৬৬ লক্ষ ৯০ হাজার কোটি টাকা।

সম্প্রতি আর্থিক উদারনীতি গ্রহণের ৩০ বছর উপলক্ষে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বলেন, সামনের দিনগুলিতে কঠিন রাস্তায় ভারতীয় অর্থনীতিকে হাঁটতে হবে। এখন আনন্দ, উচ্ছ্বাস প্রকাশের সময় নয়। বরং তলিয়ে ভাবা, অনুসন্ধান, সমীক্ষার সময়। দেশ হিসাবে আমাদের অগ্রাধিকারগুলির পুনর্বিন্যাস করতে হবে, যাতে প্রতিটি ভারতবাসী একটা স্বাস্থ্যকর, সম্মানজনক জীবন কাটাতে পারেন। তিনি অতীত স্মরণ করে বলেন, ৩০ বছর আগে কংগ্রেস দল ভারতীয় অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের পথে পা রেখেছিল, ভারতের আর্থিক নীতির নতুন পথে যাত্রা সুগম করেছিল।

সাব্রুম রেল স্টেশনে যাওয়ার রাস্তা বেহাল দশা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। সাব্রুম রেল স্টেশনে যাতায়াতের রাস্তাটি চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। নৃত্য দিন ঐ রাস্তা দিয়ে যাতায়াতকারী যানবাহন ও সাধারণ মানুষকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়েও ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছেন না এলাকাবাসী। দীর্ঘদিন ধরে সাব্রুম রেল স্টেশন সংলগ্ন রায়বুড়া টিলা ও ভূমিহীন টিলা যাওয়ার রাস্তাটি বেহাল দশায় পড়ে রয়েছে। তাতে ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার জনগণ।

জানা যায় দীর্ঘ বছর ধরে সাব্রুম আগরতলা ৮ নং জাতীয় সড়ক থেকে যুব শক্তি ক্লাব হয়ে রেল স্টেশনে যাওয়ার রাস্তা এবং ভূমিহীন টিলা ও রায়বুড়া টিলা এলাকার জনগণের যাতায়াতের জন্য একমাত্র রাস্তাটিতে জল ও কাদা জমে রয়েছে। সাব্রুম রেল স্টেশনের রেল লাইনের কাজ করার সময় ওই দুই এলাকার যাতায়াতের একমাত্র রাস্তাটি কেটে ফেলা হয়। পরবর্তী সময়ে বলা হয়েছিল ওই স্থানে নতুন করে রাস্তা নির্মাণ করা হবে। কিন্তু বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হলেও এখনো রাস্তা নির্মাণের কাজ শেষ হয়নি। ফলে সামান্য বৃষ্টি হলেই রাস্তায় জমে থাকে প্রচুর পরিমাণে কাদা। এতে করে যাতায়াতের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে ওই এলাকার বসবাসকারী ও পথচলতি জনগণের।

এমনকি, সাব্রুম রেল স্টেশনে পৌঁছনোর সবচেয়ে কাছের রাস্তাটি দিয়ে যাওয়ার জন্য যে গাড়িগুলো চলাচল করে সেগুলো বর্তমানে সেই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে পারছে না।ফলে আর্থিক ক্ষতির মুখে অটো চালকরাও। বহুবার স্থানীয় পঞ্চায়েতের মেম্বার, প্রধান ও পঞ্চায়েতকে জানানোর পরেও কোন কাজ হচ্ছে না। ফলে ওই রাস্তা দিয়ে ছোট বড় গাড়ি চলাচলে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। যদি কোন ব্যক্তি অসুস্থ হয় কিংবা কোন দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের গাড়িও ওই এলাকায় পৌঁছাতে পারবে না। স্থানীয়দের দাবি অবিলম্বে রাস্তাটি যেন সংস্কার করা হয়। তার জন্য সাব্রুমের বিধায়ক ও পূর্ত দপ্তরের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন এলাকাবাসী।

দিল্লিতে বিনীত নারায়ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ মমতার

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি. স.): এবার তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দিল্লিতে দেখা করলেন জৈন হাওয়ালা কেলেঙ্কারি প্রথম সামনে নিয়ে আসা প্রবীণ সাংবাদিক। তৃণমূল নেত্রীর দিল্লি সফর চলাকালীন ওই সাংবাদিকের সাক্ষাৎ রীতিমতো তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বলেই মনে করা হচ্ছে। আর এই ঘনটায় ফের জল্পনায় চলে এল প্রায় ৩ দশকের পুরনো ওই মামলায় রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ের যোগসূত্রের প্রসঙ্গ।

এদিন বিকেল পাঁচটা নাগাদ কলকাতা থেকে দিল্লিতে পৌঁছান তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরই সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনে তৃণমূল নেত্রীর সঙ্গে দেখা করতে আসেন প্রবীণ সাংবাদিক বিনীত নারায়ণ। তৃণমূল নেত্রীকে উত্তরীয় পরিয়ে অভিবাদন জানান তিনি। এরপর বিনীত নারায়ণের সঙ্গে এক ঘণ্টা একান্তে বৈঠক করেন তৃণমূল নেত্রী। বৈঠক শেষে প্রবীণ এই সাংবাদিককে গাড়ি পর্যন্ত তুলে দিতে আসেন তিনি। দুজনের মধ্যে একান্তে কী কথাবার্তা হয়েছে, তা জানা না গেলেও রাজনৈতিক মহলের ধারণা, দুজনের কথোপকথনে অবধারিতভাবেই উঠে এসেছে জৈন—হাওয়ালা কেলেঙ্কারির প্রসঙ্গ। সেক্ষেত্রে কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত থাকা বেশ কয়েকটি নাম নিয়েও আলোচনা হয়ে থাকতে পারে।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই জৈন হাওয়ালা কেলেঙ্কারি জড়িত আরও বেশ কয়েকজনের নাম সাংবাদিক সম্মেলন করেই সামনে আনে তৃণমূল। সেই নামের মধ্যে জগদীপ ধনখড় নামে একজনের নাম সামনে আসে। সেই জগদীপ ধনখড়ই কি রাজ্যের বর্তমান রাজ্যপাল তা নিয়েই প্রশ্ন তোলে তৃণমূল?

স্ত্রী-কন্যা থাকা সত্ত্বেও পরকীয়া সোনামুড়ার যুবকের বিরুদ্ধে মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। স্ত্রী-কন্যা থাকা সত্ত্বেও পরকীয়া প্রেমে আসক্ত হয়ে বিয়ে করল সোনামুড়া থানা এলাকার বড়দোয়ালেরর এক যুবক। এ ব্যাপারে সোনামুড়া থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিয়ের অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনার বিবরণ জানিয়ে থানায় দ্বারস্থ হলো প্রথম পক্ষের স্ত্রী সহ তার পরিবারের লোকজন। ঘটনা সোনামুড়া থানাধীন বড়দোয়াল এলাকায়। জানা যায়, সাত বছর পূর্বে মুসলিম রীতিনীতি মেনে বড়দোওয়ালের বাসিন্দা ফজলুল হকের ছেলে ফারুক হোসেনের সাথে বিয়ে হয়েছিল বাশপুকুর এলাকার আফিয়া খাতুনের মেয়ে রাবেয়া খাতুনের।

বিয়ের পর এক বছর সব ঠিকঠাক থাকলেও তারপর থেকেই গৃহবধূর উপর বিভিন্নভাবে মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার শুরু হয়। এমনটাই অভিযোগ করলেন খোদ রাবিয়া সহ তার মা আছিয়া খাতুন। এরপর বিভিন্ন সালিশি সভা হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। শেষমেষ থানায় পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হয় নির্যাতিতার পরিবার। তাতেও সুবিচার মিলেনি। অবশেষে আদালতের দ্বারস্থ হয় রাবিয়ার পরিবার। আদালত থেকে তাদের একসঙ্গে থাকার আদেশ দেয়া হয়।এরই মধ্যে তাদের এক কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। এর পর থেকেই পুনরায় শুরু হয় উৎপীড়ন।অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বাপের বাড়িতে আশ্রয় নেয় রাবিয়া।

আদালত থেকে রাবিয়ার কন্যা সন্তানের ভরণপোষণ দিতে বলা হয় ফারুককে। কিন্তু আদালতের আদেশ অমান্য করেই চলেছে ফারুক। প্রথম পক্ষের স্ত্রী-সন্তানকে ভরণপোষণ দেওয়ার বদলে বরং বর্তমানে ফারুক নাকি দ্বিতীয় বিয়ে করে নিয়েছে। তারা ফারুকের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে প্রথম পক্ষের স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিয়ে কিভাবে করল ফারুক।এই অভিযোগ করে রাবিয়ার পরিবার সোনামুড়া থানার পুলিশের দ্বারস্থ হয়। এখন দেখার পুলিশ কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

অগ্রজের দায়ের কোপে গুরুতর আহত অনুজ হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৬শে জুলাই।। জমিতে জল প্রবাহ বিষয়কে কেন্দ্র করে বিবাদ এর জেরে নিজ বড় ভাই সুশীলের হাতে আক্রান্ত ছোট ভাই সুভাষ। ঘটনা রবিবার রাতে উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত বাগমা পুলিশ ফাঁড়ি অধীন বারভাইয়া এলাকায়। বর্তমানে সুভাষ পাল গুরুতর আহত অবস্থায় গোমতী জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আর এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা বারভাইয়া সহ বাগমা এলাকায়। সংবাদ সূত্রে জানা যায়, রবিবার রাত আনুমানিক ৯টায় অগ্রজ সুশীল পাল এর নেতৃত্বে সুকান্ত ভুইয়া, রাখাল পাল এবং সুকান্ত পাল বিনা কারণে সুভাস পালের বাড়িতে ঢুকে তাকে দা দিয়ে মাথায় কোপ দেয় এবং পরবর্তীতে লাঠি দিয়ে এলোপাথাড়ি আঘাত করতে থাকে।

এতে অনুজ সুভাষ পাল রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন। এলোপাথাড়ি আঘাত করতে দেখে সুভাষের স্ত্রী ও ছেলে এগিয়ে আসলে ওদেরকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ করা হয়। প্রতিবেশীরা এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে পেরে ঘটনাস্থলে এসে সুভাষ পালকে উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে গোমতী জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন অনুজ সুভাষ। এই ঘটনায় বাগমা থানায় অভিযুক্ত সুশীল পাল সহ বাকী তিন অভিযুক্তাদের নামে লিখিত মামলা দায়ের করা হয়। অভিযোগ পাওয়ার সাথে সাথে বাগমা থানার ও সি খোকন সাহা আসামি অগ্রজ সুনীলকে ধরার জন্য তৎপরতা শুরু করেন এবং সুনীলকে গ্রেপ্তার করে আর কে পুর থানায় হস্তান্তর করেন।

আসামি অগ্রজ সুশীল সহ অন্যান্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ৪৪৮,৩২৬,৩০৭ ও৩৪ আই পি সি ধারায় মামলা গ্রহণ করা হয়। আর কে পুর থানার কেস নং ১১৮/২১। হাসপাতালে শুয়ে সোমবার অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি জানান অনুজ সুভাষ এই দুই ভাইয়ের সম্পর্ক আদা-কাচকলার মতো।সামান্য বিষয় নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে প্রায়শই ঝগড়া বিবাদ লেগে থাকতো। কোন কিছু হলেই এক ভাই অপর ভাইয়ের বাড়িতে মদের বোতল দিয়ে ডিলাডিলি করতো, এক ভাই আরেক ভাইয়ের জমি নষ্ট করে ফেলে। এদের এই পারস্পরিক দোষারোপে বারভাইয়া পঞ্চায়েতর মানুষ বীতশ্রদ্ধ। এলাকা থেকে অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে। কান পাতলেই দুই ভাইয়ের কর্ম কান্ডে এলাকায় ছি: ছি : রব শোনা যায়।

জায়গা দখলকে কেন্দ্র করে রাঙামাটিতে দুই গোষ্ঠীর বিরোধী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৬ জুলাই।। আজ দুপুরে উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত গকুলপুর রাঙামাটি সেরীকালচার এলাকায় দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে জায়গা দখলকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা দেখা দেয়। রাঙামাটি এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বসবাস কারী জনগণের লাগানো গাছ কাটাকে কেন্দ্র করে এই উত্তেজনা। জনজাতি গোষ্ঠীর আঠারোটি এলাকা প্রত্যেকটি থেকে পঞ্চাশ জন করে জনজাতি সম্প্রদায়ের প্রায় হাজার লোক একত্রে এসে সংশ্লিষ্ট এলাকার দামি দামি গাছ কাটতে থাকলে এবং বাঁশের মাথায় লাল পতাকা বেঁধে ভূমি পূজা করাকে কেন্দ্র করে এই বিবাদের সূত্রপাত। জনজাতি জমাতিয়া হদার দাবি ১৯৪২ সাল থেকে এখানে শাল- সেগুন বাগান ছিলো।পরবর্তীতে সুখময় সেনগুপ্ত মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে এই জমিকে রিজার্ভ ফরেস্ট অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জনজাতি লোকেদের দাবি এ গুলো ভিলেজ কাউন্সিলের জায়গা - অপরদিকে দীর্ঘ দিন ধরে দখলে থাকা সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের দাবি তারিখ দীর্ঘ দিন ধরে এখানে বাস করছি এই জায়গা তাদের। চরম উত্তেজনার খবর পেয়ে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ ঘটনা স্থলে গিয়ে উভয় পক্ষের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত হয় প্রশাসনিক ভাবে বিষয়টি গুরত্ব সহকারে দেখা হবে।সাময়িক কালের জন্য উত্তেজনা প্রশমিত হলেও খুব দ্রুত সমস্যার সমাধান না করলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভুলবোঝাবুঝির ফলে পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে ,তাই প্রশাসনের দ্রুত ভূমিকা নেওয়া উচিত বলে সংশ্লিষ্ট মহল মনে করছেন।

সপ্তাহের প্রথম দিনেই ভারতীয় বাজারে কমল সোনার দাম

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি. স.): ভারতের বাজারে কমল সোনার দাম। সপ্তাহের প্রথম দিন সোমবার এমসিএক্স সূচকে ১০ গ্রাম গোল্ড ফিউচার্সের দাম কমে দাঁড়িয়েছে ৪৭,৫২৬ টাকা। যা গত বছরের আগস্টের রেকর্ড দাম ৫৬,২০০ টাকার থেকে প্রায় ৮,৭০০ টাকার মত কম। তবে, এখন কম থাকলেও অচিরেই দাম বাড়বে হলুদ ধাতুর। স্বল্পকালে ১০ গ্রাম সোনার দাম ৪৮,৫০০ টাকার স্তরে পৌঁছে যেতে পারে।

কিউবায় মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে গর্জে উঠার আহ্বান জানিয়ে আগরতলা ধর্ণায় সামিল বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারও। ছবি নিজস্ব।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানাল চাকমা জনগোষ্ঠী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। চাকমা সমাজের চারটি অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে সোমবার সাংবাদিক সম্মেলন করে তিপরাসা কাউন্সিল অফ হদা এবং রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। এ ধরনের বক্তব্য সম্প্রীতি বিনষ্টকারী বলে তারা অভিহিত করেছেন। গত ৪ঠা জুলাই তিপরাসা কাউন্সিল অফ হদা নামে একটি সংগঠন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত সাহার কাছে এক স্মারক লিপিতে চাকমা সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে বলে গুরুতর অভিযোগ করা হয়েছে চাকমা সমাজের চারটি অর্গানাইজেশনের তরফ থেকে।

সোমবার আগরতলা প্রেসক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে জানানো হয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে প্রেরিত স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে রিয়াং জনগোষ্ঠীর লোকজন রাজ্যে অনুপ্রবেশ করছে। শুধু তাই নয় চোরাচালান সহ অবৈধ কার্যকলাপ চাকমা জনগোষ্ঠীর লোকজন রয়েছে বলেও তারা উল্লেখ করেছে। এই স্মারকলিপির সূত্র ধরেই রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠিতে এ বিষয়ে যে মন্তব্য করেছেন তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে চাকমা জনগোষ্ঠী যৌথ সংগঠন।

রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর এ ধরনের মন্তব্যের জন্য চাকমা জনগোষ্ঠীর কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য সাংবাদিক সম্মেলনে দাবি করা হয়েছে।তিপরাসা কাউন্সিল অফ হদা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে যে স্মারকলিপি পাঠিয়েছে এবং রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার যে মন্তব্য করেছেন তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে চাকমা জনগোষ্ঠীর চারটি যৌথ সংগঠন সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছে এ ধরনের বক্তব্য সাম্প্রদায়িক, সংবিধান বিরোধী এবং জাতি উপজাতি সম্প্রীতি বিনষ্টকারী। এ ধরনের বক্তব্যকে দুর্ভাগ্যজনক এবং দুরভিসন্ধি বলেও তারা আখ্যায়িত করেছেন। জাতি ও উপজাতির মধ্যে শান্তি সম্প্রীতি বিনষ্ট করার ক্ষেত্রে এ ধরনের মন্তব্য খুবই বিপদজনক বলেও তারা মনে করেন।

এসব বিষয়ে রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ দাবি করেছেন চাকমা জনগোষ্ঠী বরাবরই শান্তিপ্রিয়। অবিলম্বে রাজ্যের শান্তি সম্প্রীতি অক্ষুন্ন রাখার তাগিদে এবং চাকমা জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার তাগিদে রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হতে বাধ্য হবেন বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।